

A. or. 2440

Bharata
Chandra

Annada mangaladi

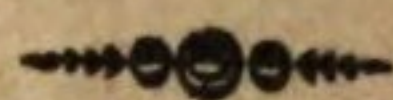
or

Annada Mangala

Vidya sundara

&
Manu Suiha

অন্নদামঙ্গল ।



শ্রীভারতচন্দ্র রায় বিরচিত ।



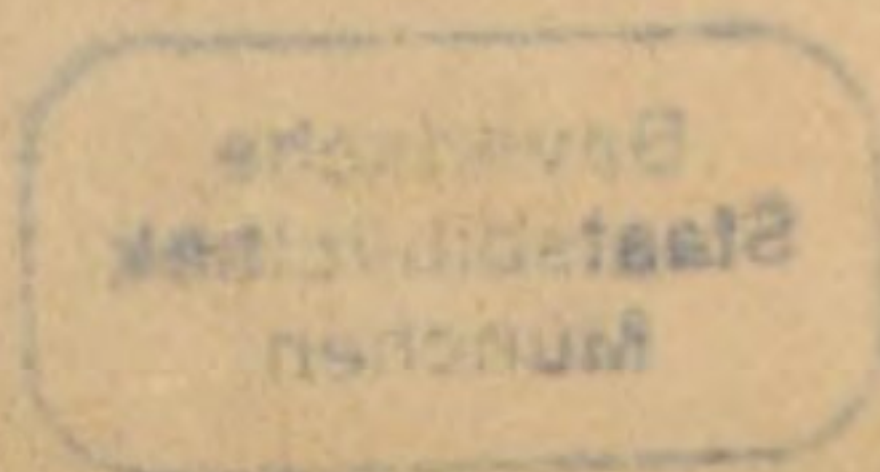
কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে

পরিশোধিত ।

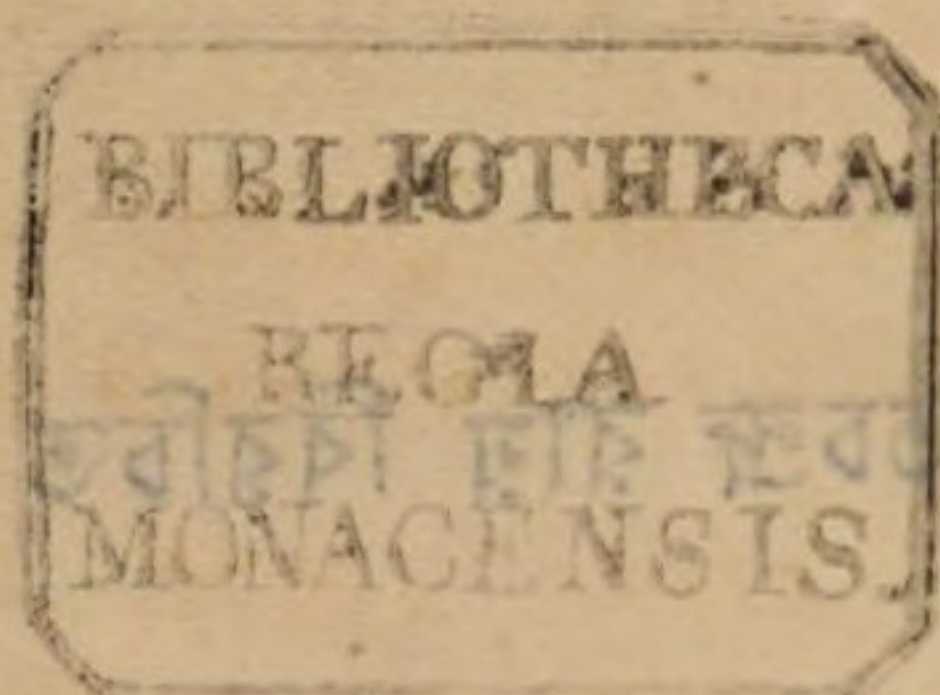
কলিকাতা ।

সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ।

১৭৭৫ শক ।



। ଭବନାମାଳା



ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ

। ଭବନାମାଳା

। ଭବନାମାଳା

। ଭବନାମାଳା

। ଭବନାମାଳା



অন্নদামঙ্গলের সূচীপত্র ।

	পৃষ্ঠ
গণেশবন্দনা	১
শিববন্দনা	২
সূর্য্যবন্দনা	৪
বিষ্ণুবন্দনা	৪
কৌষিকীবন্দনা	৬
লক্ষ্মীবন্দনা	৭
সরস্বতীবন্দনা	৮
অন্নপূর্ণাবন্দনা	৯
প্রস্থসূচনা	১২
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন	১৬
গীতারম্ভ	২১
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ	২৩
সতীর দক্ষালয়গমন	২৭
শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	২৯
শিবের দক্ষালয় যাত্রা	৩১
দক্ষযজ্ঞ নাশ	৩২
প্রস্থতিস্তবে দক্ষজীবন	৩৪
পীঠমালা	৩৭
শিব বিবাহের মন্ত্রণা	৪২
নারদের গান	৪৩

	পৃষ্ঠা
শিব বিবাহের সম্বন্ধ	৪৩
শিবের ধ্যানভঙ্গি কামভঙ্গ	৪৬
রতি বিলাপ	৪৮
রতির প্রতি দৈববাণী	৫০
শিব বিবাহ যাত্রা	৫১
শিববিবাহ	৫৩
কন্দল ও শিবনিন্দা	৫৬
শিবের মোহন বেশ	৬০
সিদ্ধিঘোটন	৬১
সিদ্ধি ভক্ষণ	৬৩
হরগৌরীর কথোপকথন	৬৫
হরগৌরী রূপ	৬৮
কৈলাস বর্ণন	৬৯
হরগৌরীর বিবাদ সূচনা	৭০
হরগৌরীকন্দল	৭২
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্দেশ্য	৭৪
জয়ার উপদেশ	৭৬
অন্নপূর্ণামূর্তিধারণ	৭৭
শিবের ভিক্ষাযাত্রা	৭৮
শিব প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ	৮০
শিবে অন্নদান	৮২
অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য	৮৩
শিবের কাশীবিশয়ক চিন্তা	৮৫

	পৃষ্ঠা
বিশ্বকর্মার প্রতি পুরীনির্মাণের অনুমতি	৮৭
অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ	৮৮
দেবগণ নিমন্ত্রণ	৯২
শিবের পঞ্চতপ	৯৬
ব্রহ্মাদির তপ	৯৮
অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান	১০১
শিবের অন্নদাপূজা	১০৪
অন্নদার বরদান	১০৬
ব্যাসবর্ণন	১০৯
শিবপূজানিষেধ	১১১
শিবনামাবলী	১১৪
ঋষিগণের কাশীযাত্রা	১১৫
হরিনামাবলী	১১৬
হরিসঙ্কীর্তন	১১৭
ব্যাসের শিবনিন্দা	১২০
ব্যাসের ভিক্ষাবারণ	১২৩
কাশীতে শাপ	১২৫
অন্নদার মোহিনীরূপ	১২৮
শিবব্যাসে কথোপকথন	১৩১
ব্যাসের কাশীনির্মাণোদ্যোগ	১৩৫
গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা	১৩৮
ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি	১৩৯
ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার	১৪০

অন্নদামঞ্জল ।

গণেশবন্দনা ।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরূপম

পরমপুরুষ পরাংপর ।

খৰ্জ সূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর

মহাযোগী পরমসুন্দর ॥

বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ ।

পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চনা আগে

তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ ॥

স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল ।

শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে

ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল ॥

হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া

খেলাছলে করহ প্রলয় ।

ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি

ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥

বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা

সৃষ্টি পুন করহ সংহার ।

বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন ব্রহ্ম

তুমি সে জানহ মর্ম তার ॥

যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কতু

বিধি হরি হর নাহি জানে ।

তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই

তুমি দাতা চতুর্ভুজ দানে ॥

আমি চাহি এই বর শুন প্রভু গণেশ্বর

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব ।

কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর

ইথে পার তবে সে পাইব ॥

আপনি আসরে উর নায়কের আশা পূর

নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে ।

কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ।

। চিত্র হারানি ভীষ্ম ভীষ্ম

শিববন্দনা । চিত্র হারানি চিত্র

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম

বৃষভবাহন যোগধারী ।

চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন

ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ।

হর হর মোর দুঃখ হর ।

হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ

হিমকরশেখর শঙ্কর ॥

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল

হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায় ।

ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন

সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥

অতিদীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকুট

চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত ।

ফণী বাল ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার

শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥

যোগির অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ ভয়ে

কি জানি কাহার কর ধ্যান ।

অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া

সেই পায় চতুর্কর্গ দান ॥

মায়াযুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব

কে বুঝিতে পারে তব মায়া ।

অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়

যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥

নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর

নিবেদিলু বন্দনা বিশেষে ।

কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

সূর্য্যবন্দনা ।

— — —

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ দয়া কর দিবাকর ।
চারি বেদে কয় ব্রহ্ম তেজোময় তুমি দেব পরাংপর ॥
দিনকর চাহ দীনে ।

তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন বিশ্বের জীবন তুমি ।
সর্ব দেবময় সর্ব বেদাগ্রয় আকাশ পাতাল ভূমি ॥
একচক্র রথে আকাশের পথে উদয়গিরি হইতে ।
যাহ অস্তগিরি একদিনে ফিরি কে পারে শক্তি কহিতে ॥
অতিথর কর পোড়ে মহীধর সিন্ধুর জল শুখায় ।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে তোমার তত্ত্ব কে পায় ॥
দ্বাদশ মূরতি গ্রহগণপতি সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা ।
শনি যম মনু তব অঙ্গজন্ম যমুনা তোমার কন্যা ॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিতা তাই সে সবিতা নাম ।
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার করি এ কোটি প্রণাম ॥
কোকনদোপর থাক নিরন্তর অশেষ গুণসাগর ।
বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর মাথায় মাণিকবর ॥
স্মরিলে তোমায় পাপ দূরে যায় আসরে সদয় হবে ।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে চাহিবে স্বরূপে ভারতচন্দ্রের স্তবে ॥

বিষ্ণুবন্দনা ।

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভূজ গরুড়বাহন ।

বিষ্ণুবন্দনা ।

৫

বরণ জলদ ঘটা হৃদয়ে কোমল ছটা

বনমালা নানা আভরণ ॥

কৃপা কর কমললোচন ।

জগন্নাথ মুরহর পদ্মনাভ গদাধর

মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥

রামকৃষ্ণ জনার্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন

হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন ।

শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর

বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্জন ॥

শঙ্খ চক্র গদাযুজ সুশোভিত চারি ভুজ

মনোহর মুকুট মাথায় ।

কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ

রতন নুপুর বাজে তায় ॥

পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর

মুখসুধাকরে সুধা হাস ।

মঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি

রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥

ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব

সনকাদি যত ঋষিগণ ।

নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণ গানে

পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥

কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে

শীতল সুগন্ধ মন্দ বায় ।

ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুমুমশর

নিরবধি সেবে রাজ্যপায় ॥

ভৃঙ্গের হৃষ্কার রব কুহরে কোকিল সব

পূর্ণচন্দ্র শরদযামিনী ।

বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে

ছয় রাগ ছত্রিস রাগিণী ॥

উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ

নিবেদিল বন্দনা বিশেষে ।

ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

— — —

কৌষিকীবন্দনা ।

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে প্রসীদ নগনন্দিনি ।

চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি শুভ্রনিশুভ্রঘাতিনি ॥

শঙ্করি সিংহবাহিনি ।

মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিঘাতিনি রক্তবীজনিকুন্তিনি ॥

দিনমুখরবি কোকনদ ছবি অতুল পদ দুখানি ।

রতন নুপুর বাজয়ে মধুর ভ্রমরবাষ্কার মানি ॥

হেমকরিকর উরু মনোহর রতন কদলিকায় ।

কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর অমূল্য অম্বর তায় ॥

কমল কোরক কদম্বনিন্দক করিসুতকুন্তুউচ ।

কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত অমৃতপূরিত কুচ ॥

সুবলিত ভূজ সহিত অম্বুজ কনক মৃণাল রাজে ।

নানা আভরণ অতিসুশোভন কনক কঙ্কণ বাজে ॥

কৌষিকীবন্দনা ।

৭

কোটি শশধর বদন সুন্দর ইষদ মধুর হাস ।
 সিন্দূরমার্জিত মুকুতারঞ্জিত দশনপাঁতি প্রকাশ ॥
 সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন রবি শশি এক ঠাই ।
 কেবা আছে সমা কি দিব উপমা ত্রিভুবনে হেন নাই ॥
 শিরে জটাজুট রতন মুকুট অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে ।
 মালতী মালায় বিজুলি খেলায় ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে ॥
 কহি জোড়করে উরহ আসরে ভারতে করহ দয়া ।
 কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে অভয় দেহ অভয়া ॥

লক্ষ্মীবন্দনা ।

উর লক্ষ্মি কর দয়া ।

বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী কমলা কমলালয়া ॥
 সনাল কমল সনাল উৎপল দুখানি করে শোভিত ।
 কমল আসন কমল ভূষণ কমলমাল ললিত ॥
 কমল চরণ কমল বদন কমল নাভি গভীর ।
 কমল ছকর কমল অধর কমলময় শরীর ॥
 কমলকোরক কদম্বনিন্দক সুধার কলস কুচ ।
 করি অরি মাজে জিনি করিরাজে কুম্ভযুগচারু উচ ॥
 সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ ।
 লাক্ষার কাঁচুলী চমকে বিজুলী বসন লক্ষ্মীবিলাস ॥
 রূপ গুণ জ্ঞান যত যত স্থান তুমি সকলের শোভা ।
 সদা ভুঞ্জে সুখ নাহি জানে দুখ যে তব ভকতিলোভা ॥
 সদা পায় দুখ নাহি জানে সুখ তুমি হও যারে বাম ।
 সবে মন্দ কর নাম নাহি লয় লক্ষ্মীছাড়া তার নাম ॥

তব নাম লয়ে লক্ষ্মীপতি হয়ে ত্রিলোক পালেন হরি ।
 যাদোগনেশ্বর হৈলা রত্নাকর তোমায়ে উদরে ধরি ॥
 যে আছে সৃষ্টিতে নাম উচ্চারিতে প্রথমে তোমার নাম
 তোমার কুপায় অনায়াসে পায় ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥
 উর মহামায়া দেহ পদছায়া ভারতের স্তুতি লয়ে ।
 কৃষ্ণচন্দ্র বাসে থাক সদা হাসে রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে ॥

— — —

সরস্বতী বন্দনা ।

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি

বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি ।

শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস

শ্বেতসরসিজনিবাসিনি ॥

বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র

হৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী ।

গন্ধর্ব্ব অঙ্গরগণ সেবা করে অনুক্ষণ

ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥

আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ

চারি বেদ আচার পুরাণ ।

ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত

তুমি দেবী প্রকৃতিপ্রধান ॥

ছত্রিস রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে

অনুরাগ যে সব রাগিণী ।

সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্ছনা একুশ নাম

শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী ॥

সরস্বতীবন্দনা ।

৯

তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল

তোমা হৈতে সকল নির্ণয় ।

যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে

কাহার শক্তি কথা কয় ॥

তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে

ধিক ধিক তাহার জীবন ।

তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে

গুণিগণে তাহার গণন ॥

দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া

পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল ।

আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর

দূর কর কুজ্ঞান সকল ॥

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি

করিলাম আরম্ভ সহসা ।

মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়

ভারতের ভারতী ভরসা ॥

— — —

অন্নপূর্ণাবন্দনা ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া

কোটি কোটি করি এ প্রণাম ।

আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর

শুন আপনার গুণগ্রাম ॥

কৃপাবলোকন কর ভক্তের ছরিত হর

দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ ।

তুমি দেবী পরাংপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা

অন্নপূর্ণা অন্ন কর পূর্ণ ॥

রক্তসরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি

পদতলে নব রবি দেখা ।

রক্তজবাপ্রভাহর অতিমনোহরতর

ধ্বজ বজ্রাক্ষুশ উদ্ধরেখা ॥

কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু

নিরুপম নিতম্বে কিস্কিনী ।

শোভে নিরুপম বাস দশ দিশ পরকাশ

ত্রিভুবনমোহন কারিণী ॥

কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর

উচ্চ কুচ সুধার কলশ ।

কণ্ঠ কষুরাজ রাজে নানা অলঙ্কার সাজে

প্রকাশে ভুবন চতুর্দশ ॥

কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ভ হর

অঙ্গুলী চম্পকচারুদল ।

কণিরাজফণমণি কঙ্কণের কণকণি

নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥

বাম করতলে ধরি কারণ অমৃত ভরি

পানপাত্র রতননির্মিত ।

রত্ন হাতা ডানি হাতে সমুত পলাশ তাতে

কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥

চর্ক্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়

বিবিধ বিলাসে পরশিয়া ।

ভূজাইয়া কুন্তিবাস মধুর মধুর হাস

মহেশের নাচন দেখিয়া ॥

দেবতা অসুর রক্ষ অঙ্গুর কিন্নর যক্ষ

সবে ভোগ করে নানা রস ।

গন্ধর্ব্ব ভূজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর

নব গ্রহ দিকপাল দশ ॥

জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর

মণিময় মুকুট মাথায় ।

ললিত কবরী ভার তাহে মালতীর হার

ভ্রমর ভ্রমরী কল গায় ॥

বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ

চৌদিকে বেড়িয়া করে গান ।

আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ

তুমি দেবী পুরুষপ্রধান ॥

ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণ গান

নায়কের পূর্ণ কর আশ ।

রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর

গায়কের কণ্ঠে কর বাস ॥

স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে

কহিল। মঙ্গল রচিবারে ।

সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি

পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥

বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে

নিজ গুণে হবে বরদায় ।

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

— — —

গ্রন্থসূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা ।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা ॥
অনাদ্যা অনন্তা অশ্বা অশ্বিকা অজয়া ।
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যায়া ॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব ।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণামহোৎসব ॥
সুজা খাঁ নবাবসুত সর্ফরাজ খাঁ ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়ঁ ।
ছিল আলিবর্দিখাঁ নবাব পাটনায় ।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব ।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব ॥
কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল ।
তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল ॥
কটকে হইল আলিবর্দির আমল ।
ভাইপো সৌলদজঙ্গ দিলেন দখল ॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে ।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥
লুচি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক ।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥

উত্তরিল কটকে হইয়া ভরাপর ।
 যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
 ভাইপো! সৌলদজঙ্গ খালাস করিয়া ।
 উড়িয়া করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া ॥
 বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম ।
 আসিয়া ভুবনেশ্ববে করিলেক ধুম ॥
 ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান ।
 দুর্গা সহ শিবের সর্বদা অধিষ্ঠান ॥
 ছুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল ।
 দেখিয়া নন্দির মনে ক্রোধ উপজিল ॥
 মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল ।
 করিল যবন সব সমূল নির্মূল ॥
 নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে ।
 বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে ॥
 অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর ।
 না ছাড় সংহার শূল সংহর সংহর ॥
 আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায় ।
 আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায় ॥
 সেই আসি যবনের করিবে দমন ।
 শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল স্বপ্ন ॥
 স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত ।
 পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥
 বর্গি মহারাক্ষ আর সৌরাক্ষ প্রভৃতি ।
 আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি অকৃতি ॥

লুচি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল ।
 গঙ্গা পার হৈল বাঙ্গি নৌকার জাঙ্গাল ॥
 কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি ।
 লুচিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥
 পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল ।
 কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥
 লুচিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী ।
 সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী ॥
 নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
 বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥
 নদিয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি ।
 কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি ॥
 প্রতাপতপনে কীর্তিপদ্য বিকাসিয়া ।
 রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥
 রাজা রাজচক্রবর্তী ঋষি ঋষিরাজ ।
 ইন্দ্রের সমাজ সম যাহার সমাজ ॥
 কাশীতে বাঙ্কিলা জ্ঞানবাপার সোপান ।
 উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান ॥
 দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায় ।
 এহ পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায় ॥
 মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায় ।
 নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥
 লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ ।
 সাজোয়াল হইল সূজন সর্বভক্ষ ॥

বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সূজন ।
 নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥
 বদ্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে ।
 কত শত্রু কতমতে লাগিল বিবাদে ॥
 দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর ।
 বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর ॥
 চৌত্রিশ অঙ্করে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব ।
 অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া ।
 স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥
 শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয় ।
 এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ॥
 আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ ।
 কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥
 চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।
 করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায় ॥
 সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায় ।
 মহাকবি মহাতত্ত্ব আমার দয়ায় ॥
 তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও ।
 রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥
 আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে ।
 অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥
 সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥

সেই আজ্ঞা মত কবি রায়গুণাকর ।
অন্নদা মঙ্গল কহে নবরসতর ॥

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ।

নিবেদনে অবধান কর সভাজন ।
রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা ত্রাস বৃদ্ধি তায় ।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষটি কলায় ॥
পদ্মিনী মূদয়ে আঁখি চন্দ্রে দেখিলে ।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল ।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল ॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয় ।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সূজন ।
পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায় ।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হরঅবতার ।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশআকার ॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই ।
ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই ॥
দ্বিতীয়পক্ষের যুবরাজ রাজকায় ।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায় ॥

জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম ।
 সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥
 শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি ।
 আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকূলে পালটি ॥
 রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম ।
 মুখটি অনন্তরাম চউ বলরাম ॥
 বলরামচউসুত ভাগিনা রাজার ।
 সদাশিব রায় নাম শিব অবতার ॥
 দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখ্যের সুত ।
 রায় চন্দ্রশেখর অশেষগুণযুত ॥
 ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম ।
 বাঁড়ুরি গোকুল কুপারাম দয়ারাম ॥
 মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার ।
 পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্কঅলঙ্কার ॥
 ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি ।
 তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি ॥
 ভূপতির পিসার জামাই তিনজন ।
 কৃষ্ণানন্দ মুখ্য্য পরম যশোধন ॥
 মুখ্য্য আনন্দিরাম কুলের আগর ।
 মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর ॥
 প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায় ।
 শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায় ॥
 কালিদাসসিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ ।
 কন্দর্পসিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ ॥

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড় ।
 মুক্তিরাম মুখয়া গোবিন্দভক্ত দড় ॥
 গণক বাঁড়ুয়া অনুকূল বাচস্পতি ।
 আর যত গণক গণিতে কি শকতি ॥
 বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায় ।
 জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যায় ॥
 অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ ।
 হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥
 চক্রবর্তী গোপাল দেয়ান সহবতি ।
 রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি ॥
 কিস্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান ।
 তার ভাই গোবিন্দলাহিড়ী গুণবান ॥
 কালোয়াত গায়ন বিশ্রামখাঁ প্রভৃতি ।
 মৃদঙ্গী সমজ খেল কিস্কর আকৃতি ॥
 নর্তকপ্রধান শেরমামুদ সভায় ।
 মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥
 ঘড়িয়াল কার্তিক প্রভৃতি কত জন ।
 চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন ॥
 সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর ।
 জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর ॥
 ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম ।
 মুজঃফর হুশেন মোগল কর্ণসম ॥
 হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত ।
 তগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত ॥

যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত ।
 ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা শত শত ॥
 কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান ।
 তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান ॥
 আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায় ।
 দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায় ॥
 বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম ।
 ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম ॥
 দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ ।
 আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ ॥
 রত্নগজ আদি গজ দিগগজ সম্ভার্য ।
 উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ।
 হাবসী ইগামবক্স হাবসী প্রধান ।
 হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান ॥
 অধিকার রাজার চৌরাসী পরগণা ।
 খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥
 রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ ।
 পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥
 দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার ।
 পূর্ব সীমা খুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার ॥
 করমানী মহারাজ মনসবদার ।
 সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥
 কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ ।
 পাতসাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ ॥

ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
 সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল ॥
 দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
 ধর্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে ॥
 সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
 প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা ॥
 কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
 ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া ॥
 অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
 স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে ॥
 অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
 তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
 মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে ॥
 ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
 কেমনে রচিব গীত এ কি বিপরীত ॥
 অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
 আমার কুপার বলে বোবা কথা কয় ॥
 গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কুপা সাক্ষী পাবে।
 যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে ॥
 এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
 সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা ॥

গীতারস্ত্র ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাহার মায়া
পরাংপরা পরমা প্রকৃতি ।

অনির্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়আকৃতি ॥

অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি ।

কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি স্মৃতি ॥

বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা ।

প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গন্ত্বে প্রসব হইলা ॥

শুণ সত্ত্বতমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ ।

শুনি বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ ॥

তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে ।

পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥

পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা ।

পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥

বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া ।

শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥

দেখিয়া শিবের কন্ম তাহাতে বসিল মন্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা ।

পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥

বিধির মানস সূত দক্ষ মুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্মজায়া ।

তার গন্ত্রে সতী নাম অশেষ মঙ্গল ধাম
জনম লভিলা মহামায়া ॥

নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী ।

শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি ॥

সদা শিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে ।

দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে ॥

আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে ।

যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে ॥

— — —
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্দেশ্যে ।

কালীরূপে কত শত পরাংপরা গো ॥
অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো ॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো ॥
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্ত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো ॥
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে ।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম ।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা ।
শবারুঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥

গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।
 গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
 আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ ।
 দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান ॥
 লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে ।
 ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
 দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ ।
 তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
 নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা ।
 সর্পবাক্ষা উর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা ॥
 অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচ খানি শোভিত কপাল ।
 ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
 নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর ।
 চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥
 দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি ।
 রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥
 রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর ।
 চারি হাতে শোভে পাশাক্ষুশ ধনুঃশর ॥
 বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ ।
 পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ ॥ ৩ ॥
 দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা ।
 হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ॥
 রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অযুজ ।
 পাশাক্ষুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥

ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল ।
 মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥
 দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে ।
 তৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥
 রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা কমলআসনা ।
 মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা ॥
 অক্ষমালা পুখী বরাভয় চারি কর ।
 ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥ ৫ ॥
 দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত ।
 ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত ॥
 বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাজে ।
 তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥
 বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি ।
 কোকনদবরণা দ্বিতুজা দিগম্বরী ॥
 নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে ।
 খড়্গ কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
 কণ্ঠ তৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার ।
 এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার ॥
 দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী ।
 দুই ধারা পিয়ে তারা শবআরোহিনী ॥
 চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন ।
 অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥
 দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল লোচন ।
 ধমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥

অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
 কাকধ্বজরথাকুড়া ধূমের বরণ ॥
 বিস্তারবদনা কুশা ক্ষুধায় আকুলা।
 এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥
 ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
 হইয়া বগলামুখা সতী দেখা দিলা ॥
 রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মধ্য স্থিত।
 পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥
 এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
 আর হস্তে মুদগর ধরিয়া উর্দ্ধ করি ॥
 চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
 ললাট মণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥
 দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
 পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
 রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্ত বস্ত্র পরি।
 চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
 ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে।
 চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
 মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
 মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
 দুই পদ্য বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
 চতুর্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
 রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥

ভারত কহিছে গাগো এই দশ রূপে ।
দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ॥

সতীর দক্ষালয়গমন ।

একি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া ॥
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া ॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া ॥
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া ॥
ইহ লোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া ॥
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদ ছায়া ॥

পলাইতে না পেয়ে ফাঁকর হৈলা হর ।
কহিতে লাগিলা কম্পমানকলেবর ॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয় ।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥
কালীমূর্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে ।
পূর্ব সর্ব জান কেন পাসরিলা এবে ॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে ।
প্রসবিলু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ॥
তিন জনে তোমরা কারণ জলে ছিলা ।
তপ তপ তপ বাক্য কহিলু শুনিল ॥
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে ।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে ॥

পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ ।
 বিধি হৈলা চতুর্মুখ ফিরি ফিরি মুখ ॥
 তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন ।
 প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিঅ ভজন ॥
 পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে ।
 সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে ॥
 এত শুনি শিবের হইল চমৎকার ।
 প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ॥
 লুকাইয়া দশ মূর্তি সতী হৈলা সতী ।
 গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূর্তি ॥
 মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায় ।
 যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥
 রথ আনি দিতে শিব কহিল নন্দিরে ।
 রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥
 প্রনুতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ ।
 কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন ॥
 আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ ।
 ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
 স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে ।
 শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥
 শিব করিবেন দক্ষ যজ্ঞ সহ নাশ ।
 তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস ॥
 জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায় ।
 জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥

মার বাক্যে মাতা কিছু আহা করিয়া ।

যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বর হইয়া ॥

কুম্ভবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে ।

শিবনিন্দা করিয়া সতীর আগে বলে ॥

ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে ।

নিন্দা ছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥

— — —

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ।

সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড় ।

কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥

মান অপমান সুস্থান কুস্থান অজ্ঞান জ্ঞান সমান ।

নাহি জানে ধর্ম নাহি মানে কর্ম চন্দনে ভস্মজ্যেয়ান ॥

যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে শ্মশানে স্বরগে সম ।

গরল খাইল তবু না মরিল ভাস্করের নাহি যম ॥

সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে পরলোকে নাহি ভয়

কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে সদা কদাচারময় ॥

কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ বেদাচারবহিস্কৃত ।

ক্ষত্রিয়কথন না হয় ঘটন জটা ভস্ম আদি ধূত ॥

যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয় নাহি কোন ব্যবসায় ।

শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা নাগের টৈপতা গলায় ॥

গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায় না করে অতিথিসেবা ।

সতী কি আমার গৃহিণী তাহার সন্ন্যাসি বলিবে কেবা ॥

বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে কৈলাস নামেতে ঘর !

ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী এ কি মহাপাপ হর ॥

সতী কি আমার বিদ্যুত আকার বাতুলের হৈল জায়া ।
 আমি অভাজন পরম ভাজন ঘটক নারদ ভায়া ॥
 আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি অন্ন বিনা হৈলা কালী
 তোমার কপাল পর বাঘছাল আমার রহিল গালি ॥
 শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি দধীচি অগস্ত্য আদি ।
 দক্ষে গালি দিয়া চলিল উঠিয়া শ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥
 তবু পাপ দক্ষ নিন্দিত কত লক্ষ সতী সম্বোধিয়া কহে ।
 তার মৃত্যু নাই তোঁর নাহি ঠাই আমার মরণ নহে ॥
 মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে ছি ছি এ কি দশা তোঁর
 আমি মহারাজ তোঁর এইসাজ মাথা খেতে আলি মোর
 বিধবা যখন হইবি তখন অন্ন বস্ত্র তোঁরে দিব ।
 সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে তার মুখ না দেখিব ॥
 শিবনিন্দা শুনি মহাছুঃখ গুণি কহিতে লাগিল সতী ।
 শিবনিন্দা কর কি শক্তি ধর কেন বাপা হেন মতি ॥
 যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে কি কহিব তুমি বাপ
 তব অঙ্গজন্ম তেজিব এ তনু তবে যাবে মোর পাপ ॥
 তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয় মোর যেতে আছে ঠাই
 কর্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল তোঁর রক্ষা আর নাই ॥
 যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর সে মুখ হবে ছাগল ।
 এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া উত্তরিল হিমাচল ॥
 হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি মেনকা তাহার জায়া
 পূর্বতপবরে তাহার উদরে জনমিলা মহামায়া ॥
 সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহা রাগে সত্বরে গেল কৈলাসে
 শূন্য রথ লয়ে শোকাফুল হয়ে নিবেদিল কৃতিবাসে ॥

শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর বিস্তর কৈলা রোদন ।
 লয়ে নিজগণ করিলা গমন করিতে দক্ষ দমন ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষগুণসাগর ।
 তাঁর অভিমত রচিলা ভারত কবিরায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালয়যাত্রা ।

মহারুদ্ধরূপে মহাদেব সাজে ।
 ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
 লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ গঙ্গা ।
 ছলচ্ছল্ টলটল্ কলকল্ তরঙ্গা ॥
 ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ গাজে ।
 দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
 ধকধক্ ধকধক্ জ্বলে বহ্নি ভালে ।
 ববম্ভম্ ববম্ভম্ মহাশব্দ গালে ॥
 দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা ।
 কটী কট্ সদ্যোমরা হস্তিছালা ॥
 পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে ।
 মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
 ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে ।
 উলঙ্গী উলঙ্গৈ পিশাচী পিশাচে ॥
 সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা ।
 হুহুঙ্কার হাকে উড়ে সর্পবাণা ॥
 চলে তৈরবা তৈরবী নন্দি ভূঙ্গী ।
 মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশূঙ্গী ॥

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।
 চলে শাখিনী পেতিনী মুক্তকেশে ॥
 গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে ।
 কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
 অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।
 অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
 ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।
 সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞনাশ ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে ।
 যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অটু অটু হাসিছে ॥
 প্রেতভাগ সানুরাগ ঝল্ল ঝল্ল ঝাঁপিছে ।
 ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ লোক কাঁপিছে ॥
 সৈন্যসূত মন্ত্রপুত দক্ষ দেয় আহুতি ।
 জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি ॥
 বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া ।
 যাও যাও হুঁদিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া ॥
 সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নিবৃতি ।
 দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥
 রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া ।
 ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া ॥
 ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল ।
 পুষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥

বিপ্র সর্ক দেখি পর্ক ভোজ্য বস্ত্র সারিছে ।
 ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে ॥
 ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে ।
 হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥
 যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে ।
 উদ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥
 মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে ।
 হুপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ বাঁকিছে ॥
 অউ অউ ঘউ ঘউ ঘোর হাস হাসিছে ।
 হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে ॥
 উদ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে ।
 লম্পা বাম্পা ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে ॥
 অগ্নি জালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে ।
 ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥
 হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পুরি পুরি মূতিছে ।
 পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পূতিছে ॥
 রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্কুলিঙ্গ ছুটিছে ।
 হুল থুল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥
 মৌন তুণ্ড হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে ।
 কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ড আনিছে ॥
 মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে ।
 ভারতের তুণ্ডকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন ।

— — —

শিবনাম বল রে জীব বদনে ।

যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে ॥

শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে

দমন করিব সুখে শমনে ॥

শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব

জীব শিব হয় শিবসেবনে ॥

শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই

শিব নিজপদ দেই সে জনে ॥

কাতরে করুণা কর পাপ তাপ সব হর

ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায় ।

প্রসূতি বাঁচিল। মাত্র সতীর কুপায় ॥

বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিল।

দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইল। ॥

অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর ।

দক্ষবাসে শিব পাশে আইল। সত্বর ॥

সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া ।

প্রসূতি শিবের কাছে আইল। কান্দিয়া ॥

গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ ।

শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ ॥

দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয় ।

প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয় ॥

বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী ।
 অসীম মহিমা জানে কাহার শক্তি ॥
 আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই ।
 সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই ॥
 বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ় ।
 সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ় ॥
 আপনি বিচার কর পরিহর রোষ ।
 দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ ॥
 যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল ।
 যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল ॥
 কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি ।
 ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী ॥
 সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার ।
 তথাপি বিধবা দশা হইল আমার ॥
 ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি ।
 তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি ॥
 তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয় ।
 আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময় ॥
 প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা ।
 রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা ॥
 ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায় ।
 উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায় ॥
 দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূত গণ ।
 প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন ॥

বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া যন্ত্রণা ।
 কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥
 স্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব ।
 ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব ॥
 অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ ।
 রূপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥
 শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া ।
 কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ॥
 নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ ।
 ছাগ মুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ ॥
 শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয় ।
 যেমন করিল কৰ্ম উপযুক্ত হয় ॥
 শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া ।
 মুণ্ড আনি দক্ষস্বন্ধে দিলেক অঁটিয়া ॥
 মিলন হইল ভাল হর দিলা বর ।
 শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর ॥
 তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর ।
 তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ॥
 তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও ।
 পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও ॥
 নিরাকার নিগুণ নিঃসীম নিরূপম ।
 না জানি করিলু নিন্দা অপরাধ ক্ষম ॥
 বন্দিবার ফলে হৈল পূর্বের সকল ।
 নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥

বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।

যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া ॥

যজ্ঞস্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর।

বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর ॥

শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।

গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥

বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।

সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর ॥

তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।

কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥

যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।

মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির ॥

করিয়া একান খণ্ড কাটিলা কেশব।

বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব ॥

একমত না হয় পুরাণমত যত।

আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমত ॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণি ঈশ্বর।

রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

পীঠমালা।

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে ॥

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নরনারীকলেবরে ॥

গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে দোহে নানা খেলা করে ॥

উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে ॥

চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহরূপে চরে ॥

অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া এ কি করে চরাচরে ॥

পাইয়াছে টের কি করে এ ফের কবি রায় গুণাকরে ॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধু ফেলিল কেশব ।

দেবতা কোউবী ভীমলোচন ভৈরব ॥ ১ ॥

শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব ।

মহিষমর্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব ॥ ২ ॥

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা ।

ত্রাসক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥ ৩ ॥

জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব ।

দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব ॥ ৪ ॥

ভৈরবপর্কতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায় ।

নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ॥ ৫ ॥

প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে ।

বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে ॥ ৬ ॥

জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম ।

বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম ॥ ৭ ॥

গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ডখানি ।

বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বনাথকা ভবানী ॥ ৮ ॥

গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায় ।

চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥ ৯ ॥

উর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম ।

সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥ ১০ ॥

পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার ।
 মহারুদ্র তৈরব বারাহী দেবী তার ॥ ১১ ॥
 করতোয়া তটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর ।
 বামেশ তৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥ ১২ ॥
 ক্রীপক্ৰতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি ।
 তৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ॥ ১৩ ॥
 কেশজালনাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ ।
 উমা নামে দেবী তাহে তৈরব ভূতেশ ॥ ১৪ ॥
 কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট সুরূপ ।
 ভুবনেশী দেবতা তৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫ ॥
 ক্রীহটে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী ।
 সৰ্বানন্দ তৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬ ॥
 কশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায় ।
 ত্রিসঙ্ক্যঈশ্বর নাম তৈরব তথায় ॥ ১৭ ॥
 রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম ।
 কুমার তৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮ ॥
 মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী ।
 মহোদর তৈরব সৰ্বার্থ যারে সেবি ॥ ১৯ ॥
 চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব ।
 ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর তৈরব ॥ ২০ ॥
 আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে ।
 দেবী দাক্ষায়ণী হর তৈরব বিহরে ॥ ২১ ॥
 উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী ।
 তৈরব কপিলাশ্বর শুভ যারে সেবি ॥ ২২ ॥

মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার ।
 স্থানু নামে তৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩ ॥
 প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস ।
 তাহাতে তৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥ ২৪ ইং ৩৩ ॥
 বাহুলায় বাম বাহু ফেলিল কেশব ।
 বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক তৈরব ॥ ৩৪ ॥
 মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম ।
 সর্কানন্দ তৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥ ৩৫ ॥
 জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন ।
 ত্রিপুরমালিনী দেবী তৈরব ভীষণ ॥ ৩৬ ॥
 আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে ।
 শিবানী দেবতা চণ্ড তৈরব সেখানে ॥ ৩৭ ॥
 বৈদ্যনাথে হৃদয় তৈরব বৈদ্যনাথ ।
 দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব সিদ্ধি সাথ ॥ ৩৮ ॥
 উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ বাহা সেবি ।
 জয় নামে তৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥ ৩৯ ॥
 কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম ।
 দেবগর্ভা দেবতা তৈরব রুরু নাম ॥ ৪০ ॥
 নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাহার ।
 অসিতাঙ্গ তৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥ ৪১ ॥
 নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নন্দদায় ।
 ভদ্রসেন তৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥ ৪২ ॥
 মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায় ।
 রাবানন্দ তৈরব কামাখ্যা দেবী তায় ॥ ৪৩ ॥

নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী তৈরব ।

দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪ ॥

জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব ।

জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীপ্তর তৈরব ॥ ৪৫ ॥

দক্ষিণ চরণ খানি পড়ে ত্রিপুরায় ।

নল নামে তৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥ ৪৬ ॥

ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব ।

যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক তৈরব ॥ ৪৭ ॥

কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলী ডানি পার ।

নকুলেশ তৈরব কালিকা দেবী তার ॥ ৪৮ ॥

কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুহফ অনুভব ।

বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত তৈরব ॥ ৪৯ ॥

বিভাসেতে বাম গুহফ ফেলিলা কেশব ।

ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী তৈরব ॥ ৫০ ॥

তিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর ।

অমরী দেবতা তাহে তৈরব অমর ॥ ৫১ ॥

শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান ।

হিমালয় পর্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥

কৃষ্ণচন্দ্র আজায় ভারতচন্দ্র গায় ।

হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি শুক্রবারের প্রথম নিশাপালা ।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা ।

উমা দয়া কর গো । বিষম শমনভয় হর গো ॥

পাপেতে জড়িতমতি কাতর হয়েছি অতি

পতিতপাবনী নাম ধর গো ॥

মা বলিয়া ডাকি ঘন গুনিয়া না দেহ মন

গুহ গজাননে বুঝি ডর গো ॥

তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা

নানাক্রুপে চরাচরে চর গো ॥

রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ

তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো ॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর ।

মন্ত্রণা করিল লয়ে যতেক অমর ॥

ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব ।

শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব ॥

নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব ।

মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥

হইল আকাশ বাণী সকলে গুনিল ।

মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিল ॥

উ শব্দে বুঝি শিব মা শব্দে শ্রী তার ।

বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার ॥

তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ ।

তবে সে শরীর হবে সংসার নির্বাহ ॥

আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ ।

নারদেরে ডাকিয়া কহিল হৃষীকেশ ॥

ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও ।
 উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটানো ॥
 একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ ।
 শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
 জনকের জননীর দেখিব চরণ ।
 আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
 মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান ।
 ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

— — —

নারদের গান ।

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
 শৈলসুতে করুণানিকরে ॥
 জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
 দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
 জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
 খর্পরধারিনি শূলধরে ॥
 জয় চণ্ডি দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করি
 কৌষিকি ভারতভীতিহরে ॥

— — —

শিববিবাহের সম্বন্ধ ।

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া ।
 উত্তরিল হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥
 দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঞ্জে ।
 চৌষটি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥

মৃত্তিকার হর গৌরী পুতুলি গড়িয়া ।
 সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥
 দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার ।
 এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার ॥
 দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম ।
 আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরি নাম ॥
 অতীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে ।
 নারদে কহিলা দেবী গর্জিত ভৎসনে ॥
 শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয় ।
 আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয় ॥
 অল্লায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে ।
 দেখিয়া এমন কৰ্ম করিলা কেমনে ॥
 মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে ।
 তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমাতে ॥
 আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি ।
 ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী ॥
 নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে ।
 পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমাতে ॥
 আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত ।
 ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত ॥
 বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে ।
 কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধৈয়ে ॥
 আন্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে ।
 ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে ॥

সখী মেলি খেলিছু বাহির বাড়ি গিয়া ।

ধূলা ঘরে দিতেছিছু পুতুলের বিয়া ॥

কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন ।

প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥

নিষেধ করিছু তারে প্রণাম করিতে ।

কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥

ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান ।

বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥

ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া ।

দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥

শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ ।

সম্মুখে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ ॥

হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে ।

সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে ॥

নারদ কহেন শুন শুন হিমালয় ।

কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয় ॥

এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে ।

অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে ॥

বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা ।

শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা ॥

হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে ।

ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে ॥

নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি ।

জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি ॥

হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায় ।

লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায় ॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।

রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

— — —

শিবের ধ্যানভঞ্জে কামভঙ্গ ।

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্বন্ধ আইলা নারদ মুনি ।

কমললোচন আদি দেবগণ পরম আনন্দ শুনি ॥

সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া বিস্তর করিলা স্তব ।

নাহি ভাঞ্জে ধ্যান দেখি চিন্তাবান হইলা বিধি কেশব ॥

মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া সুরপতি দিলা পান ।

সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায় পুষ্পশরাসন হাতে ।

সমুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত কোকিল ভ্রমর সাতে ॥

মলয়পবন বহে ঘন ঘন শীতল সুগন্ধ মন্দ ।

তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন জগতে লাগিল ধন্দ ॥

যত দেবগণ হৈলা অদর্শন হরের ক্রোধের ভয় ।

পূর্ব নিযোজন নিকট মরণ মদন সমুখে রয় ॥

আকর্ণ পুরিয়া সন্ধান করিয়া সম্মোহন বাণ লয়ে ।

ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি অনলে পতঙ্গ হয়ে ॥

কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান যে করে কামের শর ।

সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ নয়ন মিলিলা হর ॥

কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি বাস্তব নেহালেন চারি পাশে ।

সমুখে মদন হাতে শরাসন মুচকি মুচকি হাসে ॥

দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে অটল অচল টলে ।
 ললাটলোচন হৈতে হুতাশন ধক ধক ধক জ্বলে ॥
 মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায় ত্রিভুবন পরকাশি ।
 চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া করিল ভস্মের রাশি ॥
 মরিল মদন তবু পঞ্চানন মোহিত তাহার বাণে ।
 বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া ফিরেন সকল স্থানে ॥
 কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর কিন্নরী দেবি সকল ।
 যায় পলাইয়া পশ্চাতে তাড়িয়া ফিরেন শিব চঞ্চল ॥
 মনে মনে হাসি হেন কালে আসি নারদ হৈলা সমুখ ।
 নারদে দেখিয়া সলজ্জ হইয়া হর হৈলা হেটমুখ ॥
 খুড়া খুড়া কয়ে দণ্ডবত হয়ে কহিছে নারদ হাসি ।
 দক্ষ গৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি জনমিলা সতী আসি ॥
 বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া আনন্দে কর বিহার ।
 শুনি শিব কন ওরে বাছাধন ঘটক হও তাহার ॥
 মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত বর হয়ে কবে যাবা ।
 কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর আজি চল মোর বাবা ॥
 শুনি মুনি কয় এমন কি হয় সৰ্ব্ব দেব গণে কহ ।
 প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া দিন দুই স্থির রহ ॥
 শান্ত হৈলা হর যতেক অমর এলা যথা পশুপতি ।
 কামের মরণ করিয়া শ্রবণ কান্দিয়া আইলা রতি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষ গুণ সাগর ।
 তাঁর অভিমত রচিলা ভারত কবি রায় গুণাকর ॥

রতিবিলাপ ।

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তঙ্গে ।

কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥

আলু খালু কেশ বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পুরিল হাহাকার ।

কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি অঁধার ॥

তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ ।

প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান ॥

যথা যথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা ।

মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিলু মিছা খেলা ॥

না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী ।

আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥

আহা আহা হরি হরি উছ উছ মরি মরি
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই ।

হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান

এখন দেখিতে আর নাই ॥

শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম

বামদেব আমার কপালে ।

যার দৃষ্টি মৃত্যু হরে তার দৃষ্টি প্রভু মরে

এমন না দেখি কোন কালে ॥

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে

না জানি বাড়িল কিবা গুণ ।

একের কপালে রয়ে আরের কপাল দহে

আগুনের কপালে আগুন ॥

অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি

মদন মরিলে মৈল রতি ।

এ দুঃখে হইতে পার উপায় না দেখি আর

মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥

অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান

আগে যারে পথ দেখাইয়া ।

চরণ রাজীবরাজে মনঃশিলা পাছে বাজে

হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥

অরে রে মলয়বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত

মরে যারে ভমরা কোকিলা ।

বসন্ত অল্লায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও

প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥

কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ

সিদ্ধ কৈলা আপনার কন্ম ।

অগ্নি কুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি

অন্তকালে কর এই ধর্ম ॥

বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত

কত তাপ তপনের তাপে ।

ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়

এই ফল বিরহির শাপে ॥

রতির প্রতি দৈববাণী ।

অগ্নি কুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায় ।

হইল আকাশবাণী শুনিলারে পায় ॥

শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন ।

শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন ॥

ছাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ।

কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার ॥

রুক্মিণীকে লইবেন বিবাহ করিয়া ।

তার গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া ॥

শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জয় ।

মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন ॥

দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে ।

লুকাইয়া এই রূপ মায়াবতী নামে ॥

কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন ।

জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন ॥

শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয় ।

মায়া করি দ্বারকায় যাবে ছরাশয় ॥

মোহনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে ।
 হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ॥
 মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া ।
 না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া ॥
 সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে ।
 ভেট লয়ে দিবেক শব্বর মহীপালে ॥
 কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমাতে ।
 তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে ॥
 পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ ।
 মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত ॥
 শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ ।
 শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ॥
 শব্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে ।
 কহিলু উপায় এইরূপে পতি পাবে ॥
 শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া ।
 নিবায় অনল কুণ্ড রোদন ত্যজিয়া ॥
 কামের উদ্দেশে চলে শব্বরের দেশ ।
 বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ ॥
 শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ যাত্রা ।

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ সবে হৈলা যত্নবান ।
 পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্যোষে ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান ।

নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে চলিলা যত অমর ।
 অঙ্গুর নাচিছে কিম্বর গাইছে পুলকিত মহেশ্বর ॥
 ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত বরকর্ত্তা নারায়ণ ।
 ইন্দ্রের শাসনে মরুত ভুবনে চলে যত রাজগণ ॥
 কুবের ভাণ্ডারি যক্ষগণ ভারি নানা আয়োজন সাজি ।
 বায়ু করি বল আপনি অনল হইলা আতস বাজি ॥
 নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া সাজাইতে গেলা বর ।
 বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর নারদ কহে তৎপর ॥
 জটাজুটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া মুকুটে কি দিবে শোভা ।
 কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায় কন্যার মা হবে লোভা ॥
 কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে ঘন করে মাখ ছাই ।
 কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে হেন বর কোথা পাই ॥
 ফুলমালা যত শোভা দিবে কত যে শোভা মুণ্ডের মালে ।
 কাপড়ে কি শোভা জগমনলোভা যে শোভা বাঘের ছালে
 রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার যে বুড়া বলদ আছে ।
 তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ আমি মেনকার কাছে ॥
 অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া ধুতুরা খাইতে হবে ।
 বাবত বিবাহ না হবে নির্বাহ উপবাস তবে হবে ॥
 এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া হর লয়ে মুনি যায় ।
 প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন আন্ধার কৈল ধূলায় ॥
 ঝুপ ঝুপ ঝাপ ছুপ ছুপ দাপ লক্ষ ঝল্ল দিয়া চলে ।
 মহা ধূম ধাম হাঁকে হুম হাম জয় মহাদেব বলে ॥
 সহজে সবার বিকট আকার সহিতে না পারে আল ।
 থাবায় থাবায় মসাল নিবায় আন্ধারে শোভিল ভাল ॥

করতালী দিয়া বেড়ায় নাচিয়া হাসে হিহি হিহি হিহি ।
 দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি লক লক লক জিহি ॥
 করে চড়াচড়ি খায় রড়ারড়ি কিলাকিলি গগুগোল ।
 কেকারে আছাড়ে কেকারেপাছাড়ে কে মানে কাহারবোল
 তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া কৈল প্রলয়ের ঝড় ।
 বরযাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড় ॥
 ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায় দেখিয়া আনন্দ হরে ।
 আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি গেলা হেমন্তের ঘরে ॥
 হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ বসি পুরোহিত সাথ ।
 বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া এলা বর ভূতনাথ ॥
 যত কন্যা যাত্র দেখিয়া সুপাত্র বলে এ কেমন বর ।
 বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে না সরে কার উত্তর ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায় অশেষ গুণসাগর ।
 তার অভিমত রচিলা ভারত কবি রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ ।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া ।

করবিলসিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥

লক লক ফণি জটবিরাজ তক তক তক রজনিরাজ
 ধক ধক ধক দহন সাজ বিমল চপল গঙ্গিয়া ।
 ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল ছলু ছলু ছলু যোগিনী বোল
 কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ।
 ভভম ভবম ববম ভাল ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
 রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল ভুঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া ।

সুরগণ কহে জয় মহেশ পুলকে পুরিল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥

সভামাঝে হিমালয় পূর্বমুখ হয়ে ।

বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥

উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন ।

পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥

হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান ।

সমুমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥

বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি ।

ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥

কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে ।

ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে ॥

ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া ।

গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া ॥

বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।

তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥

কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত ।

হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ॥

কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ ।

কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥

হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা ।

বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥

স্মরহর বর বরপিতা পুরহর ।

পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ॥

শিব গোত্র শম্ভু শর্ক শঙ্কর প্রবর ।
 শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর ॥
 এ রূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিল ।
 স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥
 কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে ।
 নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥
 গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া ।
 শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
 এয়োগণ সঙ্গ করি প্রদীপ ধরিয়া ।
 লইয়া নিছনীডালা ছলাছলি দিয়া ॥
 বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা ।
 পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
 গরুড় ছুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া ।
 মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
 বাঘ ছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর ।
 এয়ো গণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥
 মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা ।
 নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
 নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই ।
 মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
 দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায় ।
 শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
 লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ ।
 মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥

শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও ।
 কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥
 মেনকা নারদবাক্যে ছুনা মনোহুখে ।
 পলাইতে গোবিন্দের পড়িল সমুখে ॥
 দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায় ।
 আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
 ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয় ।
 হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
 ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্লয়ে ।
 হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
 বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ ।
 নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥
 ভারত কহিছে আর কি আছে আটক ।
 কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা ।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো ।
 বিয়ার বেলা এয়ার মাঝে টেঁহল দিগম্বর লো ॥
 উমার কেশ চামরছটা তামার শলা বুড়ার জটা
 তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো ।
 উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের লুড়া
 ছারকপালে ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো ॥
 উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
 কেমন করে ও না উমা করিবে বুড়ার ঘর লো ।

আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে ।

নখে নখ বাজায় নারদ মুনি হাসে ॥

কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী ।

আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি ॥

পাখা নাহি তরু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায় ।

কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥

সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র ।

দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥

আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব ।

মেয়ে গুলি মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥

বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া ।

এয়ো সূয়া এক ঠাই দেখ রে আসিয়া ॥

ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে ।

সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে ॥

এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায় ।

দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥

নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল ।

পরম্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥

এ বলে উহারে সহি ওটা বড় ঠেঁটা ।

আর জন বলে সহি এই বটে সেটা ॥

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা ।

আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥

সে বলে লো বটে বটে আগি বড় ঠেঁটা ।
 গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥
 তার সহি বলে থাক জানি লো উহারে ।
 পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে ॥
 ইহার হইয়া কহে উহার মকর ।
 গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥
 চারি মুখা রাজাটা বরের ভাই হেন ।
 তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন ॥
 সে বলে নাফানী আলো না জান আপনা ।
 চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা ॥
 এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি ।
 ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি ॥
 দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি ।
 হেটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্বতী ॥
 হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত ।
 হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত ॥
 ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে ।
 ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে ॥
 আহা মরি ও মা উমা সোণার পুতুল ।
 বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল ॥
 পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ ।
 বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥
 আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন ।
 বায়ে লড়ে ভাস্কর বেড়া বুড়ার দশন ॥

উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা ।
 বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গৌফ পাকা ॥
 কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন ।
 ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ ॥
 উমার গলায় জাতী মালতীর মাল ।
 বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা ॥
 বিচিত্র বসন উমা পরে কত বস্ত্রে ।
 বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে ॥
 উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে ।
 বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে ॥
 মিছনি করিতে গেহু লয়ে তৈল কুড় ।
 সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাঁচালে গরুড় ॥
 আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে ।
 কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে ॥
 আলো নিবাইলু সবে দারুণ লজ্জায় ।
 কপালে আগুন তার আলো করে তায় ॥
 আহা গরি বাছা উমা কি তপ করিলে ।
 সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে ॥
 বরষাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মূতে ।
 ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ভূতে ॥
 কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর ॥

শিবের মোহন বেশ ।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো ।

নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥

কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর ।

কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল অনলে জলে সৌসর ॥

ভালে সুধাকর গলে বিষভর সুধা বিষে বরাবর ।

ভারত কহিছে মোরে না সহিছে এ শিবে নিন্দে পামর ॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে ।

দক্ষেরে হইল মনে উমায়ে না সহে ॥

যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায় ।

এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায় ॥

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই ।

তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥

কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ ।

কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥

মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায় ।

মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥

জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণি মণি ।

বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য টৈপতা ফণি ॥

ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ ।

মুগ্ধ হৈল সর্বজন দেখিয়া সুছাঁদ ॥

হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই ।

মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই ॥

এই রূপে হরগৌরীবিবাহ হইল ।
 হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥
 কুতূহলে ছলছলি দেয় এয়োগণ ।
 ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন ॥
 কিস্কর করয়ে গান নাচয়ে অঙ্গুর ।
 অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥
 উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস ।
 বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস ॥
 নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল ।
 ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

সিদ্ধিঘোষটন ।

বড় আনন্দ উদয় ।
 বহু দিনে ভগবতী আইলা আনয় ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা রব মহামহোৎসব ত্রিভুবনে জয় জয় ॥
 নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ তাল মান লয় ॥
 যত চরাচর হরিষ অন্তর পরমআনন্দময় ॥
 রায় গুণাকর কহে পুটকর মোরে যেন দয়া হয় ॥
 উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ ।
 নন্দিরে কহেন কথা হাসি মৃদু মন্দ ॥
 শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত ।
 সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥

এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই ।
 বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥
 ফাঁফর হইল দেখ মুখে উড়ে ফেকো ।
 ভেতাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈল ভেকো ॥
 নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই ।
 আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥
 এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর ।
 সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥
 যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া ।
 ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥
 তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি ।
 আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥
 অন্ন করি সিদ্ধি লহ মন লক্ষ বার ।
 ধূতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥
 মহরী মরীচ লক্ষ প্রভৃতি মসলা ।
 অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥
 দুধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা ।
 দুধ কুমুদায় আজি হয়েছে বাসনা ॥
 ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত তৈরবাদি যত ।
 সকলে প্রসাদ পাবে ছোট তারি মত ॥
 শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে ।
 নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে ॥
 বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া ।
 ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া ॥

দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া ধরি ।
 ত্রিপুরমর্দন নাম মনে মনে স্মরি ॥
 তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক ।
 ঘঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক ॥
 রাশি রাশি তাল তাল পর্ততপ্রমাণ ।
 গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥
 সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে ।
 বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে ॥
 হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল ।
 ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল ॥



সিদ্ধি ভঞ্জন ।

মহাদেবের অঁখি ঢুলু ঢুল ।
 সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল ॥
 নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
 লট পট জটাজুট গঙ্গা ছল খুল ॥
 খসিল বাঘের ছাল আলু খালু হাড়মাল
 ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥
 হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
 ন ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন নকুল ॥
 ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
 ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল ॥
 সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায় ।
 বেতাল তৈরব গণ নাচিয়া বেড়ায় ॥

সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন ।
 বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥
 অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে ।
 ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে ॥
 ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ ।
 একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ ॥
 হৃদয়ার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া ।
 আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ॥
 নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে ।
 ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥
 তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত ।
 মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত ॥
 হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই ।
 বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥
 অসম্ভা মেলানী ভার নকুলে উড়িল ।
 সহচর গণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥
 শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও ।
 সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও ॥
 সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত ।
 সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥
 আক্তামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা ।
 নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥
 ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ ।
 অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ ॥

এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী ।
 জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥
 আমরা নকুল করি এমন কি আছে ।
 তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব ।
 তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব ॥
 আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাই ।
 যে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই ॥
 তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে ।
 ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥
 কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন ।
 আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন ॥
 মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ ।
 পুরিল মেলানীভার পূর্বের যেমন ॥
 দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকল ।
 খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহল ॥
 জয় জয় হর গৌরি বলিয়া বলিয়া ।
 নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

— — —
 হরগৌরীর কথোপকথন ।

আমারে ছাড়িও না । ভবানি ।

সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া শিলাময় হিয়া হইও না ।

এবারপাথারে ফেলিয়া আমারে দোষ বারেবারে লইও না
 শিশুগণ মিলি। যেন খেলা দিল। তেমন এখানে খেলিও না
 তবমায়াছান্দে বিশ্বপড়িকান্দে ভারতে একেরে ফেলিও না

আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা ।

বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিল। ॥

তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার ।

কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি ।

এত দিন ছিল। গিয়া হেমন্তের বাড়ি ॥

ভাগ্যে সে তোমার দেখা পান্ন আরবার ।

সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥

হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই ।

শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই ॥

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে ।

হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে ॥

হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয় ।

সোহাগে এমন কথা পুরুষের। কয় ॥

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন ।

পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন ॥

পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে ।

ভার সাক্ষী মৃতপতিসঙ্গে পুড়ে মরে ॥

পুরুষের। দেখ যদি নারী মরি যায় ।

অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা ।
 কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥
 শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম ।
 তোমার সহিত নহে এমন মরম ॥
 তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া ।
 দেখিয়াছি ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া ॥
 চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া ।
 মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া ॥
 অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে ।
 তৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে ॥
 তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া ।
 আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া ॥
 শুনিয়া কহেন দেবী সহাসবদনে ।
 সমভাবে দোহে এক হইবে কেমনে ॥
 পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ ।
 সমভাগে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুখ ॥
 দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত ।
 সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত ॥
 শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব সমাচার ॥
 এক মুখ দুই হাত আছিল আমার ॥
 উর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই ।
 দুই ভুজ উর্দ্ধ করি তোমাতে ধেয়াই ॥
 চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে ।
 চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥

চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত ।
 দিয়াছ আপনি পূর্বে নিন্দহ পশ্চাত ॥
 এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা ।
 সাক্ষি করি এক মুখ রুদ্ধাক্ষে রাখিলা ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান ।
 হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন ॥
 দুই জনে সহাস বদনে রসরঞ্জে ।
 হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঞ্জে ॥
 এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার ।
 গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥
 আভা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরনী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরগৌরী রূপ ।

কি এ নিরূপম শোভা মনোরম হরগৌরী একশরীরে ॥
 শ্বেতপীত কায় রাঙ্গা দুটি পায় নিছনি লইয়া মরি রে ॥
 আধ বাঘছাল তাল বিরাজে আধপটাস্বর সুন্দর সাজে
 আধ মণিময়কিঙ্কিনী বাজে আধ ফণিকণা ধরি রে ॥
 আধই হৃদয়ে হাড়ের গালা আধ মণিময়হার উজালা
 আধ গলে শোভে গরল কালা আধই সুধামাধুরি রে ॥
 এক হাতে শোভে ফণিভূষণ একহাতে শোভে মণিকঙ্কণ
 আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ আধই তাষূল পুরি রে ॥
 ভাজে ঢুলু ঢুলু এক লোটন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
 আধ ভালে হরিতাল সুশোভন আধই সিন্দূর পরি রে ॥

কপাল লোচন আধই আধে মিলন হইল বড়ই সাধে
 দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে হইল প্রণয় করি রে ॥
 দৌহার আধ আধ আধশশী শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
 আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে ॥
 এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
 আধ অঙ্গ শোভে বিভূতি ধবল আধই গন্ধকস্তুরী রে ॥
 ভারত কবি গুণাকর রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
 হরগৌরী বিয়া হইল সায় সবে বল হরি হরি রে ॥

ইতি শনিবারের নিশাপালা ।



কৈলাসবর্ণন ।

কৈলাস ভূধর অতিমনোহর কোটি শশি পরকাশ ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অঙ্গুর গণের বাস ॥
 রজনী বাসর মাস সংবৎসর দুই পক্ষ সাত বার ।
 তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ সুখ দুঃখ একাকার ॥
 তরু নানাজাতি লতা নানাভাতি ফলে ফুলে বিকসিত ।
 বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভূজঙ্গ নানা পশু সুশোভিত ॥
 অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে সিংহ সিংহনাদ করে ।
 কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে ॥
 মৃগ পালে পাল শাদ্দূল রাখাল কেশরী হস্তিরাখাল ।
 ময়ূর ভূজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
 সবে পিয়ে সুখা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা কেহ না হিংসয়ে কারে ।
 যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক সার অসারসংসারে ॥

সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম শত্রু মিত্র সমতুল ।
 জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই কেবল সুখের মূল ॥
 চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর কল্লতরু সারি সারি ।
 মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
 শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা দিগম্বরী দিগম্বর ।
 বিহার যে সব সে সব কি কব বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
 নন্দী দ্বারপাল তৈরব বেতাল কার্ত্তিকেয় গণপতি ।
 ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ গণিতে কার শক্তি ॥
 এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর গৌরীরে কহিলা হাসি ।
 ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন দয়া কর কাশীবাসি ॥

হরগৌরীর বিবাদসূচনা ।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে ॥
 বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥
 এ বড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্দ
 ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িলু প্রমাদে ॥
 ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
 অধর্ম্মে বিবিধ ভয় তবু তাই স্বাদে ॥
 মিছা দারা সূত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে
 যে রহে আপনা কয়ে সে মজে বিষাদে ॥
 সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
 ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে ॥
 শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি ।
 ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই ।
 সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
 সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে ।
 সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
 ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল ॥
 তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
 আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ ।
 কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
 নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি ।
 ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি ॥
 বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি ।
 গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
 সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায় ।
 রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
 কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর ।
 খাইতে না পান্ন কত পুরিয়া উদর ॥
 আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা ।
 কত মতে স্বামির সেবন করে তারা ॥
 অনির্ঝাহে নির্ঝাহ করয়ে কত দায় ।
 আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
 পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র ।
 স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
 এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্ছল ।
 ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীকন্দল ।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে । জয়া ।

এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥

আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই

কেবা বালাই ছাই মাখিবে ॥

দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি

কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥

বিষ পানে নাহি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়

উচিত कहিলে দন্দ বাড়িবে ॥

মা বাপ পাষণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া

ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।

ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ॥

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ।

আমি যদি কই তবে হবে গগুগোল ॥

হায় হায় কি कहিব বিধাতা পাষণ্ডী ।

চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোহধিক ।

বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি ।

রসনা কেবল কথাসিন্দুকের কুঁজি ॥

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া ।

কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন ।
 উঁহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥
 কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয় ।
 কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥
 অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই ।
 মোর আসিবার পূর্বকালি ধন কই ॥
 গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে ।
 গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
 বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়া ।
 বুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাডু ॥
 তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন ।
 তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥
 উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা ।
 কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
 বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান ।
 সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
 ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর ।
 তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
 ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায় ।
 উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥
 উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন ।
 সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
 করেছে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে ।
 তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥

শাঁখা শাড়ী সিন্দর চন্দন পান গুয়া ।
 নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাতুয়া ॥
 ভারত কহিছে মা গো কত বল আর ।
 শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার ॥

— — —

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ ।
 ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কুন্তিবাসে
 ক্ষুধানলে কলেবর দহে ।
 বেল হৈল অতিরিক্ত পিণ্ডে হৈল গলা তিক্ত
 বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥
 হেটমুখে পঞ্চানন নন্দিরে ডাকিয়া কন
 বৃষ আন যাইব ভিক্ষায় ।
 আন শিক্ষা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
 বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥
 আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
 যত গুলি ধুতুরার ফল ।
 থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
 জটায় আছয়ে গঙ্গাজল ॥
 ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
 অদ্যাবধি ছাড়িছু কৈলাস ।
 নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা
 তাহারে উচিত বনবাস ॥
 বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
 চাসবাস বাণিজ্যব্যাপার ।

সকলে নিগুণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়

নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই

কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া ।

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর

চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি

কি করিব একা ঘরে রয়ে ।

বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই

গণপতি কার্তিকেয় লয়ে ॥

যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন

নাহি ঘরে সদা খাই খাই ।

কি করে গৃহিণীপনে খন খন বান বানে

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাস

রাজসেবা কত খচ মচ ।

গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত

ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ ॥

হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন

হিমালয়ে চলিল অভয়া ।

ভারত বিনয়ে কয় এমন উচিত নয়

নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

জয়ার উপদেশ ।

কহে সখী জয়া শুনগো অভয়া এ কি কর ঠাকুরালি ।
 ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর খেয়াতি হবে কাঙ্গালি ॥
 মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি কি কর ছাবাল খেলা ।
 সুখমোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম সংসারসাগরভেলা ॥
 অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে দাঁড়াবে কাহার কাছে ।
 দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি রহিতে না দিবে নাছে
 জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে ভাজে দিবে সদা তাড়া ।
 বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সন্তাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া
 যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর বস অন্নপূর্ণা হয়ে ।
 কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর জগতের অন্ন লয়ে ॥
 তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে যত যত অন্ন আছে ।
 কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া রাখ আপনার কাছে ॥
 কমল আসন আদি দেবগণ কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ ।
 কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি এই স্থানে দেহ ভক্ষ ॥
 ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর কোথাও না পেয়ে অন্ন ।
 আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর হইয়া অতিবিষণ ॥
 অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে আপনা প্রকাশ কর ।
 প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্রে লোকের যন্ত্রণা হর ॥
 তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে চৈত্রশুদ্ধঅষ্টমীতে ।
 দ্বিতীয়া অম্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জন নবমীতে ॥
 পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে হইবে লক্ষ্মী অচলা ।
 আর যত আছে সব হবে পাছে কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥

কৃষ্ণচন্দ্রভূপ দেবীপুত্ররূপ অন্নপূর্ণা ব্রতদাস ।
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন অন্নদা পূরাও আশা ॥

অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ ।

অন্নপূর্ণা জয় জয় । দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্বময় তোমা হৈতে হয় সৃজন পালন লয় ॥
কত মায়া কর কত কায়া ধর বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর কটাক্ষেতে কত হয় ॥
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদ ছায়া ভারত বিনয়ে কয় ॥

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ ।
জোড়হাতে বিশ্বকর্মা দিলা দরশন ॥
শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান ।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্মাণ ॥
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্মা আজ্ঞা পাবানাত্র ।
রতননির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র ॥
রতনমুকুট দিল নানা অলঙ্কার ।
অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়নী যে আর ॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ ।
আশিষ করিলা মাতা হও নিরাপদ ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে ।
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে ॥

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ ।

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ॥

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয় ।

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরিহর ॥

দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত ।

সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই ।

কেমন হইল মেন মনে আসে নাই ॥

অমের পর্বত পরমান্নসরোবর ।

স্বত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর ॥

কে রাঞ্জে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায় ।

কোলাহল গগুগোল কথা নাহি যায় ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই ।

জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই ॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর ।

রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা ।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ।

ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥

যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান ।

হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতেনা পান ॥

ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল ।

ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল ॥

ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে ।
 তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥
 দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা ।
 শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥
 কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ ।
 কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
 কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।
 কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
 কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও ।
 কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
 কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ।
 ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥
 কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল ।
 কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥
 আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই ।
 ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই ॥
 চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ ।
 চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
 যে জন চেতনামুখা সেই সদা সুখী ।
 যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী ॥
 এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব ।
 সব বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥
 কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল ।
 অন্ন বিনা সব আজি হয়েছি আকূল ॥

কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া ।
 কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥
 আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারি ।
 কালি আস দিব অন্ন আজিত না পারি ॥
 এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর ।
 অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥
 ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ ।
 বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
 আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর ।
 ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর ॥

শিবপ্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি ।
 কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
 আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥
 আমি লক্ষ্মী সর্বঠাই মোর ঘরে অন্ন নাই
 ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে ।
 শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন
 এই কথা সকলের ঘরে ॥
 গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
 ফিরিলু সকল পাড়া পাড়া ।
 হাতাতে যদ্যপি চায় সাগর শুখায়ৈ যায়
 হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥

লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাই

ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই ।

গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই

কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥

কত সাপ আছে গায় হাতাতেরে নাহি খায়

গলে বিষ সেহ নাহি বধে ।

কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে

না জানি মরিব কি ঔষধে ॥

ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার

তার কেন বিলাসের সাদ ।

যার নারী সূতা সূত সদা অন্নকষ্টযুত

সর্বদা তাহার অবসাদ ॥

দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়েদিল। ভেদ

কেন শিব করহ বিষাদ ।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে

এ বড় মায়ার পরমাদ ॥

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে

কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা ।

যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে

তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥

আমার যুকতি ধর কৈলাসে গমন কর

আমি আদি সকলি সেখানে ।

তোমাংরে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে

এই আমি যাই সেইখানে ॥

এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া

শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া ।

দেখি অন্নদার ক্রীড়া শিবের হইল ব্রীড়া

তত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥

কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর

কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত ।

সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়

দেখি শিব হইলা মোহিত ॥

দেখি কোটি কোটি হরে স্থানু স্থানু হৈলা ভরে

অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া ।

ভারতের উপরোধে বিসর্জন দিয়া ক্রোধে

অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া ॥

শিবে অন্ন দান ।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন । অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন ॥

কারণঅমৃত পুরিত করি । রত্নপানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥

সমুত পলান্নে পুরিয়া হাতা । পরশেন হরে হরিষে মাতা ॥

পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত । পূরেন উদর সাদের মত ॥

পায়সপয়োধি সপসপিয়া । পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া ॥

চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া । কচর মচর চর্ক্য চিবিয়া ॥

লিহ লিহ জিহে লেহ লেহিয়া । চুমুকে চকচক পেয় পিয়া ॥

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া । নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥

লটপট জটা লপটে পায় । ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য ।

৮৩

গর গর গর গরজে ফণী । দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
ধক ধক ধক ভালে অনল । তর তর তর টাঁদমগুল ॥
সর সর সরে বাঘের ছাল । দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল । তাতাথেইথেইবলে বেতাল
ববম ববম বাজয়ে গাল । ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা । মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চমতালে । নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে
নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর । হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর ॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে । ভারত ভুলিল ভবের নাচে ॥

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য ।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বা ।
ভব ভবরাণী ভবঅবলম্বা ॥
শিব শিবকায়া । হর হরজায়া ।
পরিহর মায়া । অব অবিলম্বা ॥
যদি কর মমতা । হত হয় যমতা ।
দিবি ভুবি সমতা । গুহহেরম্বা ॥
তব জন যোবা । তুরপতি কেবা ।
যম দেই সেবা । শিরপারিলম্বা ॥
ভবজল তরণে । রাখহ চরণে ।
ভারত চরণে । করি কাদম্বা ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি ।
হরিল। যতেক মায়া মহামায়া হাসি ॥

বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ ।

সমুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ ॥

দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল ।

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল ॥

অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর ।

প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর ॥

উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন ॥

বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত ।

কিঞ্চিত কহিলু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত ॥

যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা ।

বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥

ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন ।

পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥

অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যামাজ ।

যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা ।

বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা ॥

শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে ।

নিগম আগমে যারে আদ্যা শক্তি বলে ॥

দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী ।

দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী ॥

হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী ।

হেমহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী ॥

হইলা নন্দের স্নাতা হরিসহায়িনী ।
 হেরি হাহাকার হর হরিণহেরিণী ॥
 কামরিপুকামিনী কামদা কামেশ্বরী ।
 করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥
 রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥
 গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর ।
 অন্ন পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ॥
 শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয় ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয় ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥
 ইতি রবিবারের দিবাপালা ।



শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা ।

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
 যাহে গঙ্গা আশ্রিয়া মিলিত ।
 আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
 শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥
 বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
 মহিমা কহিতে কেবা পারে ।
 মণিকর্ণি পুষ্করিণী মোক্ষপদবিধায়িনী
 সার বস্তু অসারসংসারে ॥

দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষটিউযোগিনীপাট
 নানা স্থানে নানা মহাস্থান ।
 তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে
 সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥
 মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারানী
 যাহে কালভৈরব প্রহরী ।
 শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
 ভবসিন্ধু তরিবার তরি ॥
 যাহে জীব ত্যজি জীব সেইক্ষণে হয় শিব
 পুন নহে জঠরযাতনা ।
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ দম্বজ মম্বজ রক্ষ
 সবে যার করয়ে কামনা ॥
 শিবলিঙ্গ সংখ্যাতে যাহে সদা অধিষ্ঠিত
 তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর ।
 যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
 শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥
 দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
 তপস্যা করয়ে মোক্ষআশে ।
 দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনলোভা
 বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥
 সর্বসুখময় ঠাই সবে মাত্র অন্ন নাই
 দেখিয়া ভাবেন সদাশিব ।
 অনেকের হৈল বাস সকলের অন্নআশ
 কিপ্রকারে অন্ন যোগাইব ॥

বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্মাণের অনুমতি । ৮৭

আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ

অন্ন সনে নাহি দরশন ।

এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা

অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥

এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন

বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে ।

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে

ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে ॥

বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্মাণের অনুমতি ।

ভব ভাবি চিতে পুরী নির্মাইতে বিশ্বকর্মে কৈলা ধ্যান

বিশ্বকর্মা আসি প্রবেশিলা কাশী জোড়হাতে সাবধান ॥

বিশ্বকর্মে হর কহিলা বিস্তর শুন রে বাছা বিশাই ।

অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী দেউল দেহ বনাই ॥

বিশ্বকর্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি দেউল কৈলা নির্মাণ ।

অন্নদা মূরতি নিরুপম অতি নিরমায় সাবধান ॥

রতন দেউল ভুবনে অতুল কোটি রবি পরকাশ ।

বিবিধ বন্ধান অপূর্ব নির্মাণ দেখি সুখী কৃতিবাস ॥

দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা ।

চতুর্কর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা অনন্ত নামমহিমা ॥

মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ অরুণকিরণশোভা ।

ভুবন মণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল মহেশের মনোলোভা ॥

তাহার উপরি পদ্মাসন করি অন্নদামূরতি গড়ে ।

পদতল রঞ্জে দেখি অষ্ট অঙ্গে অরুণ চরণে পড়ে ॥

অতি নিরমল চরণ যুগল সুশোভিত নখ ছাঁদে ।
 দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন কত শোভা হবে চাঁদে ॥
 মণিকরিকর উরু মনোহর নিতম্বে রত্নকিঙ্কণী ।
 ত্রিবলীর ভঞ্জে অনঙ্গের অঙ্গে বাঙ্কি রাখে মাজা ক্ষীণি ॥
 সুখসরোবর নাভি মনোহর মদনসফরীধাম ।
 কামের কুন্তল অতি সুকোমল রোমাবলী অভিরাম ॥
 স্বয়ম্ভু শঙ্কর উচ কুচবর সুধাসিন্ধু বিশ্বরাজে ।
 রতনকমল মৃণাল কোমল সুবলিত ভুজ সাজে ॥
 কারণ অমৃত পলান্ন সমুত পানপাত্র হাতা শোভে ।
 সমুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর অন্ন খেয়ে অন্নলোভে ॥
 কোটি সুধাকর বদন সুন্দর রতন মুকুট শিরে ।
 অর্দ্ধশশী ভালে কেশ মল্লীমালা অলি মধুলোভে ফিরে
 অনন্যদা মুরতি দেখি পশুপতি বিশাইরে দিলা বর ।
 কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত কবি রায় গুণাকর ॥

— — —

অন্যপূর্ণাপুরী নির্মাণ ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল ।
 চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্মাইল ॥
 সমুখে করিলা সরোবর মনোহর ।
 মাণিকে বাঙ্কিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥
 সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ ।
 দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন ॥
 তুলিল পাতালগঙ্গা ভোগবতীজল ।
 সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্মল ॥

গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ ।
 প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥
 সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল ।
 চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িল উৎপল ॥
 নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি ।
 নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাঁতি ॥
 ডাছকা ডাছকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ ॥
 তিতিরী তিতিরা পানিকাক পানিকাকী ।
 কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী ॥
 কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক ।
 পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরক্ষ ॥
 হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর ।
 নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর ॥
 চীতল ভেকুট কই কাতল মৃগাল ।
 বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল ॥
 পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা ।
 গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা ॥
 মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই ।
 কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই ॥
 শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা ।
 চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটা চান্দা গুঁড়া সোণা ॥
 গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা ।
 খরশুলা তপসিয়া পাঁঙ্গাস ইলিশা ॥

চারি পাড়ে বিশ্বকর্মা নিৰ্ম্মায় উদ্যান ।
 নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান ॥
 অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর ।
 করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
 শেহলী পায়লী দোনা পাকল রঙ্গন ।
 মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
 জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন ।
 চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতিসুশোভন ॥
 কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী ।
 চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
 কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকৈলি কুন্দ ।
 পারিজাত মধুমল্লী কিঁটী মুচকুন্দ ॥
 আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল ।
 খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
 হিজোল তেঁতুল তাল বিলু আমলকী ।
 পাকুড় অশ্বথ বট বালা হরীতকী ॥
 ইত্যাदि বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর ।
 তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥
 ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া ।
 চাতক চকোর নূরী তুরী রাস্কচুয়া ॥
 ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ ।
 কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ ॥
 সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী ।
 কাহাকুহী লগড় বাগড় জোড়াধুতী ॥

শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল ।
 শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল ॥
 ঠেটা ভেটা ভাটা হরিতাল গুড়গুড় ।
 নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাছুড় ॥
 বাকচা হারীত পাঁরাবত পাকরাল ।
 ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ॥
 চড়ই মনিয়া পাবছুয়া টুনটুনি ।
 বুলবুল জল আদি পক্ষি নানা গুণি ॥
 বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে ।
 বনশোভা যে সব পক্ষির কলরবে ॥
 ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি ।
 গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥
 সরভ কেশরী বাঘ বানর গণ্ডার ।
 ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥
 বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু ।
 বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু ॥
 ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালি ঘোড়ারু ।
 বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু ॥
 গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল ।
 হোড়ার নকুল গৌলা গবয় বিড়াল ॥
 কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই ।
 সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই ॥
 বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ ।
 নানামতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥

কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল ।
 বোড়াচিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল ॥
 শাঁখিনী চামর কোষা সূতারসঞ্চার ।
 খড়ীচৌচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ॥
 তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া ।
 লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ॥
 ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া ।
 ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতিবোড়া ॥
 বিছা বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর ।
 সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর ॥
 সরোবর বন শোভা দেখি সুখী শিব ।
 জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

দেবগণনিমন্ত্রণ ।

চল কাশামাঝে সবে যাব ।
 অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
 মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
 অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব ॥
 পাপ তাপ হবে ছন্ন নানারস সুসম্পন্ন
 অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥
 শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাণীকূলে রয়ে

সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব ॥
শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানীভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণাআরাধনে ।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি ।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণসহ গণেশ আইলা গজানন ।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা ।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥
নৈঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ।
বার্তা পেয়ে বরুণ আইলা তত ক্ষণ ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন ।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
শিবের বিশেষমূর্তি আইলা ঈশান ।
মূর্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্ ॥
আইলা ভূজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে ।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥
দ্বাদশ মুরতি সহ আইলা ভাস্কর ।
ষোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥

আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা ।
 বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥
 দেবগণগুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য ।
 দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্ৰাচার্য্য ॥
 মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর ।
 আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেরব ॥
 সিদ্ধ সাধা পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর ।
 অঙ্গর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
 একে একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥
 চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন ।
 সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥
 বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ।
 নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ ॥
 আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস ।
 শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ ॥
 যম আপস্তম্ব শঙ্খা লিখিত গৌতম ।
 দুর্কাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দম ॥
 কাতায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল ।
 জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল ॥
 দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ ।
 বিশ্বামিত্র ঋষাশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস ॥
 ভার্গব চ্যবন ঔর্য মনু সাতাতপ ।
 উত্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ ॥

নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ ।
 বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন ॥
 জয়শব্দ নমঃশব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব ।
 বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব ॥
 অন্নপূর্ণা পুরী আর মূরতি দেখিয়া ।
 পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া ॥
 তোমার কুপার কথা শঙ্কর কি কব ।
 তোমাহেতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব ॥
 ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর ।
 পরমেশী পরমপুরুষ পরাৎপর ॥
 এত দিন যঁার মূর্তি না দেখি নয়নে ।
 এত দিন যঁার নাম না শুনি শ্রবণে ॥
 নিগমে আগমে গুঢ় যাঁহার ভজন ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন ॥
 ইহ লোকে ভোগ পর লোকে মোক্ষ হয় ।
 কেবল কৈবল্যরূপ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
 হেন মূর্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব ।
 তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব ॥
 ভবদুঃখমাগরে সকলে কৈলা পার ।
 বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার ॥
 তন্ম্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা ।
 মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা ॥
 মূর্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে ।
 নির্মাণসদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে ॥

শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম ।
 এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম ॥
 যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে ।
 তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে ॥
 করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা ।
 তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা ॥
 এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ ।
 কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ ॥
 তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

। অন্নদামঙ্গল —————

শিবের পঞ্চতপ ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া ।
 লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি ত্যাগিয়া ॥
 জটা তাম্র হাড়মালা শোভা হৈল বড় ।
 ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড় ॥
 বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে ।
 করে লয়ে জপমালা মুদ্রিতনয়নে ॥
 দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর ।
 গলে যোগপট উপবীত বিষধর ॥
 বৈশাখে দারুণরৌদ্রে তপস্যা ছুস্কর ।
 চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥
 তৈজ্যমালা এইরূপে পঞ্চতপ করি ।
 অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শরীরী ॥

আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত ।
 একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত ॥
 শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর ।
 একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥
 ভাদ্রমাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান ।
 রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥
 আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর ।
 ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥
 কার্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায় ।
 অনশনে দিবস রজনী কত যায় ॥
 অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার ।
 উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥
 পৌষমাসে দারুণ হিমानी পরকাশ ।
 রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥
 বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ।
 রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিতশরীর ॥
 ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর ।
 উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
 চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা ।
 উর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥
 ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব ।
 পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥
 অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও ।
 কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥

আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান ।
 তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥
 তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল ।
 সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
 তুমি সকলের সার অসার সকল ।
 যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে ।
 সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
 সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি ।
 সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
 বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্তি ধর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
 আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া ।
 বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥
 এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল ।
 শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥
 চর্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ ।
 তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ ॥
 এইরূপ তপ করে যত সহচর ।
 রুচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

— — —

ব্রহ্মাদির তপ ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
 ব্রহ্ম হইলেন ব্রহ্মচারী ।

একাসনে অনশনে অনদার ধ্যান মনে

অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ॥

গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া

অনদা উদ্দেশে পদ্য দিয়া ।

অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি

রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥

সুখমুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ

সহস্রলোচনে জল বারে ।

সঙ্ক্লে লয়ে দেবীগণে অনদা ভাবিয়া মনে

ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥

উর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি

অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ ।

একাসনে অনশনে অনদাধেয়ান মনে

সম শীত বরিষা আতপ ॥

ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্ক্লে লয়ে পরিবার

শমন দারুণ তপ করে ।

দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ

বল্মীক জন্মিল কলেবরে ॥

নৈঋত রাক্ষসরীত কঠোর তপেতে প্রীত

নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান ।

পুনর্বার মাথা হয় নিজ রক্ত মাংসময়

বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥

বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁশ

প্রাণ বলিদান দিতে মন ।

অন্নদার অনুগ্রহে পরাণ বিয়োগ নহে
অস্থিমধ্যে অস্ত্যথ জীবন ॥

পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ ।

ঊনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥

কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান ।

দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥

শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল ।

কপালে অনল জ্বালি শিরোমূত মূত ঢালি
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল ॥

প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
উর্দ্ধপতি উর্দ্ধমুখে জপে ।

দিকাদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥

সহস্র মুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ ।

গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥

যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল ।

একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্য মনে

দেহে তরু জন্মিল সফল ॥

সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়

অবতীর্ণ হইলা কাশীতে ।

সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর

সুখাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥

সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে

অনুকম্পা হৈল অনুভব ।

দূরে গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার

ভুবন তরিল কলরব ॥

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি

দ্বিজরাজকেশরী রাঢ়ীয় ।

তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর

অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ।

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে ।

বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥

কমলপরিমল লয়ে শীতল জল

পরনে ঢলঢল উছলে কূলে ॥

বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরানী

করিল রাজধানী অশোকমূলে ॥

কুসুমেরে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন

মদন দিল গুণ ধনুক ছলে ॥

যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
 মধুমুদিত মন ভারত ভূলে ॥
 মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন ।
 সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
 কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে ।
 গুন গুন গুন গুন ভ্রমর বাঙ্কারে ॥
 সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে ।
 তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
 অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে ।
 সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে ॥
 ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান ।
 সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
 শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুগ্ধরে ।
 মগ্ধরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
 তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে ।
 তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
 ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস ।
 ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস ॥
 তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া ।
 অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া ॥
 অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে ।
 প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥
 মণিবেদীপরে চিত্তামণির প্রতিমা ।
 বিশ্বকর্মসুনির্মিত অপারমহিমা ॥

চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার ।
 দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার ॥
 প্রতিমা প্রভাবে যত দেবঋষিগণ ।
 ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥
 দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া ।
 কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥
 শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ ।
 এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥
 কম্পমান কলেবর করি যোড়কর ।
 সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥
 করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে ।
 কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥
 চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ ।
 অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ ॥
 এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও ।
 শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥
 এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন ।
 অন্ন খান সবে সুখে আনন্দ সম্পন্ন ॥
 বাম করে পানপাত্র রতননির্মিত ।
 কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত ॥
 সমুত্ত পলাশে পরিপূর্ণ রত্নহাতা ।
 ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ॥
 কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান ।
 পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥

সকলে ভোজন কালে দেখেন এমনি ।
 আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী ॥
 পিষ্টকপর্কত পরমান্নসরোবর ।
 ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥
 চর্ক্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস ।
 সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ ॥
 জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া ।
 সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া ॥
 আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া ।
 প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া ॥
 অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষত কাশী ।
 করিব তোমার পূজা এই অভিলাষি ॥
 পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি ।
 তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি ॥
 তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমাতে ।
 লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে ॥
 অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের অন্নদাপূজা ।

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
 পূজেন নানা আয়োজনে ।
 সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
 বিশদ পক্ষ শুভক্লে ॥

বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত

পূজক আপনি মহেশ ।

আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আনি

নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ ॥

সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপনগণসহ

ইন্দ্রাদি দিকপাল দশ ।

কিন্নরগণ গায় অঙ্গুর নাচে তায়

গন্ধর্ব্ব করে নানা রস ॥

নারদআদি যত দেবর্ষি শত শত

চৌদিকে করে বেদ গান ।

বিবিধ উপচার অশেষ উপহার

অনেকবিধ বলিদান ॥

অনন্য জয় জয় সকল দেবে কয়

ভুবনভরি কোলাহল ।

আনন্দে শূলপাণি করিয়া ঘোড়পাণি

পূজেন চরণকমল ॥

দেউলবেদীপর প্রতিমা মনোহর

তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা ।

সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম

লিখিলা আপনি বিধাতা ॥

সমুখে হেম ঘট আচ্ছাদি চারু পট

পড়িয়া স্থতি ঋদ্ধি বিধি ।

সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি

বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি ।

পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন

কেশব কোষিকী চরণ ।

পূজিয়া নব গ্রহ দিক্‌পালদশ সহ

বিবিধ আবরণগণ ॥

চরণ সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ

নৈবেদ্য দিয়া নানামত ।

মহিষ মেঘ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ

বিবিধ উপচার যত ॥

সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া

মঙ্গল ইতিহাস গানে ।

বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ

দক্ষিণা বিবিধ বিধানেন ॥

পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে

সকলে পাইলেন বর ।

অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে

ভারত রায় গুণাকর ॥

—

অন্নদার বরদান ।

ভবানী বাণী বল একবার ।

ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী ভবানী ভবের সার ॥

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনিীত বর ।

শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর ॥

এই বারাগসী পুরী করিয়াছ তুমি ।

ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি ॥

এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ ।
 এই স্থানে সর্বদা আমার হৈল বাস ॥
 কলি কালে এ পুরী হইবে অদর্শন ।
 মোর অবলোকন রহিবে সর্বক্ষণ ॥
 এই চৈত্র মাস হৈল মোর ব্রতমাস ।
 শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস ॥
 এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি ।
 ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥
 অষ্টাহমঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস ।
 তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ॥
 একমনে মোর গীত যে করে মাননা ।
 আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা ॥
 চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া ।
 গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া ॥
 দ্বিতীয়ায় দেখি নবশশির উদয় ।
 আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয় ॥
 অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ ।
 নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন ॥
 অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে ॥
 ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া ।
 যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া ॥
 তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম ।
 করতলে তার ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥

কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল ।
 গায়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল ॥
 আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায় ।
 সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায় ॥
 পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা ।
 গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা ॥
 যেই জন উপাসনা করিবে আমার ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার ॥
 বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ ।
 করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ ॥
 বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ ।
 আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
 নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে ।
 করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহমঙ্গলে ॥
 অগ্নে পূর্ণ হইল ভুবনচতুর্দশ ।
 সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥
 কৃপা কর কৃপাময়ি কাতরকিঙ্করে ।
 করুণাসাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥
 মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী ।
 মহিষমর্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥
 নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায় ।
 নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥
 কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ ।
 যাহে অবতরি হরি ভাৱাবতারণ ॥

আর্য্য্য বলি তোমাৰে অৰ্জুন কৈলা স্তব ।
 যে কালে সারথি তার হইলা কেশব ॥
 সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের জননী ।
 অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী ॥
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি রবিবারের নিশাপালা ।



ব্যাসবর্ণন ।

ব্যাস নারায়ণঅংশ ঋষিগণঅবতংস
 যাঁহা হৈতে আঠার পুরাণ ।
 ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
 বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥
 সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা পারায়ণ
 শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি ।
 পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
 জননী যাঁহার সত্যবতী ॥
 দাঁড়াইলে জটাতার চরণে লুঠায় তাঁর
 কঙ্কলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু ।
 পাকা গোপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
 চলনে কতক আঁটুবাঁটু ॥

কপালে চড়ক ফোটা গলে উপবীত মোটা

বাহুস্থলে শঙ্খচক্রেখা ।

সর্বাঙ্গে শোভিত ছাৰা কলি মৃগ বাঘথাৰা

সারি সারি হরি নাম লেখা ॥

তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে

হাতে কাণে থরে থরে মালা ।

কোশা কুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন

ভাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা ॥

কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি

বহির্কাসে করি আচ্ছাদন ।

কমণ্ডলু তুষীফল করঙ্গ পীবারে জল

হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ ॥

এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ

পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে ।

নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত

তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥

কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান

পূজা করে কেবা কিবা দিয়া ।

কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়

আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥

জগতের হিতে মন উদ্ধবাহু হয়ে কন

ধর্ম্মে মতি হউক সবার ।

ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়

সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার ॥

এই রূপে শিষ্য সঙ্গে সর্বদা ফিরেন সঙ্গে

চিরজীবী নরাকার লীলা ।

এক দিন দৈব বশে শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে

নৈমিষ কাননে উত্তরিলে ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন

গালবাদ্যে বিলুপত্র দিয়া ।

গলায় রুদ্রাক্ষমাল অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল

কলেবরে বিভূতি মাখিয়া ॥

শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন

চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর ।

ভব শর্ক বোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ

দেবদেব ভীম গঙ্গাধর ॥

ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্শ্বতীশ

মহাদেব উগ্র শূলধর ।

বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক গিরিশ হর

রুদ্র পুরহর স্মরহর ॥

এই রূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত

দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন ।

ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়

বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেনন ॥

— — —

শিবপূজা নিষেধ ।

কি কর নর হরি ভজ রে ।

ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে ॥

তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
 হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে ।
 ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার
 হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে ॥
 ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
 বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে ।
 গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
 ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে ॥
 বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ ।
 কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥
 সর্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈলু এই ।
 ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥
 অন্যের ভজনে হয় ধর্ম অর্থ কাম ।
 মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥
 অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে ।
 মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥
 নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার ।
 সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥
 রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় ।
 তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কার ময় ॥
 সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ।
 যুক্তি করি দেখ বিষু বিনা মুক্তি নয় ॥
 তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে ।
 মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ॥

সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি ।
 অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
 সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি ।
 সৰ্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সৰ্বদেবে হরি ॥
 বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে ।
 আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥
 এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে ।
 কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে ॥
 নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময় ।
 ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয় ॥
 তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে ।
 অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে ॥
 সত্ত্বরজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয় ।
 তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥
 রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব ।
 সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব ॥
 তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম ।
 বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
 রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে ।
 তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে ॥
 রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান ।
 সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥
 তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয় ।
 ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥

তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ ।
 তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান ॥
 সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায় ।
 তোমার এমন কথা এত বড় দায় ॥
 এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া ।
 তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া ॥
 এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে ।
 বারণসী চলিল শিবের নাম কয়ে ॥
 আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবনামাবলী ।

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
 মৃগাক্ষশেখর দিগম্বর ।
 জয় শ্মশাননাটক বিষণ্ণবাদক
 হতাশভালক মহত্তর ॥
 জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
 ভূজঙ্গভূষণ জটাধর ।
 জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
 ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥
 জয় রবীন্দ্রপাবক ত্রিনেত্রধারক
 খলান্ধকান্তক হতস্মর ।
 জয় কৃতাস্তকেশব কুবেরবান্ধব
 ভবাজ তৈরব পরাৎপর ॥

জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
 ত্রিশূলধারক হতাস্বর ।
 জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
 বিভূতিভূষিত কলেবর ॥
 জয় কপালধারক কপালমালক
 চিতাভিসারক শুভঙ্কর ।
 জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
 গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥
 জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঙ্গিত
 বরাভয়াঘিত চতুষ্কর ।
 জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
 পুরন্দরাঙ্কিত পুরন্দর ॥
 জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
 বিলোকনোদয় চরাচর ।
 জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
 উমেশ পরিতম্বুতাবর ॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা ।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ ।
 শিবগুণ গান করি করিলা গমন ॥
 হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাঙ্কের মালা ।
 বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা ॥
 রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রফোটা ভালে ।
 ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে ॥

কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে ।
 কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে ॥
 অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর ।
 নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিষদ চামর ॥
 করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম ।
 চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥
 ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে ।
 উদ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে ॥
 একেবারে হরিহরি হরহর রব ।
 ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব ॥
 বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে ।
 দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ॥
 অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ ।
 কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥
 ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে ।
 ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ॥

হরিনামাবলী ।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব ঘাতন ।
 জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥
 জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন গোপিকাগণ মোহন ।
 জয় গোপবালক বৎসপালক পুতনাবক নাশন ॥
 জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবদুর্লভ বন্দন ।
 জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন ॥

জয় শাস্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্য নিষ্কিয় মোচন ।
 জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন ॥
 জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন ।
 জয় সৰ্বতোজয় সঙ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন ॥

হরিসঙ্কীৰ্তন ।

এই রূপে ব্যাস গিয়া বারানসী প্রবেশিয়া
 আদিকেশবেরে প্রণমিয়া ।
 সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীৰ্তন
 নানারসে নাচিয়া গাইয়া ॥
 কীৰ্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানারঙ্গে
 বাল্য গোষ্ঠ দানবেশ রাস ।
 পূৰ্ণরঙ্গ রসোদগার মাথুর বিরহ আর
 হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥
 বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
 কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ ।
 বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
 নানামতে গান বিষ্ণুপদ ॥
 কীৰ্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
 কেহ তারে ধরে দেয় কোল ।
 উৰ্দ্ধভুজে উৰ্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
 কেহ বলে হরিহরি বোল ॥
 গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
 আদি অন্ত মধ্যে সে সকল ।

এক মনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
 আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
 গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীসাথ
 শ্রীদামাদি সহচরগণ ।
 নন্দ যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত
 কপিলাদি যতেক গোধন ॥
 সুধাসমুদ্রের মাজে চিন্তামণিবেদী সাজে
 কল্লতরু কদম্ব কানন ।
 নানাপুষ্প বিকসিত নানাপক্ষি সুশোভিত
 সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
 কাম সদা মূর্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
 রাগিণী ছত্রিশ আর যত ।
 ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
 নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
 গোলোক সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
 অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে ।
 কংসআদি দুষ্কগণ করিবারে নিপাতন
 দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে ॥
 বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
 খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন ।
 পুতনা বধিতে চলে বিষস্তনপানছলে
 কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
 শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমলঅর্জুন ভঙ্গি
 তৃণাবর্তে নিধন করিলা ।

মৃত্তিকা ভঞ্জন ছলে যশোদারে কুতূহলে

বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥

ননী চুরি কৈহা হরি যশোদা আনিল ধরি

উদুখলে করিলা বন্ধন ।

গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া

অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥

বধ কৈলা বৎসাসুর কেশিরে করিলা চুর

বলহাতে প্রলম্ব বধিলা ।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধনগিরি ধরি

বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥

ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে

করিলেন কালিয়দমন ।

সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া

করিলেন কাননে ভোজন ॥

বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি

রাখিলেন পৰ্ব্বতগুহায় ।

নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি

বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥

গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নীব্রত

হরি লৈলা বসন হরিয়া ।

কার্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে

রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥

করিতে আপন ধ্বংস অকূরে পাঠায়ে কংস

হরি লয়ে গেল মথুরায় ।

ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুজারে সুন্দরী করি
সুশোভিত মালির মালায় ॥

দ্বারে হস্তি বিনাশিয়া চানুরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন ।

বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
দূর করি নিগড়বন্ধন ॥

উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবস্খী গিয়া
দ্বারকাবিহার নানামতে ।

অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥

—

ব্যাসের শিবনিন্দা ।

হরি হরে করে ভেদ । নর বুঝে না রে ।

অভেদ কহে চারি বেদ ॥

অভেদ ভাবে যেই পরমজ্ঞানী সেই

তারে না লাগে পাপক্লেদ ॥

যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে

সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ ॥

একই কলেবর হইলা হরি হর

বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ ॥

যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে

ভারতে নাহি এই খেদ ॥

এই রূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ ।

উদ্ধভুজে কহেন সকললোক শুন ॥

সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি ।
 সৰ্বশাস্ত্রে বেদ সার সৰ্বদেবে হরি ॥
 হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই ।
 মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥
 এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিল শঙ্করে ।
 শিবের হইল ক্রোধ নন্দি আগুসরে ॥
 ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল ।
 ভুজস্তু কঠরোধ ব্যাসের হইল ॥
 চিত্রের পুতলি প্রায় রহিলেন ব্যাস ।
 শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥
 চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায় ।
 কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥
 গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে ।
 শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥
 বিস্তর তৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিল ।
 আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিল ॥
 যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব ।
 শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥
 শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী ।
 শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥
 শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট ।
 শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥
 মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয় ।
 শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয় ॥

যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে ।
 শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥
 শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ময়ে ।
 কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি ক্ষুরে ॥
 গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুইয়া ।
 বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া ॥
 শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস ।
 কতক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥
 প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর ।
 যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥
 এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে ॥
 এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস ।
 তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস ॥
 মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দিরতিলকে ।
 অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে ॥
 ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমাল্য যত ।
 পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈবঅনুগত ॥
 ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে ।
 ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥
 ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম ।
 অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম ॥
 এই রূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা ।
 অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর। বিভূতিভূষিতকলেবর ॥
 তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত কপর্দমর্দিত জটাধর।
 গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশ তৈরব দিগম্বর ॥
 ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল মহাকুতূহল মহেশ্বর।
 রজঃপ্রভায়ত পদাশুজানত সুদীনভারত শুভঙ্কর ॥

এইরূপে বেদবাস রহিলা কাশীতে।
 নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥
 দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দৈব।
 ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥
 যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
 যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥
 কি দোষে মুছিল হরিমন্দিরফোঁটায়।
 কি দোষে ফেলিল চিঁড়ি তুলসীমালায় ॥
 হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি।
 বিলুপত্র লইয়া দেখহ রড়ারডি ॥
 হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
 রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥
 মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
 আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥
 হরিভক্ত হয়ে যে বা না মানে আমারে।
 কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥
 হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
 অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥

রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে ।
 তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে ॥
 অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস ।
 উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস ॥
 চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা ।
 কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা ॥
 স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর ।
 ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥
 ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত ।
 কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥
 ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন ।
 গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥
 বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি ।
 ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী ॥
 ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন ।
 ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥
 শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায় ।
 হাত হৈতে হরিয়া তৈরবে লয়ে যায় ॥
 রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত ।
 মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত ॥
 এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী ।
 ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ী ॥
 সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া ।
 অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া ॥

কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও ।
 কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥
 এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গুণগোল ।
 ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥
 পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া ।
 শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া ॥
 আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস ।
 শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস ॥
 পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা ।
 ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা ॥
 মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা ।
 কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা ॥
 আত্মা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

কাশীতে শাপ ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে ।
 শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে ॥
 তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
 তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে ॥
 তব পদ আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
 জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥
 পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি

তবে কেন মোর নীতি দেখে তাব পর হে ॥
 ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
 ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী ।
 আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী ॥
 তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ ।
 কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥
 অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী ।
 কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥
 ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে ।
 ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
 ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে ।
 যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥
 শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায় ।
 ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥
 ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া ।
 আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥
 হেন কালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা ।
 ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥
 জগতজননী মাতা সবারে সমান ।
 শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥
 আকাশ পবন জল অনল অবনি ।
 সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥

সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা ।
 তেমনি সকলে সমা অন্তপূর্ণা সারা ॥
 মেঘ করে যেমন সকলে জলদান ।
 তেমনি অনন্দা দেবী সকলে সমান ॥
 তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া ।
 তেমনি সকলে অন্তপূর্ণা অন্ত দিয়া ॥
 হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে ।
 শত্রু মিত্র একভাব অনন্দার কাছে ॥
 চলিলেন অন্তপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া ।
 আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥
 হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ ।
 কোথায় চলেছ খুয়ে কার্ত্তিক গণেশ ॥
 ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক ।
 ব্যাসে অন্ত দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥
 একে বুড়া তাহে ভাস্কী ধুতুরায় ভোল ।
 অল্প অপরাধে কর মহাপগুণগোল ॥
 তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস ।
 ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ভ্রাস ॥
 একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে ।
 অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥
 কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ত দিতে ।
 সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে ॥
 এখন যদিপি ব্যাস অন্ত নাহি পায় ।
 আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥

আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া ।
 আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥
 এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান ।
 সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥
 সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া ।
 বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া ॥
 ভারত কহিছে ইথে সাক্ষি কেন মান ।
 তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

— — —

অন্নদার মোহিনীরূপ ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা ।

চরণে অরুণরঙ্গিমা ॥

হইতে সৌসর শম্ভু হৈলা হর দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা ॥
 থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে সুধাকরে ধরে কালিমা
 ফুলধনু তনু লাজে তাজে ধনু দেখি তুরু ধনু বক্রিমা ॥
 রূপ অনুভবে মোহ হয় তবে ভারত কি কবে মহিমা ॥

মায়া করি জয়াবিজয়ারে লুকাইয়া ।

দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥

কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ ।

ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ ॥

তুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া ।

লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥

উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিমূলে ।

ধরেছে কামের কেশ রোমাংস লি ছলে ॥

অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে ।
 পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে ॥
 মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া ।
 হার হয়ে হারিলেক বুক বিক্কাইয়া ॥
 বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী ।
 ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
 চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু ।
 মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু ॥
 অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা ।
 চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা ॥
 রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে ।
 মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥
 কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ॥
 কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
 চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
 নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি ।
 যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী ॥
 এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া ।
 দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
 মায়াময় একখানি পুরী নির্মাইয়া ।
 অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥

আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী ।
 কহিতে লাগিল। ব্যাসে ভক্তিভাব করি ॥
 শুন ব্যাসগোঁসাই আমার নিবেদন ।
 নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন ॥
 বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান ।
 অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান ॥
 তপস্বি তোমাতে দেখি অতিথি ঠাকুর ।
 ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥
 শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল ।
 কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥
 অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসি ।
 কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিল। আসি ॥
 নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়। ।
 নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া ॥
 তখনি পাইলু ভিক্ষা কহিল। যখনি ।
 পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥
 বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী ।
 ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
 দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি ।
 ততোহধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥
 শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী ।
 সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥
 প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই ।
 অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥

এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে ।
 কহিতে লাগিল। ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে ॥
 কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি ।
 শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥
 এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া ।
 অন্ন দিল। অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া ॥
 চর্ক্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত ।
 ভোজন করিল। সবে বাসনার মত ॥
 ভোজনান্তে আচমন সকলে করিল।
 হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিল। ॥
 বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে ।
 হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥
 ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও ।
 বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥

শিবব্যাসে কথোপকথন।

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি রিপুনিন্দিনি গো ।
 জয়কারিণি ভয়হারিণি ভবতারিণি গো ॥
 জটজালিনি শিরমালিনি
 শশিভালিনি সুখশালিনি করবালিনি গো ॥
 শিবগেহিনি শিবদেহিনি
 শিবরোহিনি শিবমোহিনি শিবসোহিনি গো ॥
 গণতোষিণি ঘনঘোষিণি
 হঠদোষিণি শঠরোষিণি গৃহপোষিণি গো ॥

মৃদুহাসিনি মধুভাষিনি

খলনাশিনি গিরিবাসিনি ভারতানিনি গো ॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত ।

কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত ॥

তপস্বি কাহারে বল কিবা ধর্ম তার ।

কি কর্ম করিলে পায় পরলোকে পার ॥

শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস ।

তপস্যার নানা ধর্ম প্রধান সন্ন্যাস ॥

সর্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য ।

স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য ॥

ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস ।

কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥

শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া ।

আপনি ইহার আছ কি ধর্ম লইয়া ॥

এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন ।

শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ॥

দয়া ধর্ম ক্ষমা আদি যত তপঃক্রিয়া ।

জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ॥

কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয় ।

সেইরূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ॥

উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর ।

উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর ॥

গর গর গর্জে ফণি জিহি লক লক ।

অন্ধশশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক ॥

হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল ।
 অউ অউ হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥
 দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ ।
 তৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
 মহাক্রোধে মহারুদ্ধ ধরিয়া পিনাক ।
 শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক ॥
 বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে ।
 ভৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥
 হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর ।
 অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
 বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ ।
 কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ ॥
 সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে ।
 আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে ॥
 মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ ।
 কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ ॥
 কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ ।
 কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ ॥
 এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কতু নও ।
 এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও ॥
 অরে রে তৈরবগণ ব্যাসে কর দূর ।
 পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর ॥
 ব্যাসদেব রুদ্ধরূপি দেখি মহেশ্বরে ।
 ভয়ে কম্পমানতনু কাঁপে থর থরে ॥

অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে ।
 চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে ॥
 অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ ।
 বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ ॥
 জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়ি ।
 মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়ি ॥
 জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা ।
 হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥
 শিবের হইল তমোগুণের উদয় ।
 যেই তমোগুণেদয়ে করেন প্রলয় ॥
 পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মন্থ ।
 বুঝিতে নারিহু কিবা ধর্ম কি অধর্ম ॥
 পড়িহু পড়াহু যত মিছা সে সকল ।
 সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
 শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে ।
 এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে ॥
 শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে ।
 শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
 তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্বদা ।
 কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥
 ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা ।
 শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥
 অলঙ্ঘ্য শিবের আত্মা না হয় অন্যথা ।
 কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্বথা ॥

আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
 এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্বান ।
 নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ॥
 ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায় ।
 লুকায়ে রহেন যদি তৈরবে খেদায় ॥
 বেতাল তৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি ।
 শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের কাশীনির্মাণোদ্যোগ ।

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোহুখে বেদব্যাস
 বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
 আমার না হৈল কাশীবাস ॥
 এ বড় দারুণ শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
 ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর ।
 নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
 ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর ॥
 তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
 কোন খানে সমাদর নাই ।
 সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
 কাশীতে না হৈল যার ঠাই ॥

যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ
 অনলে সলিলে মৃত্যু নাই ।
 সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
 চিরজীবী করিলা গোসাঁই ॥
 ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
 কি হবে ভাবিলে আর বসি ।
 তবে আমি বেদব্যাস এই খানে পরকাশ
 করিব দ্বিতীয় বারাগসী ॥
 করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
 সকল করি নু ইথে পণ ।
 নিজ নাম জাগাইব এই খানে প্রকাশিব
 কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥
 কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়া শিব
 কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে ।
 এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
 না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥
 অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
 তপোবলে রাত্রি হয় দিবা ।
 বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
 বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
 মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
 বর না মাগিব তার ঠাঁই ।
 বিষুর দেখেছি গুণ নন্দি করেছিল খুন
 কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই ॥

বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়

যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।

। তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন

অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥

তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়

সকল পাইব যথা বসি।

। পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম

নাম খুব ব্যাসবারাণসী ॥

গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি

আগেত গঙ্গার কাছে যাই।

। গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ কপাটের কুঁজি

গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥

। গঙ্গাগঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম

আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।

। আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে

ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥

। এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে যান

বেদব্যাস মহাবেগবান্।

। গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া

গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥

। কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি

রচিবারে অন্নদামঙ্গল।

। ভারত সরস ভণে শুন সবে এক মনে

ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল ॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ।

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে আমি এই অভিনাষী ।
 কাশী মাঝে ঠাই শিব দিল নাই করিব দ্বিতীয় কাশী ॥
 ভ্রমোগুণ শিব তারে কি বলিব মত্ত ভাস্ক ধুতুরায় ।
 ডাকিনীবিহারী সদা কদাচারী পাপ সাপগুলা গায় ॥
 শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায় গলে মুণ্ডঅস্থিমাল ।
 বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ পরে ব্যস্ত হস্তি ছালা ॥
 যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল তাহারে বেড়িয়া ফিরে ।
 কেবল আপনি পতিতপাবনী গঙ্গা আছে যেই শিরে ॥
 জটায় তাহার তব অবতার তাই সে সকলে মানে ।
 তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা অন্য জন কিবা জানে ॥
 যত অমঙ্গল শিবে সে সকল মঙ্গল তোমার প্রেম ।
 নানা দোষময় লোহা যেন হয় পরশ পরশি হেম ॥
 যে কারণ নীর ব্রহ্মাণ্ড বাহির যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে ।
 বিধি হরি হর আদি চরাচর কত হয় কত নাশে ॥
 সে কারণ নীর তোমার শরীর তুমি ব্রহ্ম সনাতন ।
 অজুন পালন নাশের কারণ তোমা বিনা কোন জন ॥
 সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপি জন জনার্দন যারে কয় ।
 দ্রবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই ইহাতে নাহি সংশয় ॥
 তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্ষণে না জানি স্নানের ফল ।
 প্রায়শ্চিত্ত ভয় সেখানে কি হয় যেখানে তোমার জল ॥
 তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী কামনা পূরাও মোর ।
 মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী তারহ সঙ্কট ঘোর ॥

যে মরে কাশীতে তারে মোক্ষ দিতে রাম নাম দেন শিব ।
 আর কত দায় ভোগ হয় তায় তবে মোক্ষ পায় জীব ॥
 কাশীতে আমার কৃপায় তোমার এমনি হইতে চাহে ।
 যে মরে যখনি নির্ঝাণ তখনি বিচার না রবে তাহে ॥
 ব্যাসের এমনি শুনিয়া বচন গঙ্গার হইল হাসি ।
 ভারত কহিছে মোরে না সহিছে তুমি কি করিবে কাশী ॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি ।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস । কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস
 কেতুমি কিকীৰ্ত্তি আছে তোমার । শিববিনা কাশীকে করে আর
 কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল । লীলায় অন্ধক সেই বধিল ॥
 কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই । কামিনী লইয়া বিহরে সেই
 অদ্য অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী । গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী ॥
 ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যার । চক্রপাণি বাণ শানিতধার ॥
 চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার । ত্রিপুর একবাণে মৈল যার ॥
 সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার । ভব নাম ভব করিতে পার ॥
 যাহার জটায় পাইয়া ধাম । গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম
 কারণজল মোরে বল যেই । কারণজলের কারণ সেই ॥
 না ছিল সৃষ্টির আদি যখন । কাশীপতি কাশী কৈলা তখন
 থুইলা আপন শূলের আগে । পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে
 করিবেন যবে প্রলয় হর । রাখিবেন কাশী শূল উপর ॥
 তবে যে দেখে ভূমিতে কাশী । পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি
 জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত । জলনাশে নহে তার নিপাত
 তবে যে কহিল ভারক নামে । মোক্ষদেন শিব কাশীরধামে

তুমি কি বুঝিবা তার চলনি । আপনার নাম দেন আপনি ॥
 আমার বচন শুন হে ব্যাস । কদাচ না কর হেন প্রয়াস ॥
 শিবনিন্দা কর এ দায় বড় । শিব পদে মন করহ দড় ॥
 শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে । দক্ষযজ্ঞ বুঝি পড়ে না মনে ॥
 পুন না कहিও আমার কাছে । যেখানে তাহার পাতক আছে ॥
 জানেন সকল শঙ্কর স্বামী । এসব কথায় না থাকি আমি ॥
 শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ । ভারত कहিছে এবড় দোষ ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার ।

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
 গঙ্গারে কহেন কটুভাষে ।
 কালের উচিত কর্ম জানি তুমি তোমার মর্ম
 তুমি মোরে হাস উপহাসে ॥
 তোরে অন্তরঙ্গ জানি করি যুগলপানি
 উপকারে আসিতে আমার ।
 তাহা হৈল বিপরীত আর कह অশুচিত
 দৈবে করে কি দোষ তোমার ॥
 আমি যারে প্রকাশি তুমি । আমি যারে বাড়াই তুমি
 সেহ মোরে তুষ্ট করি কহে ।
 মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
 এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে ॥
 উচিত कहিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
 পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত ।

পুরাণে বর্ণিছে যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই

নৈলে তোমা কে কোথা মানিত ॥

জহু মুনি করে ধরি পিলেক গণ্ডুষ করি

কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম ।

সে দোষ খুইয়া দূরে জানাইলু তিন পুরে

জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥

শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে

তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা ।

শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা

তোর সমা পুণ্যবতী কেটা ॥

পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা

কপালে বহির তাপ লাগে ।

চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূতভৈরবের রোল

কোন সুখে আছ কোন রাগে ॥

স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি

কভু নাহি পতির নিয়ম ।

যে ভাল ভজিতে পারে পতিভাব কর তারে

সিন্ধু সঙ্গ সস্তুতি সঙ্গম ॥

বেশ্যাধর্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ

রূপ গুণ যৌবন না চাও ।

মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই

পতি কর কোলে মাত্র পাও ॥

আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি

তুমি তাহে বিপরীত কহ ।

তুমি মোর কি করিবা তোমার শক্তি কিবা
 বিষ্ণুপদোদক বিনা নহ ॥
 শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডুষে খাই
 ব্রাহ্মণেরে তোর অন্ন জ্ঞান ।
 সিদ্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
 অগস্ত্য করিয়াছিল পান ॥
 ব্যাসদেব এই রূপে মজিয়া কোপের কূপে
 গঙ্গার করিল অপমান ।
 ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
 স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান ॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার ।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে ।
 ব্যাসেরে ভৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে ॥
 শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা ।
 এই অহঙ্কারে কাশী বাস না পাইলা ॥
 নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা ।
 শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা ॥
 তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি ।
 বেদ মত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি ॥
 যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ ।
 আমার প্রসঙ্গ আছে তেই সে প্রমাণ ॥
 তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী ।
 সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈলু তারি ॥

সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা ।
 শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা ॥
 প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি ।
 আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥
 আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে ।
 কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে ॥
 বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ ।
 রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান ॥
 তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কৰ্ম্ম ।
 ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মৰ্ম্ম ॥
 পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই ।
 অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই ॥
 মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে ।
 তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে ॥
 পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া ।
 শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া ॥
 বৈপিত্র ছু ভাই তাহে জন্মিল তোমার ।
 একটি বিচিত্রবীৰ্য্য চিত্রাঙ্গদ আর ॥
 অশ্বালিকা অশ্বিকা বিবাহ কৈল তারা ।
 যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সারা ॥
 পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী ।
 তোমাতে দিলেন আত্মা যেমন আপনি ॥
 তুমি রণ্ডা ভাতৃবধূ করিয়া গমন ।
 জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন ॥

কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া ।
 সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া ॥
 ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন ।
 তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন ॥
 ধর্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার ।
 উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার ॥
 যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জুন নকুল ।
 সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল ॥
 তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া ।
 পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীকে দিলে বিয়া ॥
 ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয় ।
 ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয় ॥
 ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায় ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায় ॥
 তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ ।
 সে জানে মহিমা কিছু তোরে গিয়া কহ ॥
 এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্ধান ।
 গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান ॥
 ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি ।
 গিয়াছিল যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি ॥
 দীনদয়াময়ী দেবী দয়াকর দীনে ।
 দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে ॥
 ধর্ম তার ধরা তার ধন তার ধান ।
 ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান ॥

বিশ্বকর্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা । ১৩৫

নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।

নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।

হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি সোমবারের দিবা পালা ।



বিশ্বকর্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ।

আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া ভাবেন ব্যাস গোসাঁই ।

এই বড় শোক হাসিবেক লোক মোর কাশী হৈল নাই ॥

বিশ্বকর্মা আছে তারে আনি কাছে সে দিবে পুরী গড়িয়া

মোক্ষের উপায় শেষে করা যায় ব্রহ্মার বর লইয়া ॥

করি আচমন যোগে দিয়া মন বিশ্বকর্মে কৈলা ধ্যান ।

জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্ত্বরে আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥

বিশাই দেখিয়া সানন্দ হইয়া বিনয়ে কহেন ব্যাস ।

তুমি বিশ্বকর্ম জান বিশ্বকর্ম তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥

তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড় তাই বিশ্বকর্মা নাম ।

তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা কেবা জানে গুণগ্রাম ॥

বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিয়া পালহ হইয়া হরি ।

শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥

আমারে কাশীতে না দিল রহিতে ভূতনাথ কাশীবাসী ।

সেই অভিমানে আমি এই খানে করিব দ্বিতীয় কাশী ॥

ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমায় নির্মাহ পুরী সুসার ।

মোক্ষের নিদান করিতে বিধান সে তার আছে আমার ॥

এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে তবেত তোমারি হব ।
 ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া তোমারে পুরাণে কব ॥
 বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া তুমি নাহি পার কিবা ।
 ব্যাসবারাণসী গড়ি দেখ বসি আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥
 যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ মোরে পুরীভার লাগে ।
 কাশীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥
 বিশ্বেশ্বর নাম সর্বশুভধাম বিশাই যেই কহিল ।
 দৈব ক্রম যার বুদ্ধি নাশে তার ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥
 অরে রে বিশাই তুইত বালাই কে বলে আনিতে তায় ।
 এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ তাহারে আনিতে চায় ॥
 সভয় অন্তর নহ স্বতন্তর ভয়েতে সবারে মান ।
 নানাগুণ জানি যারে তারে মানি বেগার খাটিতে জান ॥
 তপোবলে কাশী দেখ পরকাশি দূর হ রে ছুরাচার ।
 তোর গুণধর যত কারিকর হইবে ছুঃখী বেগার ॥
 বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস ।
 শিবেরে লজ্জিবা কাশী প্রকাশিবা কেন কর হেন আশ ॥
 নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব শিব ব্রহ্ম সনাতন ।
 অজাত অমর অনন্ত অজর আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥
 কার্য সাধিবারে এই যে আমারে এখন ব্রহ্ম কহিলে ।
 ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার কেমনে ব্রহ্ম বলিলে ॥
 যাহারে যখন দেখহ দুর্জন তাহারে ব্রহ্ম বলহ ।
 এইরূপে কত কয়ে নানা মত লিখিল যত কলহ ॥
 বিশাই ধীমান গেল নিজ স্থান ব্যাসের হইল দায় ।
 কহিছে ভারত এ নহে ভারত করিবে কথামথায় ॥

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।

জয় করুণাময় নাশয় তাপম্ ॥

রঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্ ॥

মহিষবিষাণরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনলুলাপম্ ॥

নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং ছুর্বাপম্ ॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।

অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥

আপন দুর্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।

বিস্তর कहিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।

কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া ॥

অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।

শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জগ্গাল ॥

কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।

তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ॥

শিবনাম জপ কর যেথা সেথা বসি।

যেখানে শিবের নাম সেই বারানসী ॥

তুমি কি করিবা কাশী লজিয়া তাঁহারে।

কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে ॥

শিব লজি আমি কি হইব বরদাতা।

আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা ॥

আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।

এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন ॥

কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় য়ার ॥
 কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে ।
 বুঝিতে কে পারে য়ার তুল্য সুখা বিষে ॥
 ভালে য়ার সুধাকর গলায় গরল ।
 কপালে অনল য়ার শিরে গঙ্গাজল ॥
 সম য়ার সুখা বিষে ছতশন জল ।
 অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল ॥
 তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই ।
 জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই ॥
 এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে ।
 ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥
 যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন ।
 মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার ।
 কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া য়ার ॥
 য়ার অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা ।
 বিধি হরি হর য়ার নাহি জানে সীমা ॥
 শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিল ।
 শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিল ॥
 তদবধি জানি তিনি সকলের বড় ।
 অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
 তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি ।
 তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী ॥

ব্যাসের তপস্যায় অনন্দের চাঞ্চল্য । ১৪৯

এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির ।
অম্পূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের তপস্যায় অনন্দের চাঞ্চল্য ।
গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন ।
অম্পূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ ॥
ছয় মুখ কার্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ ।
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরব গণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগি
বার মুখ তিন বাপে পুতে ।
অন্নের হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে খুতে খুতে ॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কোতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান ।
চক্ষ্য চূষ্য লেহ পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্তত প্রমাণ ॥

খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত

অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও ।

অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি

খেতে হবে খাও খাও খাও ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা

নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে ।

ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ

ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥

ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে

ব্যাসের তপের অনুবলে ।

কপালে টনক নড়ে হাতে হৈতে হাতা পড়ে

উছট লাগিয়া পদ টলে ॥

দুর্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম মন্দ করে

অন্নদার উপজিল রোষ ।

অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস

ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥

ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর

কেন দেবি দেখি ভাবান্তর ।

অন্নদা কহেন হরে ব্যাসমুনি তপ করে

অনশন কৈল বহুতর ॥

তুমি ঠাই নাহি দিলে কাশী হৈতে খেদাইলে

তাহাতে হয়েছে অপমান ।

করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী

সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥

হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিলা বর

মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও ।

আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই

এক মুটা অন্ন মেনে দিও ॥

সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা

কি হয় তাহার দেখ বসি ।

এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ

করিবেক ব্যাসবারাণসী ॥

তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর

কি দোষে হইব রুষ্ট তারে ।

অসময় সুসময় না বুঝিয়া ছুরাশয়

বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥

বলিরাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে

অধোগতি পাইল যেমন ।

তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া

শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥

মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি

ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা ।

অন্নপূর্ণাপদতলে ভারত বিনয়ে বলে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

অন্নদার জরতীবশে ব্যাসছলনা ।

কে তোমা চিনিতে পারে। গো মা। বেদে সীমা দিতে নারে

কত মায়া কর কত কায়া ধর হেরি হরি হর হারে ॥

জিতজরামর হয় সেই নর তুমি দয়া কর যারে ॥

এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে যম নাহি পারে তারে ॥

যদি না তারিবে যদি না চাহিবে ভারত ডাকিবে কারে ॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী ।

ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে বুড়ী ॥

বাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি ।

হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥

ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলা ।

কোটি কোটি কানকোটোরির কিলিকিলি ॥

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে ।

চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥

ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে ।

শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥

বাতে বাঁকা সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার ।

অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চন্দ্র সার ॥

শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান ।

ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥

ফেলিয়া বুপড়ী লড়ী আহা উছ কয়ে ।

জামু ধরি বনিল। বিরসমুখী হয়ে ॥

ভূমে ঠেকে খুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায় ।

কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুঠায় ॥

উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল ।

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥

অন্নদার জরতীবিশেষে ব্যাসছলনা । ১৫৩

মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া ।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে ।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাই কাছে ॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই ।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে ।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই ।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয় ।
সত্য করি कह এথা মরিলে কি হয় ॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড় ।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর ।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর ॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া ।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব ।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥
উদ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত ।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুখায়েছে আঁত ॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শগুনুড়ি ।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে ।
 কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥
 কাণকোটোরিতে মোর কাণ কৈল কালা ।
 কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥
 এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান ।
 আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান ॥
 জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের ।
 শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥
 ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া ।
 পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥
 বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও ।
 এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
 বুড়া বয়সের ধর্ম অল্লে হয় রোষ ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥
 মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা कहিলে ।
 পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
 ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে ।
 সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
 বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কাল ।
 কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥
 পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি ।
 ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
 ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা ।
 পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা । ১৫৫

এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত ।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
একে বুড়ী আরো কাল চক্ষে নাহি সুখে ।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
ডাকিয়া কহিল ক্রোধে কাণের কুহরে ।
গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
বুঝিছু বুঝিছু বলি করে ঢাকি কাণ ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্বান ॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আশ্চর্য দেখিল ।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিল ॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিছু ।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিছু ॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায় ।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায় ॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম সূত ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥
বাক্যাভীত গুণ তব বাক্যে কত কব ।
শক্তিসংযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব ॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যা তত্ত্ব শিবতত্ত্ব ।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
শরীর করিছু ক্ষয় তোমাতে ভাবিয়া ।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥

বাসবারণসী হবে ভাবিলাম বসি ।
 বাক্যদোষে হইল গর্দভবারণসী ॥
 অলজ্ঞা দেবীর বাক্য অন্যথা না হয় ।
 ভবিতব্যং ভবতোব গুণাকর কয় ॥

— — —

বাসের প্রতি দৈববাণী ।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর ।

শমনেরে কেন ডর ॥

দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ গঙ্গাধরে ধ্যানের ধর ।
 শঙ্কর শঙ্কর ॥ এ তিন অক্ষর মালা করি গলে পর ॥
 এ তব সাগরে না ভজিয়া হরে কেন মিছা ডুবি মর ॥
 ভারতের মত শুন রে ভকত তব ভজি তব তর ॥

বিরস বদন দেখি ব্যাসতপোধনে ।

কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে ॥

শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ ।

এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ ॥

জ্ঞানঅহঙ্কারে বারণসী মাঝে গিয়া ॥

শিব টেতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া ॥

ভুজস্তুম্ব কঠরোধ হয়েছিল বটে ।

শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥

তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে ।

সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥

এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ ।

না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিল শাপ ॥

অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে ।
 আমি গিয়া অন্ন দিছু তেঁই সে বাঁচিলে ॥
 মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর ।
 নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥
 আমি দিছু বর চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
 এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া ।
 সে দিন রুদ্ধের ক্রোধে দিছু বাঁচাইয়া ॥
 তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ ।
 কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্কোষ ॥
 আমার দ্বিতীয় কিসা দ্বিতীয় শূলির ।
 যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥
 ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল ।
 জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥
 হরি হর বিধি তিন আমার শরীর ।
 অভেদে যে জন ভজে সেই তত্ত্ব ধীর ॥
 তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার ।
 নিগম আগম আদি কেবা জানে পার ॥
 অযোগ্য হইয়া কেন বাড়িও উৎপাত ।
 খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥
 করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ ।
 অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥
 আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে ।
 মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥

এখানে যে মরিবে সে গর্দভ হইবে ।
 এ হৈল গর্দভকাশী অন্যথা নহিবে ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন ।
 উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥
 কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া ।
 বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া ॥
 জয়াবিজয়ারে কন সহাসবদনে ।
 নর লোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥
 কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী ।
 কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥
 বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর ।
 দিবেক পুষ্পের তার তাহার উপর ॥
 রমণীসন্তোগ তার কাননে হইবে ।
 সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥
 মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে ।
 ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার ।
 কুবেরের স্মৃতে শাপ দিবা পুনর্বার ॥
 ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে ।
 হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে ॥
 দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার ।
 তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার ॥
 তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
 সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায় ॥

তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড় ।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড় ॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর ॥

— — —

বসুন্ধরে অনন্দার শাপ ।

কুবেরের অন্তরে নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া ।
দুই জনে স্ফটমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া ॥
চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে অনন্দার পূজা দিতে
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি ।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি ॥
কুবেরের আজ্ঞা পায় বসুন্ধর বেগে ধায়
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত ।
নানাজাতি তুলে ফুল যাহে মত্ত অলিকুল
যার গন্ধে মদন মোহিত ॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল ।
ফুল গুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিয়া টান
ফুল বাণে আমারে বিঞ্চিল ॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোরে আর বিলম্ব না সহে ।

কোকিল ছুস্কার কাল ভ্রমর ঝঙ্কার শাল

মলয় পবনে তনু দহে ॥

বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি ফুল দিয়া

অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের ।

পূজা সাক্ষে তোমা সাক্ষে বিহার করিব রঞ্জে

এ সময় নাহি দিও ফের ॥

অষ্টমীরে পর্ক কয় ইথে রতি যুক্ত নয়

অন্নদার ব্রততিথি তায় ।

আমার বচন ধর আজি রতি পরিহর

পূজা কর অন্নদার পায় ॥

বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কতু

এ কথা শিখিলা কার কাছে ।

সাপে যারে কামড়ায় রোখা গিয়া ঝাড়ে তায়

তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে ॥

কাম কাল বিষধর বিষে আমি জর জর

তুমি সে ঔষধ জান তার ।

অষ্টমীরে পর্ক কয়ে অন্নদার নাম লয়ে

আরন্তিলা কত ফের ফার ॥

অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে

যে সুখ পাইবে রতি সুখে ।

দেবাসুরে সুখা লাগি সিন্ধু মখি দুঃখভাগি

সে সুখা সঘনে পেও মুখে ॥

এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল

বুখা হবে জলে ভাসাইলে ।

দেখ দেখি মহাশয় সম্মুখে কি সুখ হয়
 তোমায় আমায় গলে দিলে ॥
 মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
 মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে ।
 বিপরীত রতি রঞ্জে পড়িলে তোমার অঙ্গে
 ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥
 এইরূপে বসুন্ধরে বিক্রিয়া কটাক্ষ শরে
 বসুন্ধরা মোহিত করিল ।
 কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
 বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥
 সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
 রতি রসে দুজনে রহিল ।
 এখায় যক্ষের পতি অনন্দাপূজায় মতি
 একমনে ধ্যান আরম্ভিল ॥
 সংহতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
 অনন্দা করিলা অধিষ্ঠান ।
 দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ কুবের যক্ষের রাজ
 সভয় হইল কম্পমান ॥
 অনন্দা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
 দয়ায় অভয়দান দিল ।
 বসুন্ধরা বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
 ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
 ডাকিনীযোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
 বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে ।

সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে

আনি দিল অন্নদাগোচরে ॥

অন্নপূর্ণা ক্রোধ মনে শাপ দিলা দুই জনে

যেমন করিলি ছুরাচার ।

মরত ভুবনে যাও মনুষ্য শরীর পাও

ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয় ।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া

শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা ॥

অজ্ঞানে করিছ দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ

তুমি দেবী জগতজননী ।

ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন

কোন সুখে যাইব ধরণী ॥

অপরাধ অল্প মোর শাপ দিলা অতি ঘোর

নর লোকে কেমনে যাইব ।

গর্ভবাস মহাছুখে উর্দ্ধপদে হেটমুখে

মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥

ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ না পাব জ্ঞানের লেশ

পরদুঃখে হইব দুঃখিত ।

মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার

নিগম আগমে সুবিদিত ॥

গর্ভবাস পাছে হয় ব্রহ্মাদিরো এই ভয়
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে ।

তব ঘোর পারাবারে তোমা বিনা কেবা পারে
যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥

অপরাধ হইয়াছে আর কত শাস্তি আছে
কুস্তীপাক রোরব প্রভৃতি ।

তাহে যেতে মন লয় মরতে যাইতে ভয়
বড় দুষ্ক নরের প্রকৃতি ॥

ক্রন্দনেতে দুহাঁকার দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা ।

চল সুখে মর্ত্যলোক না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা ॥

হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত ভুবনে গিয়া কর ।

লোকে ব্রত পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥

শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয় ।

তব অনুগ্রহ যথা কৈলাস কৌশল তথা
চতুর্দর্শ সেই খানে হয় ॥

যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া ।

পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
গোবিন্দেরে ছুয়ারি পাইয়া ॥

এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল ।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা দুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম ।
বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে ।
সমাধিতে দিয়া মন তনু তাজে তাপে ॥
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে ।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥
কর্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার ।
কর্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥
সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গোড় যাহে ধর্মের বিধান ।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
বাস্কলায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান ।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্বেতে গাঙ্গিনী ।
সেই গ্রামে উত্তরিলে অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহেন দেবী হাসিয়া হাসিয়া ।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর ।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায় ।
 তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥
 লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন ।
 ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
 অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম সার ।
 গৈয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
 আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি ।
 পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥
 তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া ।
 হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া ॥
 অভিমানে সেই রামা করেহ না চায় ।
 মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায় ॥
 নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে ।
 হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে ॥
 শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন ।
 কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন ॥
 পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী ।
 পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥
 ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে ।
 যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাহারে ॥
 মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড় ।
 কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড় ॥
 বাহত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে ।
 বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥

এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে ।
 সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥
 যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে ।
 অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য আছে ॥
 বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা ।
 কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥
 আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে ।
 সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥
 ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর ।
 কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর ॥
 অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায় ।
 হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥
 মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে ।
 বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে ॥
 কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে ।
 ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥
 এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্বান ।
 দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥
 ক্ষণেকে সম্মিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে ।
 হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে ॥
 পেয়েছিছু মানিক আঁচলে না বান্ধিছু ।
 নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইছু ॥
 কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিল ।
 অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা ॥

হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয় ।
 দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয় ॥
 স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল ।
 পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ভিনী হইল ॥
 শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস ।
 এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
 গর্ভ বেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা ।
 দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥
 পুত্র দেখি সুখ রাখিবার নাহি ঠাঁই ।
 ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
 আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি ।
 দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥
 আত্মা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরনীঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ।

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
 বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
 পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল ॥
 ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
 যুবা হৈল নানা দুঃখ পায় ।
 বনে মাঠে বেড়াইয়া কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া
 বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে ॥

এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
 কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথনরঙ্গে
 হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে ॥
 মনে হৈল পূর্বকথা আপনি আসিয়া তথা
 মায়া করি হইলেন বুড়ী ।
 কাঠ খড় জড়াইয়া সব ঘুটে কুড়াইয়া
 রাখিলেন তারি এক বুড়ী ॥
 হরিহোড় যেথা যান কাঠ ঘুটে নাহি পান
 আট দিক আঁকার দেখিলা ।
 বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
 বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা ॥
 দেখেন বুড়ীর কাছে ঝড়িতরা ঘুটে আছে
 বোঝাবাক্ষা কাঠ আছে তায় ।
 হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
 আজি বড় দেখি অনুপায় ॥
 কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুটে লয়ে ভরে বুড়ী
 সর্বনাশ করিল আমার ।
 কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
 এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥
 বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
 ঘুটে বেচা আমার সম্বল ।
 কিছু ঘুটে না পাইলু মিছা বেলা মজাইলু
 এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥

দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
 ছল করি লাগিলা কহিতে ।
 কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
 অরে বাছা না পারি বহিতে ॥
 মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
 ঘুটে গুলি যদি দেহ বয়ে ।
 অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
 দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥
 হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধলাভ মনে গুণি
 মাথায় লইলা ঘুটেবুড়ী ।
 বাতে কুঁজে বৈকে বৈকে লড়ী ধরে থেকে থেকে
 আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥
 নিকটে হরির ঘর নহে অতিদূরতর
 সাঁঝ কৈলা সেই খানে যেতে ।
 তাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
 কহেন চলিতে নারি রেতে ॥
 কহিলা মধুরস্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
 হরি বলে এ হবে কেমনে ।
 ভাঙ্গা কুড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
 ঠাই নাহি হয় চারি জনে ॥
 অতিথি আপনি হবে উপোষি কেমনে রবে
 অম্নের সংযোগ মোর নাই ।
 হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
 এই বেলা দেখ আর ঠাই ॥

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
 বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে ।
 গেল চারিপার দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
 যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥
 হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
 অরে বাছা না তাবিহ দুখ ।
 ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে
 ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ।

ভবানী বাণী বল এক বার । ভবানী ভবের সার ॥
 ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী ভবনদী করে পার ॥
 ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া ভব তরে ভবভার ॥
 ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে ভবনে ভবানী তার ॥
 ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ ভবানী ভরসা যার ॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি ।
 না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী ॥
 গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে ।
 সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে ॥
 প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয় ।
 ইহ লোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয় ॥
 অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায় ।
 অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায় ॥

শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী ।
 অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি ॥
 বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া ॥
 হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে ।
 কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে ॥
 শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল ।
 অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল ॥
 হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি ।
 দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি ॥
 হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি ।
 পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরনি ॥
 বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও ।
 শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও ॥
 হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত ।
 পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া ।
 দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি ।
 পরিচয় দিব আগে হুঃখ দূর করি ॥
 আহা মরি ঘুটে বেচি তোমার নির্ঝাহ ।
 এই ঘুটে একখানি বেচিবারে যাহ ॥
 এত বলি এক খানি ঘুটে হাতে লয়ে ।
 দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে ॥

ঘুটে হৈল হেমঘুটে দেবীর পরশে ।
 লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে ॥
 ঘুটে দেখি হেমঘুটে হরিহোড়ে ভয় ।
 এ কি দেখি অপরূপ ঘুটে সোণা হয় ॥
 কেমন দেবতা মেন বুড়ী ঠাকুরাণী ।
 জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি ॥
 তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে ।
 ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে ॥
 হেম ঘুটে হাতে হরি কাঁপে থর থর ।
 অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর ॥
 এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিল দেবী ঈষদ হাসিয়া ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণি ঈশ্বর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

— — — — —
 হরিহোড়ে বরদান ।

ভয় কি রে অরে বাছা হরি ।
 আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী ॥
 অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয় ।
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয় ॥
 দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর ॥
 চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।
 করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায় ॥

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে ।
 মাটিমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে ॥
 দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ ।
 প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ ॥
 অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে ।
 কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥
 বিধি বিষ্ণু বিরিক্ষি বাসব আদি দেবে ।
 দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয় ।
 তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥
 শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান ।
 সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥
 নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয় ।
 ভেলকীতে কত ভাত ঘুটে সোণা হয় ॥
 হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া ।
 বসিলেন অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধরিয়া ॥
 মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে ।
 দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে ॥
 কোটিশশী জিনি মুখ অর্দ্ধশশী ভালে ।
 শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে ॥
 পঞ্চমুখ সন্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে ।
 ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥
 মূর্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া ।
 প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া ॥

হরিহোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা ।
 এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাই দিবা ॥
 হাসিয়া কহিলা দেবী সেত হবে শেষে ।
 কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে ॥
 হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান ।
 চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান ॥
 অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে ।
 নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে ॥
 তবে লব ধন আগে দেহ এই বর ।
 বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥
 কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা ।
 ভোজন করিতে পুনর্বার আজ্ঞা দিলা ॥
 দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর ।
 মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর ॥
 পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায় ।
 দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায় ॥
 মুখ পদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে ।
 মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরিহোড়ে ॥
 চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস ।
 ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ ॥
 বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায় ।
 কুটার হইল কোঠা দেবীর কৃপায় ॥
 এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর ।
 অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর ॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বসুন্ধরার জন্ম ।

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর ।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসৌসর ॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল ।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর ।
বাহত্বরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা ।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥
পিতা মাতা স্মৃত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া ।
রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া ॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন ।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন ॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে ।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম ।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
ইহায়ে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায় ।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥

হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে ।
 কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোক কূপে ॥
 আমার স্বামিরে লয়ে মানুষ করিয়া ।
 আনন্দে রাখিল। তারে তিন নারী দিয়া ॥
 স্বামিহীন। আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥
 আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
 সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ॥
 বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায় ।
 সতিনী লইলে স্বামী মহা নাহি যায় ॥
 শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী ।
 ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥
 পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে ।
 অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে ॥
 ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি ।
 তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি ॥
 ব্রহ্মরূপ। তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য ।
 • হোক মেনে জান। গেল বিবেচনাশূন্য ॥
 এইরূপে বসুন্ধরা গর্জিত ভৎসনে ।
 কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥
 জয়া বলে এই ভাল হইল উপায় ।
 ইহায়ে মানুষী করি বিভা দেহ তায় ॥
 ইহার কন্দলে তার অলঙ্কণ হবে ।
 তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে ॥

যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা ।

বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা ॥

আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত ।

তার বংশে ঝাড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত ॥

ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া ।

তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া ॥

শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ ।

এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ ॥

মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া ।

সোহাগা দিলেক নাম সোহাগ করিয়া ॥

ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে ।

বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥

শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি ।

লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ॥

বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া ।

আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া ॥

অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্বদা চান ছল ।

চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল ॥

ঝাড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে ।

নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে ॥

কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার ।

ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর ॥

সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে ।

যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে ॥

দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা ।

কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা ॥

ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল ।

ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল ॥

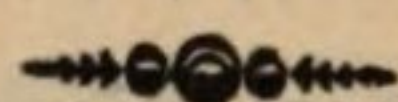
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে ।

কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।

হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি সোমবারের নিশা পালা ।



নলকুবরে শাপ ।

কুবেরের স্মৃত রূপ গুণযুত বিখ্যাত নলকুবর ।

তাহার কামিনী চন্দ্রিণী পদ্মিনী ছুঁহে প্রেম অতিতর ॥

চৈত্র মধু মাস বসন্ত প্রকাশ তরু লতা সুশোভিত ।

কোকিল ছুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে সৌরভে বিশ্ব মোহিত ॥

কুঞ্জবনে গিয়া রমণী লইয়া বিহরে নলকুবর ।

রমণী সঙ্ক্ষেতে বিহরে রঙ্ক্ষেতে আর যত সহচর ॥

শুক্ল অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে পূজা লইবার মনে ।

অন্নদা জননী চলিলা আপনি লয়ে সহচরীগণে ॥

যাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে নলকুবরের খেলা ।

দেখি বনশোভা মন হৈল লোভা কোতুক দেখিতে গেলা

নৃত্যবাদ্য গীত গন্ধে আমোদিত নানা ভোজ্য আয়োজন

নির্মল চন্দ্রিকা প্রফুল্ল মল্লিকা শীতল মন্দ পবন ॥

কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া কে বুঝি পূজে আমারে
 এ কৈল যেমন না দেখি এমন এই সে ধন্য সংসারে ॥
 হাসি জয়া কহে ও মা এ সে নহে এ ত কুবেরের বেটা ।
 পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে উহারে আঁটয়ে কেটা
 ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী ও করে কামবিহার ।
 পূজিছে তোমাংরে বল কি বিচারে কি কব আমি ইহার ॥
 ধনমত্ত যেই সে কি সেবা দেই আপনি না জান কিবা ।
 নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া এখনি মন্ম পাইবা ॥
 পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে না যাও নারীর বেশে ।
 মত্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥
 শুশ্রুনিশুশ্রারে বধ করিবারে মোহিনী হইয়া ছিলে ।
 গৃহিণী করিতে আইল লইতে মো সবারে লাজ দিলে ॥
 জয়ার বচনে হাসি মনে মনে আপনি দেবী চলিলে ।
 ব্রাহ্মণের বেশে কোতুক অশেষ নিকটেতে উত্তরিলে ॥
 কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে স্রুজন কেমন বুদ্ধি তোমার ।
 পণ্ডিত হইয়া পর্ক না মানিয়া করিছ রতিবিহার ॥
 এই যে অষ্টমী পূণ্যদা এ তমী অন্নদার ব্রততিথি ।
 ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা তাঁহারে কর অতিথি ॥
 এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল অন্নদাপূজার যোগ্য ।
 না পূজি তাঁহারে যুবতীবিহারে কেন কর প্রেতভোগ্য ॥
 এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে ।
 মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া জড়িমযুক্ত বচনে ॥
 অতিমত্ত মদে না গণে আপদে কহে কুবেরের বেটা ।
 এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে কার পূজা করে কেটা ॥

এ সুখযামিনী এ নব কামিনী এ আমি নবযুবক ।
 এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া ধ্যানের বন যেন বক ॥
 জানি অন্নদারে সে জানে আমারে কি হবে পূজিলে তারে
 অন্নদা যেমন কতেক তেমন আছে মোর ভাণ্ডারে ॥
 শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী আমি মন্মথ জানি তার ।
 বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে দিনে আসে তিন বার ॥
 কি বলে বামণ অরে চরণে বধ রে ইহার প্রাণ ।
 এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্বান ॥
 হৃদয়ার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া বিজয়ারে দিলা পান ।
 ডাকিনীযোগিনী শাখিনী পেতিনী যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥
 ভাস্কি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে নলকুবরেরে ধরে ।
 রমণী সঙ্ক্ষেতে বাঙ্কিয়া রঙ্ক্ষেতে দিল অন্নদা গোচরে ॥
 অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া শাপ দিলা তিন জনে ।
 মর্ত্যলোকে যাও নর দেহ পাও রায় গুণাকর ভণে ॥

— — —

নলকুবরের প্রাণত্যাগ ।

কান্দে নলকুবর দুঃখিত । চন্দ্রিনী পদ্মিনী সংমিলিত ॥
 না জানিয়া করিয়াছি দোষ । দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥
 কেন দিলা নিদারুণ শাপ । ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ ॥
 শাস্তি দিবা যদি মনে আছে । সুপে দেহ শমনের কাছে ॥
 কুন্তীপাক রোরবে রহিব । তথাপি ভূতলে না যাইব ॥
 ভূমে কলি বড় বলবান্ । নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান ॥
 পাতকিলোকের মাঝে গিয়া । পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥
 ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া । মন্মথ বুঝি কহিছে বিজয়া ॥

ভয় নাহি ও নলকুবর । চল তুমি অবনী ভিতর ॥
 অন্নদার হবে ব্রতদাস । ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥
 পুনরপি এখানে আসিবে । কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে ॥
 অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঞ্জে । আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥
 কান্দি কহে কুবেরের বেটা । এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা
 অধম নরের ঘরে যাব । কোন গুণে অন্নদারে পাব ॥
 ব্যস্ত হব উদর ভরণে । কি জানিব ভজন পূজনে ॥
 সন্তান কেমন মেনে হবে । তাহে কি দেবীর দয়া রবে ॥
 অন্নপূর্ণা কহেন আপনি । ভয় নাহি চল রে অবনী ॥
 জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে । মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে ॥
 আপনি তোমার ঘরে যাব । বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥
 তোমার সন্তানে রাজা হবে । তাহাতে আমার দয়া রবে ॥
 এত শুনি কুবেরনন্দন । জায়া সহ ত্যজিল জীবন ॥
 অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে । অবনী চলিল হৃষ্টা হয়ে ॥
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় । রচিল ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ।

অভয়া দয়া কর আমারে গো ।

বিপাকে ডাকি তোমারে গো ॥

দানবদমনী শমনশমনী ভবানী ভবসংসারে গো ॥
 সঙ্কটতারিণী লজ্জানিবারিণী তোমা বিনা কব কারে গো ॥
 জঠরযন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা কত সব বারে বারে গো ॥
 দয়াদৃষ্টি চাহ ত্বরায় তরাহ ভারতেরে ভবভারে গো ॥

॥ এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
 উত্তরিল। ধরাতলে মহাহুঁচ। হয়ে ॥
 ধন্য ধন্য পরগনা বাণ্ডয়ান নাম ।
 ॥ গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥
 তাহার পশ্চিমপারে বড়গাছি গ্রাম ।
 ॥ যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম ॥
 ॥ রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে ।
 ॥ এই হেতু উত্তরিল। আন্দুলিয়া গ্রামে ॥
 তাহে রাগ সম্ভার নাম এক জন ।
 ॥ শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
 ॥ সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী ।
 ॥ ঋতুমান সে দিন করিয়াছিল। তিনি ॥
 ॥ রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা ।
 ॥ নলকুবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা ॥
 ॥ শুভক্ষণে নলকুবরের গর্ভবাস ।
 এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বচ্ছন্দে ।
 ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে ॥
 লালন পালন পাঠ ক্রমে সাজ পায় ।
 বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায় ॥
 ॥ চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে ।
 ॥ জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
 ॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার ।
 ১৮৩ ৥ বিবাহ করিল। ভবানন্দ মজুন্দার ॥

চন্দ্রমুখী প্রসবিল তিন পুত্র ক্রমে ।
 গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ॥
 পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত ।
 সুরাভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত ॥
 নানারসে মজুন্দার দুঁহে অভিলাষী ।
 সাধী সাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী ॥
 ইতঃপর অন্তর্পূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি ।
 আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী ॥
 গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা ।
 দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
 এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে ।
 তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
 মনে আছে তার পূর্ব দিবস হইতে ।
 জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
 অন্তর্পূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে ।
 ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
 এই ছলে অন্তর্পূর্ণা বাঁপি লয়ে করে ।
 চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥
 স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে ।
 বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল ।
 অনন্দা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥
 চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায় ।
 দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥

সোহাগি মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে ।
 স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে ॥
 অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত ।
 রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত ॥

— — —
 অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা ।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো ।

ভীম ভজে নাম ভীমা গো ॥

আগমে নিগমে পুরাণ নিয়মে শিব দিতে নারে সীমা গো
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধাম নাম শিবের সেই সে অনিমা গো
 নিলে তারা নাম তরে পরিণাম নাশে কলির কালিমা গো
 ভারত কাতর কহে নিরন্তর কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে ।

পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনীরে ॥

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী ।

ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী ।

একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।

ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার ॥

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।

জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী ॥

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত ।
 পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
 পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
 অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
 অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
 কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
 কুখ্যায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ ।
 কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
 গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি ।
 জীবনস্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি ॥
 ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে ।
 না মরে পাষণ্ড বাপ দিলা হেন বরে ॥
 অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ।
 যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
 পাটুনী বলিছে আমি বুঝি নু সকল ।
 যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
 শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল ।
 দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
 যার নামে পার করে ভব পারাবার ।
 ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার ॥
 বসিলা নায়ের বাড়ে নাগাইয়া পদ ।
 কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
 পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে ।
 পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥

ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল ।
 আলতা ধুইবে পদ কোথা খুব বল ॥
 পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন ।
 সৈঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
 পাটুনের বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে ।
 রাখিলা দুখানি পদ সৈঁউতী উপরে ॥
 বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোয়ায় ।
 হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুঠায় ॥
 সে পদ রাখিলা দেবী সৈঁউতী উপরে ।
 তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
 সৈঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে ।
 সৈঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥
 সোণার সৈঁউতী দেখি পাটুনের ভয় ।
 এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
 তীরে উত্তরিল তারি তারা উত্তরিল ।
 পূৰ্ব্বমুখে স্মুখে গজগমনে চলিল ॥
 সৈঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী ।
 পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥
 সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল ।
 দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিছে ছল ॥
 হের দেখ সৈঁউতীতে থুয়ে ছিল পদ ।
 কাঠের সৈঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ ॥
 ইহাতে বুঝিছে তুমি দেবতা নিশ্চয় ।
 দয়ার দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥

তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর ।
 তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
 যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয় ।
 সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
 ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
 কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে ।
 চৈত্র মাসে মোর পূজা শুরু অষ্টমীতে ॥
 কত দিন ছিছু হরিহোড়ের নিবাসে ।
 ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥
 ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব ।
 বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
 প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে ঘোড় হাতে ।
 আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে ॥
 তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান ।
 দুখে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥
 বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ।
 পুনর্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥
 সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল ।
 ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল ॥
 তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয় ।
 সোণার সঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ॥
 আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি ।
 দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ॥

গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান ।
 কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥
 পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিল ।
 হইল আকাশবাণী অন্নদা আইল ॥
 এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কতু না খুলিবে ।
 তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে ॥
 আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার ।
 দণ্ডবত হৈল ভবানন্দ মজুন্দার ॥
 অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব আর ।
 নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥
 করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর ।
 সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥
 ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর ।
 প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।

বিদ্যাসুন্দরের সূচীপত্র ।

.....	
রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন	 ১
বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ	 ৩
সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা	 ৪
সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ	 ৬
গড়বর্ণন	 ৮
পুরবর্ণন	 ১০
সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ	 ১৩
সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ	 ১৫
সুন্দরের মালিনীবাটীপ্রবেশ	 ১৮
মালিনীর বেসাতির হিসাব	 ২১
মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন	 ২৩
বিদ্যার রূপ বর্ণন	 ২৪
মাল্যরচনা	 ২৮
পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা	 ২৮
মালিনীকে তিরস্কার	 ৩০
মালিনীকে বিনয়	 ৩১
বিদ্যা সুন্দরের দর্শন	 ৩৩
সুন্দর সমাগমের পরামর্শ	 ৩৭
সন্ধি খনন	 ৪০
বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি	 ৪২
সুন্দরের পরিচয়	 ৪৩

	পৃষ্ঠা
বিদ্যাসুন্দরের বিচার	৪৬
বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকরস্তু	৪৯
বিহারারস্তু	৫২
বিহার	৫৪
সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা	৫৫
বিপরীত বিহারারস্তু	৬০
বিপরীত বিহার	৬৩
সুন্দরের সম্মাসিবেশে রাজদর্শন	৬৪
বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য	৬৯
দিবা বিহার ও মানভঙ্গ	৭৩
সারী শুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ	৭৬
বিদ্যার গর্ভ	৮০
গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার	৮২
বিদ্যার অনুনয়	৮৪
রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ	৮৫
কোটালে শাসন	৮৭
কোটালের চোর অনুসন্ধান	৮৯
কোটালগণের স্ত্রীবেশ	৯২
চোর ধরা	৯৫
কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ	৯৭
সুড়ঙ্গ দর্শন	৯৯
মালিনী নিগ্রহ	১০০
বিদ্যার আক্ষেপ	১০২

			পৃষ্ঠা
নারীগণের পতি নিন্দা			১০৪
রাজসভায় চোর আনয়ন			১১২
চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা			১১৫
রাজার নিকটে চোরের পরিচয়			১১৭
রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ			১১৯
শুক মুখে চোরের পরিচয়			১২২
মশানে সুন্দরের কালীস্থতি			১২৪
দেবীর সুন্দরে অভয় দান			১২৯
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি			১৩১
ভাটের উত্তর			১৩২
সুন্দরপ্রসাদন			১৩৩
সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা			১৩৬
বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ			১৩৮
বার মাস বর্ণন			১৪০
বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা			১৪৩



७५

४०६			। जगती टीका महाभारत
४०७			महाभारत टीका महाभारत
४०८			। महाभारत टीका महाभारत
४०९			महाभारत टीका महाभारत
४१०			टीका टीका महाभारत टीका टीका
४११			महाभारत टीका महाभारत
४१२			टीका टीका महाभारत टीका टीका
४१३			महाभारत टीका महाभारत
४१४			टीका टीका महाभारत टीका टीका
४१५			महाभारत टीका महाभारत
४१६			टीका टीका महाभारत टीका टीका
४१७			महाभारत टीका महाभारत
४१८			टीका टीका महाभारत टीका टीका
४१९			महाभारत टीका महाभारत
४२०			टीका टीका महाभारत टीका टीका

অন্নদামঙ্গল ।



রাজা মানসিংহের বাজালায় আগমন ।

যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম

মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ ।

নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়

ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর

বায়াস হাজার যার ঢালী ।

ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ মাতি

যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥

তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়

রাজা তারে সবংশে কাটিল ।

তার বেটা কচরায় রানী বাঁচাইল তায়

জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥

ক্রোধ হৈল পাতসায় বাঙ্কিয়া আনিতে ভায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা ।

বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে সঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্কিলা আইলা ॥

কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান ।

নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান ॥

দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার ।

দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার ॥

মানসিংহ বাঙ্কালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে ।

দিন কত থাকি তথা বিদ্যাশুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে ॥

গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল ।

বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥

বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ ।

— — —

শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি ।

বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার ।

রাজপুত্রগণ ভায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥

শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চীনাংমে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায় ।

সুন্দর তাহার সূত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥

বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার ।

সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার ॥

সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ ।

ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥

বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল ।

সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও

শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল ॥

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি

দ্বিজরাজ কেশরী রাড়িয় ।

তঁার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর

অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

— — —

সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা ।

প্রাণ কেমন রে করে । না দেখি তাহারে ।

যে করে আগার প্রাণ কহিব কাহারে ॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।

উখলিল সুন্দরের সুখপারাবার ॥

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ ।

বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥

হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব ।

কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাবিদ্যামানে যাব ॥

কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট ।

খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥

প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে ।

থেয়াব তনুর তরি প্রবাসসাগরে ॥

যদি কালী কুল দেন কুলে আগমন ।

মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন ॥

একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন ।

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ।

যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু ।
 মহাবিদ্যা আরাধিল বিদ্যালাত হেতু ॥
 হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে ।
 চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাত হবে ॥
 আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ।
 সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥
 আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ ।
 আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ ॥
 বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা ।
 মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥
 গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক ধক ।
 মণিময় আভরণ করে চকমক ॥
 খড়্গ চর্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর ।
 পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর ॥
 রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায় ।
 জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায় ॥
 অতশীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক ।
 দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥
 অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল ।
 চলিল কুমার যেন কুমার অটল ॥
 তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামি যেন ।
 বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥
 এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর ।
 কত ঠাই কত দেখে কত কর তার ॥

বিদ্যানাম সৌসর দোসর নাহি সাতে ।
 কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে ॥
 কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ ।
 ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥
 জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান ।
 রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ ।
 দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান ।
 ধন্য গোড় যে দেশে এ দেশ ।
 রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর ।
 ভাল বটে জানিঅ বিশেষ ॥
 চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
 মুরুচা বুরুজ শিলাময় ।
 কামানের ছুড়ছড়ি বন্দুকের ছুড়ছড়ি
 সলখে বাণের গড় হয় ॥
 বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল
 শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি ।
 তীর গুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
 বাড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥
 ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
 রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ ।
 মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
 দূরে হৈতে শুনিতে তরাস ॥

সুন্দরের বর্ধমানপ্রবেশ ।

৭

নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা

বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা ।

দয়া সর্বমঙ্গলার লজ্জিতে শক্তি কার

সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥

যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা

কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও ।

কি জাতি কি নাম ধর কোন ব্যবসায় কর

না কহিলে যাইতে না পাও ॥

সুন্দর বলেন তাই আমি বিদ্যাব্যবসাই

দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম ।

এসেছি বিদ্যার আসে যাইব রাজার পাশে

সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥

দারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়

খুঙ্গী পুথি ধুতী ধরে তারা ।

ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে

চোর কিয়া হবা হরকরা ॥

নীচ যদি উচ্চ ভাষে অরুন্ধি উড়ায় হাসে

রায় বলে বটি বিদ্যাচোর ।

খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে

তুষ্ট হৈলু রুষ্ট বাক্যে তোরা ॥

বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়

বুঝিলু পড়ুয়া তুমি বট ।

ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী হেতের ধরা

ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥

ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার

খর ধার ছুঁতে কাটে মাছি ।

চাকরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি তাই

বিষকুমিসম হয়ে আছি ॥

সুন্দর কহেন তাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই

খুঙ্গী পুথি ধুতী পাখি লয়ে ।

তবে নাকি ছাড় দ্বারি দ্বারী কহে তবে পারি

জমাদার বখশীরে কয়ে ॥

শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোস দিলা তায়

ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার ।

দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার

প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়

মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে ।

ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার

কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

গড়বর্ণন ।

গুণসাগর নাগর রায় । নগর দেখিয়া যায় ॥

রূপের নাগর গুণের সাগর অগুরুচন্দন গায় ॥

বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া হেলয়ে মলয় বায় ॥

মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী কোকিল বিকল তায় ॥

ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন ইঙ্গিতে ভারতে ফিরিয়া চায় ॥

ষারীরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র ।
 পদব্রজে চলিল। পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র ॥
 বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক ।
 ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥
 প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস ।
 ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
 দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী ।
 সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥
 দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান ।
 সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥
 তুরকী আরবী পড়ে ফারশী গিশালে ।
 ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥
 তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল ।
 অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥
 চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত ।
 রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
 পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহত ।
 ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥
 ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা ।
 আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥
 সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন ।
 লক্ষ কোটি পদ্ম শস্ত্রে সজ্জা করে ধন ॥
 পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে ।
 অবধান হোক বলি নমস্কার করে ॥

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া ।
 প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া ॥
 সমুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর ।
 নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥
 চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা ।
 ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা ॥
 ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার ।
 বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥
 বসিয়াছে কোতোয়াল ধুমকেতু নাম ।
 যমালয়সমান লেগেছে ধুমধাম ॥
 ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি ।
 চন্দ্র উড়ে চন্দ্রপাছুকার ঢটঢটি ॥
 কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায় ।
 কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায় ॥
 কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া ।
 দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥
 ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি ।
 ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি ॥

— — —

পুরবর্ণন ।

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে ।
 অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে ।
 নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
 পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে ।

নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
 মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে ॥
 নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
 আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে ॥
 তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
 ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥
 চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা ।
 দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
 চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার ।
 আট হাট ঘোল গলি বত্রিশ বাজার ॥
 থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে ।
 শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
 ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী ।
 হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী ॥
 উট গাদা খচর গণিতে কেবা পারে ।
 পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে ॥
 ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন ।
 ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন ॥
 ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব ।
 শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
 বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিতেদ ।
 চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ ॥
 কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি ।
 বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি ॥

গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার ।
 নাপিত বাকুই কুরী কামার কুমার ॥
 আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক ।
 যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক ॥
 সেকরা ছুতার হুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী ।
 চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী গুঁড়ী ॥
 কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র ।
 কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজীকর ॥
 বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক ।
 ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥
 দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর ।
 সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥
 সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি ।
 অবধূত জটাত্মধারী সারি সারি ॥
 চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন ।
 গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন ॥
 টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায় ।
 নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥
 শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ ।
 ফুটে পদ্ম কুমুদ কল্লার কোকনদ ॥
 ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 সারস সারসী রাজহংস আদি গণ ॥
 পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে ।
 ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিনী ছয় রাগে ॥

ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী ।
 কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম খানি ॥
 দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস ।
 স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
 জলেতে নিবায় জ্বালা সর্বলোকে কয় ।
 এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয় ॥
 শূলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা ।
 স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা ॥
 সঙ্গতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে ।
 আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
 করে লয়ে এক পদ্য লইলেন শ্রাণ ।
 এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
 আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে ।
 দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥
 হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী ।
 স্নান করিবারে আইল সঙ্গ সহচরী ॥
 সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া ।
 ভারত কহিছে সাড়ী পর লো কসিয়া ॥

— — —

সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ ।

এ কি মনোহর পরম সুন্দর নাগর বকুলমূলে ।
 মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে রতি রতিপতি ভুলে ॥

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর

স্মরে জরজর যত রমণী ।

খ

কবরী ভূষণ কাঁচলী কষণ
 কটির বসন খসে অমনি ॥
 চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
 এ বলে উহারে দেখ লো সই ।
 মদনজ্বালায় মরম গলায়
 বকুল তলায় বসিয়া অই ॥
 আহা মরে যাই লইয়া বালাই
 কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে ।
 যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
 যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥
 কহে এক জন লয় মোর মন
 এ নব রতন ভুবন মাজে ।
 বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
 হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥
 আর জন কয় এই মহাশয়
 চাঁপাফুলময় খোপায় রাখি ।
 হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
 স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥
 ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
 না দিল আমায় দিবেক কারে ।
 এই চিতগামী হবে যার স্বামী
 দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥
 ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
 মিছার সংসার ভাতার জরা ।

সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী

ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি

সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে ।

এ মুখ চুষন করয়ে যখন

না জানি তখন কি করে শেষে ॥

রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে

কুচঘট যবে শোভিত হবে ।

কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া

গুমাণে মরিয়া গুমান রবে ॥

হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে

সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে ।

সুজনে মিলিত সুজনে রচিত

এই সে উচিত ভারত কহে ॥

— — —

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ ।

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে ।

হেন মনে সাদ করি তুলে পরি গলে ॥

মোহন চিকনকাল। নানা ফুলে বনমালা

কিবা মনোহরভর বরগুণ্ডাফলে ॥

বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে

তড়িত লুঠায় পায় ধড়ার আঁচলে ॥

কস্তুরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি

অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে ॥

ভারত দেখিয়া যারে ঐরজ ধরিতে নারে
 রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥
 এইরূপে রামাগণ কহে পরম্পর ।
 স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
 আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া ।
 পিঞ্জরের পাখিমত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
 বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে ।
 শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে ॥
 সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী ।
 হেনকালে তথা এক আইল মালিনী ॥
 কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ।
 দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
 গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে ।
 কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে ॥
 চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী ।
 ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
 আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে ।
 এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
 ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি ।
 চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥
 বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায় ।
 পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥
 মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া ।
 তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥

হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি ।
 কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি ॥
 কামের শরীর নাহি রতিছাড়া নহে ।
 তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে ॥
 এদেশী না হবে দেখি বিদেশির প্রায় ।
 কেমনে বাঙ্কিয়া মন ছাড়ি দিল মায় ॥
 খুন্সি পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ে হবে ।
 বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥
 কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা ।
 কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা ॥
 সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই ।
 এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥
 ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাত আশা ।
 ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা ॥
 মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী ।
 বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
 নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে জোগাই ।
 ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই ॥
 কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয় ।
 আমি দিব বাসা আইস আমার আলয় ॥
 রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ ।
 ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ ॥
 শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার ।
 বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥

কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীতি ।
 দুর্ভিক্ষ ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥
 মাসি বলি সম্বোধন আমি করি আগে ॥
 নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥
 রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী ॥
 আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥
 মালিনী বলিছে বটে সূজন চতুর ।
 তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥
 ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা ॥
 চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥

—
 সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ ।
 দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
 ॥ মালিনীর বাড়ী গেলা কবি ।
 চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
 ॥ পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি ॥
 নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
 ॥ কুহ কুহ কুহরে কোকিল ।
 মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
 ॥ বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥
 দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়
 ॥ রহিল দক্ষিণদ্বারি ঘরে ।
 মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
 ॥ অতিথি উচিত সেবা করে ॥

নানা উপহারে রায় রত্নন করিয়া খায়

নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী ।

শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়

উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি ॥

নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর

বাসে আসি বসিলা পূজায় ।

তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা

মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥

রাজা রানী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া

মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে ।

সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী

বল হাট বাজার কে করে ॥

মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু

আমি হাট বাজার করিব ।

কড়ী কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন

কৈও মোরে তখনি আনিব ॥

কড়ী ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই

কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে ।

কড়ীতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া

কুলবধু ভুলে কড়ী দিলে ॥

এ তোর মাসীকে বাপা কোন কৰ্ম নাহি ছাপা

আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে ।

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ

কাগের কামিনী আনি ছলে ॥

রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।

হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে ॥

শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।

টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ ॥

সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।

চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥

ভাঙ্গাইয়া আড় কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।

যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেগে হয় চোর ॥

রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।

কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া ॥

দর করে এক মূলে জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।

পণে বুড়ি নিরুপণ কাহনেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥

একুপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
 বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা ।
 সুন্দর ওলান বোজা তবু নহে মুখ সোজা
 যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥
 দিয়াছে যে কড়ী যার দিগুণ শুনায় তার
 সুন্দর রাখিতে নারে হাসি ।
 ভারত হাসিয়া বয় এই সে উচিত হয়
 বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ॥

— — —

মালিনীর বেসাতির হিসাব ।
 নাগর হে গিয়াছিল নাগরীর হাটে ।
 তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥
 লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
 এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে ॥
 পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
 রসের পসরা গীত নাটে ॥
 তোমার কথায় টাকা লয়ে গেলে জানি পাকা
 তামা বলি ফিরে দিল সাটে ॥
 মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যার
 ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥
 বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি ।
 মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥
 পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা ।
 য টি টাকা দিয়াছিল সব গুলি খোঁটা ॥

যে লাজ পেয়েছি হাতে কৈতে লাজ পায় ।
 এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
 তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।
 ভাঙ্গাইলু দুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
 সেরের কাহন দরে কিনিলু সন্দেশ ।
 আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥
 আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি ।
 অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
 দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল ।
 সুলভ দেখিলু হাতে নাহি যায় ফল ॥
 কত কষ্টে ঘৃত পালু সারাহাট ফিরা ।
 যে টি কয় সে টি লয় নাহি লয় ফিরা ॥
 দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান ।
 আমি যেই তেঁই পালু অন্যে নাহি পান ॥
 অবাক হইলু হাতে দেখিয়া গুবাক ।
 নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক ॥
 দুঃখেতে আনিলু দুখ গিয়া নদীপারে ।
 আমি বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥
 আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি ।
 নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি ॥
 খুন হয়েছিলু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে ।
 শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে ॥
 লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী ।
 শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ী ॥

মালিনীর সহ স্নন্দরের কথোপকথন। ২৩

মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।

যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥

শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।

এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥

— — —

মালিনীর সহ স্নন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেসতি করি মালিনী আনিল।

রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল ॥

মাসী মাসী বলি ডাক দিল মালিনীরে।

ভোজনের পরে হীরা আ(ই)ল ধীরে ধীরে ॥

শুয়েছে স্নন্দর রায় হীরা টেবসে পাশে।

রাজার বাড়ীর কথা স্নন্দর জিজ্ঞাসে ॥

নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজদরবার।

কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার ॥

রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।

কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন ॥

হীরা বলে সে সকল কব রে বা ছনি।

পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি ॥

বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।

আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে ॥

রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।

ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না রবে ॥

শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।

গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর ॥

সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ।
 এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয় ॥
 শীহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয় ।
 অপরাধ মার্জনা করিবে মহাশয় ॥
 বাপধন বাছা রে বালাই যা(উ)ক দূর ।
 দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥
 কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে ।
 এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
 এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির ।
 রাজার সকল জানি অন্তর বাহির ॥
 অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী ।
 পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি ॥
 এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার ।
 তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয় ।
 দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয় ॥
 দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে ।
 যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥
 অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন ।

নবনাগরী নাগরগোহিনী ।

রূপ নিরূপম সোহিনী ॥

শারদ পার্শ্বণ শীধুধরানন পঙ্কজকানন মোদিনী ॥
 কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী ॥
 কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী ত্রীপরিবাদবিধায়িনী ॥
 ভারত মানস মানস সারস রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায় ।
 সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
 কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা ।
 পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা ॥
 কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে ।
 ভুরুর সমান কোথা তুরু ভঙ্গে তুলে ॥
 কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে ।
 কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ॥
 কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম ।
 কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম ॥
 কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার ।
 ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার ॥
 দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ।
 ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥
 পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়িছিল ।
 ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥
 কুচ হৈতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে ।
 শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥
 নাতিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে ।
 ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে ॥

১ কিত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান ।
 ২ হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ ॥
 ৩ কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায় ।
 ৪ দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥
 মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া ।
 অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
 করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু ।
 সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু ॥
 যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন ।
 সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥
 জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ ।
 অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥
 রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত ।
 কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত ॥
 বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে ।
 রতি সহ কত কোটি কাম বুঝে মরে ॥
 ভ্রমর বাঙ্কার শিখে কঙ্কণবাঙ্কারে ।
 পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥
 কিঞ্চিৎ কহিলু রূপ দেখেছি যেমন ।
 গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন ॥
 সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায় ।
 যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায় ॥
 দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত ।
 আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত ॥

ইথে বুঝি রূপসম নিরূপমা গুণে ।
 আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥
 সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ ।
 ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥
 বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম ॥
 রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে ।
 বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে ॥
 যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত ।
 রায় বলে কেন মাসী বাড়িও উৎপাত ॥
 দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড় ।
 কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গোড় ॥
 নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও ।
 এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥
 মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা ।
 বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥
 বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম ।
 বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥
 ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায় ।
 গাঁথিলু বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥
 বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘূমে ।
 ভারত পড়িল ভোরে মালা গাঁথা ধূমে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সব পাল হৈল সায় ॥
 ইতি মঙ্গলবারের দিবা পাল ।

মাল্যরচনা ।

কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা ।
 গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে কামমধুব্রতপালিকা ॥
 মালিনী আনিল ফুলের ভার আনন্দ নন্দন বনের সার
 বিবিধ বন্ধন জানে কুমার সহায় হইলা কালিকা ॥
 কুসুমআকর কিঙ্কর তায় মলয় পবন গুণ যোগায়
 ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায় ভুলিবে ভূপতিবালিকা ॥
 পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা বেল আমলকী পাতের মালা
 নবরবি ছবি জবা উজালা কমল কুমুদ মল্লিকা ॥
 বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি কুন্দ কৃষ্ণকৈলি দনারপাঁতি
 গুলাব সেউতী দেশী বিলাতি আচু কুরচীর জালিকা ॥
 ধূতুরা অতসী অপরাজিতা চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
 ভারত রচিল ফুলকবিতা কবিতারসের শালিকা ॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা ।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে ।

বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥

মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে

বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে ॥

যে দিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়

মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥

নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে

নয়নকমল কামে ঢালিয়া রে ॥

দশন কুন্দের দাপে অধর বাঙ্কুলী চাপে

ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি ।

অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি ॥

পাত কোটা মত কোটা কৈল কেয়াফুলে ।

সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥

তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু ।

তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥

গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল ।

মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥

তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বাঙ্কুলী ।

চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ।

নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া ।

মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥

কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া ।

গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥

গড়িল পারুল ফুলে তুণ মনোহর ।

বোঁটা সহ রঙ্গণে পুরিয়া দিল শর ॥

ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ ।

দুই হাতে দিল তার পুরিয়া সন্ধান ॥

খুইল কোটায় কল করিয়া এমনি ।

ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যথনি ॥

চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে ।

নিজ পরিচয় দিয়া খুইল তাহাতে ॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজন্ম ।

করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয় ।

বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয় ॥

করিসুতশুণ্ড সম উরুবর শোভা ।

রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা ॥

লিখিলু যে শ্লোক তিন পদে দেখে তার ।

দ্বিতীয়পঞ্চমাঙ্কর গণ দুই বার ॥

একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে ।

অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥

শ্লোক রাখি কোঁটা ঢাকি হীরারে গছায় ।

কহিল সকল কল দেখাইতে চায় ॥

বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে ।

ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥

নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে ।

সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে ॥

বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে ।

ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিতলোচনে ॥

— — —

মালিনীকে তিরস্কার ।

শুন লো মালিনি কিতোর রীতি । কিঞ্চিৎ হৃদয়ে নাহয়ভীতি

এত বেলা হৈল পূজা না করি । ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি

বুকবাড়িয়াছে কারসোহাগে । কালি শিখাইব মায়ের আগে

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট । রাঁড় হয়ে যেন সাঁড়ের নাট ॥

রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম । এত ক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥
 দেখে দেখি চেয়ে কতক বেলা । মেয়ে পেয়ে বুঝি করিসহেলা
 কিকরিবে তোরে আমার গালি । বাপারে কহিয়া শিখাব কালি
 হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে । ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥
 কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি । ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি
 চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা । তোমার কাজেকি আমার হেলা
 বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ । করিনু ভালরে হইল মন্দ ॥
 ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম । শ্রম বৃথা হৈল ঘাটিল ভ্রম ॥
 বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ । অস্ত গেল রোষ উদয় রস ॥
 বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার । এ গাঁথনি আইনহে তোমার
 পুন কি যৌবন ফিরি আইল । কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল
 হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে । যৌবন জীবন গেলে কিফিরে
 নহে ক্ষীণ মাজা কুচকঠোর । কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর
 ছাড় আইবলা জানি সকল । গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল
 বড়র পিরীতি বালির বাদ । ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ ॥
 কৌটায় কি আছে দেখখুলিয়া । থাকিয়া কিফল যাই চলিয়া
 বিদ্যা খোলে কৌট । কল ছুটিল । শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥
 শীহরিল ধনী দেখিয়া কল । শ্লোকপড়ি আরো হৈল বিকল
 ডগমগ তনু রসের ভরে । ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥

মালিনীকে বিনয় ।

কহ ও লো হীরা তোরে মোর কিরা বিকল করিলি কলে ।

গড়িল যে জন সে জন কেমন বিশেষ কহনা ছলে ॥

হীরা কহে শুন কেন পুন পুন হান মোহাগের শূল ।
 কহিয়া কি ফল বুঝি নু সকল আপন বুদ্ধির ভুল ॥
 এ রূপ তোমার যৌবনের ভার অদ্যাপি না হৈল বিয়া ।
 কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর বিদরে আমার হিয়া ॥
 যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে কোন মেয়ে হেন কহে ।
 যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে যৌবন তাহে কি রহে
 যৌবনে রমণ নহিল ঘটন বুড়াইলে পাবে ভালে ।
 নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায় কি করে বরিষাকালে ॥
 দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায় নাহি রুচে অন্ন জল ।
 পাইয়া সুজন রাজার নন্দন রাখি নু করিয়া ছল ॥
 কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম মহারাজ রাজেশ্বর ।
 তাঁহার তনয় ভুবনবিজয় সুকবি নাম সুন্দর ॥
 বন্ধি বাপ মায় একেলা বেড়ায় করিয়া দিগবিজয় ।
 পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে স্নেহে মাসী মাসী কয়
 অশেষ প্রকারে কহি নু তাহারে তোমার পণের মর্ম্ম ।
 শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাসিল নারীজিনা কোন কর্ম্ম ॥
 বুঝিতে তোমার আচার বিচার সে কৈল এ ফুলখেলা ।
 নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময় লিখিতে বাড়িল বেলা ॥
 তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া গালি লাভ হৈল মোর ।
 যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া সেইজন কহে চোর ॥
 হীরা এত বলি ছলে যায় চলি আঁচল ধরিল ধনী ।
 মাথার কিরায় হীরায় ফিরায় মণি ধরে যেন ফণী ॥
 থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে অপরাধ হৈল মোর ।
 কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই আমি লোনাতিনী তোঁর

কামানল জ্বলে যেতে চাহ টেলে নাতিনী ঘাতিনী বুড়ী ।
 কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে বাপার ভাল শাশুড়ী ॥
 এস বৈস এয়ো হোক মেনে যেয়ো বল সে কেমন জন ।
 কি কথা कहিলে কি ফেরে ফেলিলে উড়ু উড়ু করে মন ॥
 দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা कहিছে কাণের কাছে ।
 রূপের নাগর গুণের সাগর আর কি তেমন আছে ॥
 বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল ঈষদ গোঁফের রেখা ।
 বিকচ কমলে যেন কুতূহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা ॥
 গুধিনীগঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত রতিপতি ক্রতিমূলে ।
 ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া থুলা ভুরু ধনু ছলে ॥
 অধরবিষুর খাইতে মধুর চঞ্চল খঞ্জন আঁখি ।
 মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখি ॥
 আজানুলম্বিত বাহু সুললিত কামের কনকআশা ।
 রসের আলায় কপাট হৃদয় ফণিমণি পরকাশা ॥
 যুবতীর মন সফরীজীবন নাভিসরোবর তার ।
 ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন তার কি মোচন আর ॥
 দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম এত যে হৈয়াছি বুড়া
 মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই ভারত রসের চূড়া ॥

বিদ্যা সুন্দরের দর্শন ।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল ।
 রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
 শীহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
 হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল ॥

তেয়াগিয়া লোক লাজ কুলের মাথায় বাজ
 ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
 রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
 চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল ॥
 দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
 ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে চল চল ॥
 বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে ।
 কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
 অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি ।
 হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥
 যত গুলা এসেছিল করি মোর আশা ।
 রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা ॥
 সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার ।
 বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥
 জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই ।
 বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥
 ভাবিয়া মরিয়াছিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
 কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
 এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল ।
 ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
 হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার ।
 বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
 কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায় ।
 ভাবহ মালিনি আই তাহার উপায় ॥

মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে ।
 দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
 তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার ।
 সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥
 পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিল রায় ।
 কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥
 কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী ।
 রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥
 চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি ।
 বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥
 সবিতা পদ্যাসুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ ।
 দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥
 কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয় ।
 নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয় ॥
 লিখিলু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার ।
 দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার ॥
 তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে ।
 অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
 এইরূপে মালিনীকে করিয়া বিদায় ।
 বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥
 পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর ।
 দেবীকে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ ।
 দেবীকে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥

স্নগন্ধ স্নগন্ধিমাল। দেবীগলে দিতে ।
 বরের গলায় দিহু এই লয় চিতে ॥
 দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ ।
 আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥
 ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে ।
 আসিয়াছে তোমার বর মালিনীর বাসে ॥
 পূজা না হইল বলি না করিহ ভয় ।
 সকলি পাইলু আমি আমি বিশ্বময় ॥
 আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ।
 বুঝিল। কালিকা মোর পুরাইলা আশ ॥
 ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে ।
 কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥
 শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে ।
 কহিল সঙ্কতস্থান রথের নিকটে ॥
 এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায় ।
 রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায় ॥
 আখিবিখি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায় ।
 অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা ছুঁহারে দেখায় ॥
 অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ ।
 বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥
 শুভক্ষণে দরশন হইল ছুজনে ।
 কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥
 বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব ।
 উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥

ছহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া ছুজনে ।
 ছুজনে পড়িল বান্ধা ছুজনের মনে ॥
 মনে মনে মনমালা বদল করিয়া ।
 ঘরে গেলা ছুঁহে ছুঁহা হৃদয় লইয়া ॥
 আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল ।
 ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল ॥

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ ।

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
 সুন্দর রহিল পথ চেয়ে ।
 বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি
 পুরুষের আঁটগুণ মেয়ে ॥
 হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
 শুভকর্ম শীঘ্র হৈলে ভাল ।
 আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
 আঁকার ঘরেতে কর আল ॥
 বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ
 তবে বিয়া হয় কি না হয় ।
 গুণসিন্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
 বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
 তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
 তিনি এলে আসিত সে ভাট ।
 লঙ্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
 হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥

এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা

অন্য দেশে যাইবে কুমার ।

সব কস্ম হবে নট তুমিত স্মবুদ্ধি বট

তবে বল কি হবে আমার ॥

তুই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোন রূপে

শেষে কালী যা করে তা হবে ।

হীরা কহে শীহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া

এ কি কথা ছাপাত না রবে ॥

ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়

নরপতি প্রলয়ের কাল ।

কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থহেতু

তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল ॥

তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ

দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে ।

সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়

ভাব দেখি কেমন ঘটবে ॥

দারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে

ভাবি কিছু না পাই উপায় ।

লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি

মজাইবে পরের বাছায় ॥

এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন

উদ্দেশেতে করি নমস্কার ।

মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার

ঠারে ঠারে করিবে প্রচার ॥

বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা

সখীগণে তোমার কি ভয় ।

মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে

মোর মতছাড়া কতু নয় ॥

যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়

দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া ।

বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি

কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া ॥

কেবা দুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে

ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী ।

মলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বল গুয়া

যোগাইব এই মাত্র জানি ॥

বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল

তিনি ভাবিবেন পথ তার ।

কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে

নারীকেলে জলের সঞ্চার ॥

কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে

আসিতে পারেন যদি তিনি ।

তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী

কৃষ্ণ যেন হরিল। রুক্মিণী ॥

বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল

পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল ।

রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ

হরিলেন তেঁই সে হইল ॥

তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুরাগ

ভয় করি বাপ ভাই মায়।

রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি

এই নিবেদন তাঁর পায় ॥

এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা

হীরা গিয়া সুন্দরে कहিল।

রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা

ভারতের ভাবনা হইল ॥

— — —

সন্ধিখনন।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।

করকলিতাসিবরাতয়মুণ্ডে ॥

লকলকরসনে কড়মড়দশনে

রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে ॥

অটঅটহাসে কটমটভাষে

নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥

লটপটকেশে সুবিকটবেশে

হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে ॥

কলিমলমখনং হরিগুণকখনং

বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।

যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥

কোটাল ছরন্ত থানা ছুয়ারে ছুয়ারে।

পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥

আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায় ।
 কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥
 মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার ।
 পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার ॥
 কালের কামিনী কালী কপালমালিকা ।
 কাতর কিস্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥
 ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া ।
 ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাক্ষী ভাবিয়া ॥
 স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া ।
 সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥
 তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া ।
 শূন্য হৈতে সিঁধকাচি দিলা ফেলাইয়া ॥
 পূজা করি সিঁধকাচি লইলেন রায় ।
 মন্ত্র পড়ি ফুক দিয়া মাটিতে ভেজায় ॥
 অরে অরে কাচি তোরে বিশাই গড়িল ।
 সিঁধ কাচি বিঁধ কর কালিকা কহিল ॥
 আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড় ।
 ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥
 বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে ।
 মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে ॥
 সুড়ঙ্গের মাটি কাচি উড়ে যাবে বায় ।
 হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায় ॥
 কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ ।
 মালিনীবিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥

উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার ।

স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার ॥

সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল ।

অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল ॥

— — —

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ।

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস সুন্দর সুন্দর সাজে ।

কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা মদন মোহিত লাজে ॥

চলিল সুন্দর রূপ মনোহর ধরিয়া বরের বেশ ।

নবীন নাগর প্রেমের সাগর রসিক রসের শেষ ॥

উরু গুরু গুরু হিয়া ছুরু ছুরু কাঁপয়ে আবেশ রসে ।

ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায় অবশ অঙ্গ অলসে ॥

ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে না জানি কি হবে গেলে ।

চোরের আচার দেখিয়া আমার না জানি কি খেলা খেলে

ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী ভাবয়ে মন আকুল ।

করিয়া কেমন আসিবে সে জন ঘুচিবে দুখের শূল ॥

ছয়ার যতেক ছয়ারী ততেক পাখি এড়াইতে নারে ।

আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে কি জানি নারে কি পারে ॥

কি করি বল না আলো আলোচনা কেমনে আনিবে তারে ।

তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া যে দুখ তা কব কারে ॥

চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল চন্দন আগুনকণা ।

কপূর তাম্বুল লাগে যেন শূল গীত নাট ঝনঝনা ॥

ফুলের মালায় সূচের জালায় তনু হৈল জর জর ।

মন্দ মন্দ বায় বজ্রের ঘায় অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥

কোকিল ছুঁকারে ভ্রমর ঝঙ্কারে কাণে হানে যেন তীর ।
 যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার পোড়ায় মোর শরীর ॥
 এ নীল কাপড় হানিছে কামড় যেমন কালসাপিনী ।
 শয্যা হৈল শাল লজ্জা হৈল কাল কেমনে জীবে পাপিনী ॥
 রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে কি ছার বিছার জ্বালা ।
 বৎসর তিলেকে প্রলয় পলেকে কেমনে বাঁচিবে বালা ॥
 ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায় ক্ষণেক সখীর কোলে ।
 ক্ষণে মোহ যায় সখারা জাগায় বঁধু এল এই বোলে ॥
 একুপে কামিনী কাটিছে যামিনী সুন্দর হেন সময় ।
 সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে ভূমিতে চাঁদ উদয় ॥
 দেখি সখীগণ চমকিত মন বিদ্যার হইল ভয় ।
 হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল রাজহংস দেখি হয় ॥
 একি লো একি লো একি কি দেখি লো এচাহে উহার পানে
 দেব কি দানব নাগ কি মানব কেমনে এল এখানে ॥
 কপাট না নড়ে গুঁড়টি না পড়ে কেমনে আইল নর ।
 ভারত বুঝায় না চিন ইহায় সুন্দর বিদ্যার বর ॥

— — —
 সুন্দরের পরিচয় ।

এ কি দেখি অপরূপ । দেখ লো সই ।

ভুবনমোহন রূপ ॥

কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া আইল নাগর ভূপ ॥
 এ জন যেমন না দেখি এমন মদনমোহন কুপ ॥
 থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই বেদেতে কহে অনূপ ॥
 ভারতের নিধি মিলাইল বিধি না কহিও চুপ চুপ ॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয় ।
 কে তুমি আইলা এথা দেহ পরিচয় ॥
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ কিবা নাগ নর ।
 সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
 সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর ।
 দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
 কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয় ।
 সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
 আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে ।
 বাসা করিয়াছি হীরামালিনীর বাসে ॥
 প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট ।
 সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইলু নাট ॥
 বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার ।
 আহুত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
 আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস টেলে বসি ।
 শুন সিংহাসন দিতে কহিলো রূপসী ॥
 বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার ।
 অপরূপ দেখিলু বিদ্যার দরবার ॥
 তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের কাঁদে ।
 তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
 অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ ।
 মানিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥
 দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই ।
 দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাি ॥

কথায় যে জিনে সুখা মুখে সুখাকর ।
 হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥
 জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে ।
 দেখে লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥
 হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার ।
 সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার ॥
 রতির সহিত দেখা হইবে যখন ।
 কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন ॥
 অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ ।
 সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ ॥
 সখী বলে মহাশয় তুমি কবির ।
 আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর ॥
 উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে ।
 কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ॥
 আমি যদি কথা কহি একে হবে আর ।
 পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাদার ॥
 কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ ।
 নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥
 শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর ।
 বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর ॥
 সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে ।
 মন চুরি কৈল চোর সিঁধ দিয়া ঘরে ॥
 চোরবিদ্যা বিচার আমার নহে পণ ।
 চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন ॥

সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে ।
 উলটিয়া চোর গৃহি বান্ধে বুঝি শেষে ॥
 কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই ।
 মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥
 চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা ।
 আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা ॥
 এই রূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি ।
 কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি ॥
 হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে ।
 কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥
 শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল ।
 সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥
 ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরী করি ।
 কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি ॥

— — —

বিদ্যাসুন্দরের বিচার ।
 গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্ ।
 নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥
 গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি ।
 এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরনি ॥
 সিংহের মাজার সম মাজার বলন ।
 মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
 সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর ।
 তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর ॥

মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে ।
 পর্বত ধরনীধর তাহার শিখরে ॥
 লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ ।
 তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
 শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায় ।
 বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥
 কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ ।
 এখন করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥
 পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে ।
 তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥
 এত ভাবি কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে ।
 না শুনিলু না বুঝিলু ছিলু অন্যমনে ॥
 সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন ।
 যত বল তত পারি নূতন রচন ॥

স্বয়োনিতক্ষধ্বজসমুদানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু ।
 তমোহরিবিশ্বপ্রতিবিশ্বধারী রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥
 আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল ।
 তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥
 তাহাতে জনমে মেঘ শূনি তার নাদ ।
 পর্বত গহ্বরে বিরহির পরমাদ ॥
 পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ ।
 তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
 তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই ।
 যার পিছে চাঁদছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥

শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে ।
 ইহার অধিক আর হারি কারে বলে ॥
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ ।
 প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
 ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥
 মধ্যবর্তী হইল মদনপঞ্চানন ।
 যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥
 কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়পবন ।
 ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥
 আত্মতত্ত্বে পূর্বপক্ষ করিল সুন্দর ।
 সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইল ফাঁকর ॥
 বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ ।
 কিছু স্মৃতি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ ॥
 বেদান্ত একাত্মবাদি দ্বাত্মবাদি তর্ক ।
 মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
 বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে ।
 পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥
 সাংখ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিকূপণ ।
 পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মন্ত্র বিজ্ঞ নন ॥
 ক্রতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
 স্ত্রীলোকে করিতে নারে ক্রতির বিচার ॥
 ক্রতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল ।
 মধ্যবর্তি ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥

ছুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া ।
 মধ্যস্থ মুদ্রাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥
 সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত ।
 বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥
 অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটা বন ।
 তত্ত্বস্ত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥
 রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি ।
 বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥
 শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা ।
 হরগৌরী সাক্ষি করি দিল বরমালা ॥
 ব্রহ্ম হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ।
 বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায় ॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকরস্তু ।

নব নাগরীনাগর বিহরে ।

লাজভয়ে আর কি করে ॥

সময় পাইল মদনে মাতিল কোকিল কোকিল। কুহরে ॥

রসে গরগর অধরে অধর ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥

সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে ॥

রাধাকৃষ্ণে হাস হাস পরিহাস ভারত উল্লাস অন্তরে ॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার ।

গান্ধার্য বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর ।

পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥

কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন ।
 বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিনী কঙ্কণ ॥
 নৃত্য করে বেশরে নুপুরে গীত গায় ।
 আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ॥
 ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায় ।
 নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥
 নয়ন অধর কর জঘন চরণ ।
 ছহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥
 বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার ।
 ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥
 পালঙ্কে বসিয়া সুখে যুবক যুবতী ।
 শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
 গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী ।
 চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি ॥
 মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা ।
 রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
 ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি ।
 নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
 শীতল গঙ্গার জল কপূরবাসিত ।
 পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত ॥
 মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়। ।
 রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
 রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল ।
 উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥

প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী ।
 সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥
 কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া ।
 কুহুকুহ রব করে মদনে মাতিয়া ॥
 মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ ।
 গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥
 চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর ।
 চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥
 বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ ।
 আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥
 মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ।
 আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ ॥
 বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ ।
 বাজাইয়া সপ্তস্বর স্বরের প্রকাশ ॥
 অঙ্গুলে ঘুঞ্জুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ ।
 সন্তোগশৃঙ্গার রসে লেগে গেল রঙ্গ ॥
 প্রস্তার মুচ্ছনা গ্রামে ক্রতি মিশাইয়া ।
 সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥
 মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান ।
 বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥
 সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা ।
 মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা ॥
 দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন ।
 আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥

কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে ।
 যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥
 লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাস্ত্রে ভয় ।
 লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কম ॥

— — —

বিহারারম্ভ ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া ।
 পরিধানধূতী পড়িছে খসিয়া ॥
 তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল ।
 নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল ॥
 মুখ চুষি চাঁদ চকোর হয়ে ।
 ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥
 কুচপদ্মকলী করিরাজকরে ।
 ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥
 নৃপনন্দন পিঙ্কনবাস হরে ।
 রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥
 বিনয়ে কর পদ্ম করে ধরিয়া ।
 কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥
 ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে ।
 নব যৌবন জ্বোরের যোগ্য নহে ॥
 রতি কেমন এমন জানি কবে ।
 প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে ॥
 তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে ।
 করুণা কর না কর পীড়িত হে ॥

রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে ।
 বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥
 যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু ।
 পর ফুল ফুলে কর পান মধু ॥
 রস না হইবে করিলে রগড়া ।
 অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥
 নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে ।
 জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥
 গুণসাগর নাগর আগর হে ।
 নট না কর না কর না কর হে ॥
 শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে ।
 তনু মোর মনোজশরে দহিছে ॥
 তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো ।
 ভয় না কর না কর না কর লো ॥
 কুচশম্ভু শিরে নখ চন্দ্রকলা ।
 বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা ॥
 কুচ হেমঘটে নখরভুছটা ।
 বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা ॥
 ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে ।
 রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥
 বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে ।
 রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে ॥
 রতিরঙ্গ রণে মজিল দুজনে ॥
 দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে ॥

বিহার ।

— — —

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঞ্জে ।

বিষম কুসুমশর খর শর জর জর তর তর থর থর অঞ্জে ॥

রতিমদপাগর নাগরী নাগর

নিরখি নিরখি দুই ঠাটে ।

রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক

কুলপিল কুলুপ কপাটে ॥

ঝম্পই সঘন নিতম্বধরাধর

অধর ধরাধরি দন্তে ।

জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় গিলি

মাতিল সমরদুরন্তে ॥

ঝন ঝন কঙ্কণ রণ রণ নুপুর

ঘুন্স ঘুন্স ঘুন্সুর বোলে ।

লটপট কুলু কুণ্ডল ঝলমল

পুলকিত ললিত কপোলে ॥

শ্বাসপবন ঘন ঘন ঘন খেলই

হেলই সঘন নিতম্বে ।

দংশই দশন দশন মধুরাধর

দুহ তনু দুহ অবলম্বে ॥

দুহ ভুজ পাশহি দুহ জন বন্ধন

সম রস অবশ দু অঞ্জে ।

দুহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন

উখলিল মদন তরঞ্জে ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা । ৫৫

নববয় নাগর নাগরী নববয়

চিরদিন ভুক পিয়াসা ।

সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়

তাবত যাবত আশা ॥

পুরণআছতি অনল নিভায়ল

রতিপতি হোম নিবাড়ে ।

বরষিল মেঘ ধরণি ভেল শীতল

ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥

চুষন চুচুকৃতি শীংকৃতি শিহরণ

কোকিল কুহরে গলায়ে ।

সম অবলম্বন বালিশ আলিশ

মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে ॥

অলস অবশ দুহ অঙ্গ অচেতন

ক্ষণ রহি চেতন পায়ে ।

উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম

রসবতী বাহিরে যায়ে ॥

সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল

নম্রমুখী অতি লাজে ।

ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি

লাজ করো কোন কাজে ॥

— — —

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা ।

শুন শুন সুনাগর রায় ।

আপনার মণি মন বেচিছ তোমায় ॥

তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
 রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায় ॥
 চুপে চুপে এসো যেয়ো আর দিকে নাহি ধ্যেয়ো
 সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
 তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈলু প্রেমরস
 না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আশায় ॥
 মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
 ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥
 রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী ।
 বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
 সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায় ।
 মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
 সহচরী চামর বাজন করে অঙ্গে ।
 রজনী হইল সাজ্জ অনঙ্গপ্রসঙ্গে ॥
 আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায় ।
 কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অন্ত যায় ॥
 বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ ।
 পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥
 এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর ।
 না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥
 বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ ।
 রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান ॥
 রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন ।
 বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা । ৫৭

যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার ।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার ॥
এত বলি বিদায় হইলা খুথি ধরি ।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি ।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে ।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা ।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার ।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার ॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী ।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিল মালিনী ॥
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে ।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহাৱে ॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয় ।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয় ॥
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে ।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায় ।
আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায় ॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায় ।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥

তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে ।
 সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
 কোন মতে কোন্ পথে কেমনে আনিবে ।
 কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥
 কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে ।
 মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
 মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায় ।
 আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
 বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে তায় ।
 ধর্ম জানে আমি নহি এ সব কথায় ॥
 বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল ।
 পূর্বমত বাজার করিয়া আনি দিল ॥
 রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর ।
 মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর ॥
 বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া ।
 যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
 হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান ।
 কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥
 হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী ।
 কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি ॥
 আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা ।
 মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥
 রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি ।
 চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা । ৫৯

কোন পথে কোন মতে কবা লয়ে যাবে ।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে ॥
লুকায়ে করিতে কাজ দু জনারি সাদ ।
হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে ।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম করিবে ॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায় ।
সুড়ঙ্গ কি রূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী ।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী ॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝি নু সকল ।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে ।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা ।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা ॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥
শেষে ফাকী আগে দিয়া কথার কোলানী ।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী ॥
মুঢ় নর যে করে নরের উপাসনা ।
দৈব বিনা কোন কর্ম না হয় ঘটনা ॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে ।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥

রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান ।
 যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥
 এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া ।
 বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥
 বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী ।
 কুটিনীরে ফাকি দিয়া করে নাগরালী ॥
 যেমন নাগর ধূর্ত তেমনি নাগরী ।
 সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥
 গীত বাদ্য কোতুকে মজিয়া গেল মন ।
 মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ ॥
 ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর ।
 সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর ॥

— — —

বিপরীত বিহারারম্ভ ।
 সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
 কহে শুন শুন প্রাণেশ্বর ।
 আজি দিনে দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
 কমলিনী বান্ধিয়াছে করি ॥
 গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে টাঁদে
 কুমুদিনী উঠিল আকাশে ।
 সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
 খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
 কি দেখিলু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
 কি জানি ঘটাবে বিধি কবে ।

তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার

দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥

বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়

রায় বলে দেখিছ প্রত্যক্ষ ।

এ ছুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার

কি কর সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ ॥

সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে

বড় অসম্ভব মহাশয় ।

শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়

দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥

ব্রায় বলে আমি করি তুমি কমলিনীশ্বরী

বান্ধহ মৃগাল ভুজপাশে ।

আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুলকুমুদিনী তুমি

উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥

নয়নখঞ্জর মোর নয়নচকোর তোর

ছুহে মিলি হাসিবে এখনি ।

ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধিরি ধিরি

করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥

শুনি মনে মনে ধনী বাথানে নাগর মনি

বিনা মূলে কিনিলে আমারে ।

অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ

এড় মেনে হারিছ তোমারে ॥

পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা

তুলিতে আপন ভার ভারি ।

আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
 লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
 শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
 সে মেনে কেমন মেয়ে বটে ।
 ভাল পড়া পেয়ে ছিল ভাল পড়া পড়াইল
 লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
 লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
 পুরুষের এত কেন ঠাট ।
 যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
 কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
 চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
 বুড়া হৈলে না জানি কি হবে ।
 ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
 নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
 আমাদের বুঝাও ভাবে এ কর্মে কি সুখ পাবে
 আমি কিছু না পাই ভাবিয়া ।
 হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
 কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
 করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
 ছুঃখ হেতু গড়িল তরুণী ।
 তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
 একি বিপরীত কথা শুনি ॥
 রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
 অরণ্যে রোদনে কিবা ফল ।

বিপরীত বিহার।

৬৩

কথায় বুঝিছে কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ

লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥

দিয়াছি যে আলিঙ্গন দিয়াছি সে যে চুম্বন

সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ ।

কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি

দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥

হাসি চলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি

ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন ।

এ কি কথা বিপরীত ছুই মতে বিপরীত

দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥

না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু

না পারিব প্রদীপ থাকিলে ।

ভারত দিলেন সায় যে কৰ্ম করিবে তায়

অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে ॥

বিপরীত বিহার।

মাতিল বিদ্যা বিপরীতরঙ্গে । সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে ॥

আলু থালু লাজে কবরী খসি । জলদের আড়ে লুকায় শশী

লাজের মাথায় হানিয়া বাজ । সাধয়ে রামা বিপরীতকাজ

ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে । ঘুন্স ঘুন্স ঘন ঘুন্সুর বোলে ॥

আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে । মুখ পূরে মুখ কপূর পূগে

ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে । রন রন রন নূপুর গাজে ॥

দংশয়ে পতির অধরদলে । কপোত কোকিলা কুহরে গলে

উথলিল কামরস জলধি । কত মত সুখ নাহি অবধি ॥

ঘন ঘন ভুরু কামান টানে । জর জর করে কটাক্ষবাণে ॥
 থর থর ধনী আবেশে কাঁপে । অধীরা হইয়া অধর চাপে ॥
 ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম । কোথায় বসন ভূষণ দাম ॥
 তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে । কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে মুখে
 অটল আছিল টলিল রসে । অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥
 পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর । আহা মরি বলি চুষে অধর ॥
 অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে । উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥
 জর জর দুই বীরের ঘায় । রতি লয়ে রতিপতি পলায় ॥
 এইরূপে নিত্য করে বিহার । ভারত ভারতী রসের সার ॥
 কৃষ্ণচন্দ্রাজায় ভারত গায় । হরি বল পালা হইল সায় ॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা ।

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন ।

বড় রসিয়া নাগর হে ।

গভীর গুণসাগর হে ॥

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী

কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী

কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী

অবধূত জটাধর হে ॥

কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী

কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী

কখন লুঠেরা কখন পসারী

কভু চোর কভু চর হে ॥

কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে ॥

কখন নাটক কখন চোটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক

ভারতের মনোহর হে ॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী ।
কামরমে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী ॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায় ।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥
টাকা লয়ে বাজার বেশাতি করে হীরা ।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা ॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া ।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া ॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ ।
নাটুয়ার মত সজ্জা আছে কত সাজ ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী ।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী ॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার ।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন ॥

সন্ন্যাসির বেশে গেলে আদর পাইব ।
 বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥
 সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসির বেশ ধরে ।
 পরচুল জটাতার ভস্ম কলেবরে ॥
 করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা ।
 বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা ॥
 কটিতে কোপীন ডোর রাজা বহির্কাস ।
 মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ ॥
 উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায় ।
 উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥
 নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায় ।
 শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায় ॥
 আর সবে প্রণমিল লুঠিয়া ধরনি ।
 বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি ॥
 সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাঁই ।
 কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই ॥
 নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিল ।
 জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা ॥
 সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে ।
 আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥
 এ দেশে আসিয়া এক শুনিলু সংবাদ ।
 আইলাম বাপারে করিতে আশীর্বাদ ॥
 রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী ।
 শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই ।
 যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই ॥
 অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া ।
 দেখিতে আইলু বড় কৌতুক শুনিয়া ॥
 বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস ।
 নারীর এমন পণ এ কি সর্বনাশ ॥
 বিচারে তাহার ঠাই আমি যদি হারি ।
 ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম দাস হব তারি ॥
 গুরু কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার ।
 তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাতার ॥
 সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম ।
 সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥
 তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায় ।
 নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥
 ধরাইব জটা তস্ম পরাইব ছাল ।
 গলায় রুদ্রাঙ্ক হাতে স্ফটিকের গাল ॥
 তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে ।
 এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥
 কাণাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ ।
 রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ ॥
 তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা ।
 হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা ॥
 হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায় ।
 গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥

সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন ।
 ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
 রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল ।
 করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥
 সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার ।
 তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥
 সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া ।
 বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া ॥
 হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায় ।
 বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥
 যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া ।
 অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া ॥
 এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার ।
 হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার ॥
 বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই ।
 এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই ॥
 সন্ন্যাসির রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ ।
 দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
 সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে ।
 প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে ॥
 প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি ।
 তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥
 এইরূপে ধূর্তরাজ করে ধূর্তপনা ।
 বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥

ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি ।
রাজা রাজচক্রবর্তী চোর চূড়ামণি ॥

বিদ্যাসহ স্ত্রুন্দরের রহস্য ।

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে ।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে ॥
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণিছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে ॥
মান তারে পরিহার সাধি আন আরবার
গুমাণে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥
এক দিন স্ত্রুন্দরে কহিল বিদ্যা হাসি ।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে ।
শুনিলু বাপার মুখে জিনিল সভারে ॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই ।
আমি জানি পরমপণ্ডিত সে গোসাঁই ॥
যবে আমি এথা আসি দেখা তার সঙ্গে ।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয় ।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥

বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ ।
 রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥
 আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর ।
 তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥
 পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে ।
 ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে ॥
 বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত ।
 নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥
 পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন ।
 পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ॥
 এ রূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায় ।
 কতক কহিব আর পুথি বেড়ে যায় ॥
 এই রূপে রজনীতে করিয়া বিহার ।
 প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ॥
 স্নান পূজা হেতু গেল দামোদরতীরে ।
 ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে ॥
 সন্ন্যাসির কথা শুনি রাণীর মহলে ।
 আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে ॥
 কি শুনিবু কহ গো নাতিনি ঠাকুরাণি ।
 সত্য মিথ্যা ধর্ম জানে লোকে জানাজানি ॥
 কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি ।
 বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী ॥
 দাড়ী তার তোমার বেণিরে নাকি বড় ।
 সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড় ॥

আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায় ।
 তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায় ॥
 ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার ।
 দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাতার ॥
 কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা ।
 দেখাইবে বারানসী প্রয়াগ মথুরা ॥
 এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর ।
 দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর ॥
 পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে ।
 লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥
 হরগৌরী বিবাহের হইল কোতুক ।
 হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক ॥
 যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার ।
 সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥
 ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায় ।
 হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥
 কেমন সূন্দর বর আমি দিই আনি ।
 না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি ॥
 তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই ।
 কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই ॥
 থাকহ সন্ন্যাসি লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে ।
 সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥
 বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর ।
 এনে ছিলা বটে বর পরমসুন্দর ॥

নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে ।
 দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥
 সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই ।
 সন্ন্যাসির কপালে তোমার মুখে ছাই ॥
 অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস ।
 মর লো নিলজ্জ আই তুইত মাসাস ॥
 আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই ।
 পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই ॥
 কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায় ।
 এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায় ॥
 হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল ।
 সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥
 শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে ।
 সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥
 জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী ।
 আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাকী ॥
 এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে ।
 তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে ॥
 তখনি কহিলু রাজারানীরে কহিতে ।
 কি বুঝে করিলে মানা নারিলু বুঝিতে ॥
 এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায় ।
 চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায় ॥
 সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত ।
 বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত ॥

হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে ।

এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥

সুন্দর বলেন মাসী ভাব কেন তবে ।

এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে ॥

ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে ।

বিদ্যারে সুন্দর বিনা কে বা লৈতে পারে ॥

— — —

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ ।

এক দিন দিবা ভাগে কবি বিদ্যাঅনুরাগে

বিদ্যার মন্দিরে উপনীত ।

দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া

দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥

রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে

সখীগণ ঘুমায় বাহিরে ।

দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি

অলি কি পদ্বিনী পাইলে ফিরে ॥

মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ

আরস্তিলা মদনের যাগ ।

না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর

স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ ॥

দিবসে রজনীজ্ঞান চুষ আলিঙ্গন দান

বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান ।

নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত

বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥

সাজ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ

রাজ্য আঁখি ঘূর্ণিত অলসে ।

বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি

ভাবে এ কি হইল দিবসে ॥

আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়

অভিमानে উপজিল মান ।

দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে

এ কস্ম কেবল অপমান ॥

যুগা লজ্জা দয়া ধর্ম নাহি বুঝে মস্ম কস্ম

নিদারুণ পুরুষের মন ।

এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেটমুখে

তাজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ ॥

সুন্দর বুঝিল মস্ম ঘাটি হৈল এই কস্ম

কেন কৈলু হইয়া পাগল ।

করিলু সুখের লাগি হইলু দুঃখের ভাগী

অমৃতে উঠিল হলাহল ॥

কি করি ভাবেন কবি অন্তগিরি গেল রবি

রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয় ।

করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ

ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥

ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি

বিফলে রজনী গেল রামা ।

তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্যা হয়ে

হের দেখ পোড়াইছে আশা ॥

কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি

ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায় ।

সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে

মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥

বৃক্ষ হাসে মোর দুখে স্নগন্ধ প্রফুল্লমুখে

সব শত্রু লাগিল বিবাদে ।

ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে

কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥

অপরাধ করিয়াছি হজুরে হাজির আছি

ভূজপাশে বান্ধি কর দণ্ড ।

বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি

দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥

আঁটিয়া কুন্তল ধর নিত্য প্রহার কর

আর আর যেবা মনে লয় ।

কেন রৈলে মৌনি হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে

ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় ॥

এরূপে সুন্দর যত চাতুরি কহেন কত

বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায় ।

জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট

কথা কর ধরাইয়া পায় ॥

ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়

সে হইলে ভাস্কিত কথায় ।

গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে

দেখি আগে কত দূর যায় ॥

চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাচি দিয়া ।

চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না कहিয়া ॥

জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল ।

দেখি ক্রিয়া বিদক্ষায় বাথানে সুন্দর রায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥

হৃদে ধরে রাজ্যপদ হৃদে যেন কোকনদ
সুপুর ভ্রমর ধ্বনি করে ।

ভারত कहিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে ।

— — —

সারীশুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ ।

তোমাংরে ভাল জানি হে নাগর ।

কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥

যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি

ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর ॥

আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে

এ কথা कहিব কারে কে বুঝিবে পর ॥

আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা

জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর ॥

কথা कह কতমত ভুলায়ে রাখিবে কত

তোমাংর চরিত্র যত ভারতগোচর ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেল।
 নিত্য নিত্য নৃতন নৃতন রমে খেলা ॥
 সর্বদা বিরল থাকে দু জনার ঘর।
 কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর ॥
 সুন্দর সুভঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
 লয়ে গেলা এক দিন হীরার আগারে ॥
 কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
 ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥
 সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
 বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥
 একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
 দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী ॥
 সারীশুকবিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
 সেইখানে একবার হৈল কামযোগ ॥
 সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
 সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই ॥
 কপাটের খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
 ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভূঙ্গ মধু খায় ॥
 দুজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার।
 এইরূপে নানা মতে করেন বিহার ॥
 সুন্দরীর ছিল দিবাসস্তোগের ক্রোধ।
 এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥
 দিবসে সুন্দর ছিল বাসায় নিদ্রায়।
 সুভঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥

নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন ।
 ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন ॥
 সিন্দূর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া ।
 দ্রুত গেল চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥
 নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ।
 শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥
 আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন ।
 দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥
 সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ ।
 এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥
 কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন ।
 নয়নে পাণের পিক দিল কোন জন ॥
 দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয় ।
 দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময় ॥
 বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝি নু আভাস ।
 মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥
 নুতন নুতন বুঝি আনি দেয় হীরা ।
 কতদিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা ॥
 আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু ।
 কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু ॥
 অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল ।
 ধূষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল ॥
 এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে ।
 তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥

পরনারীমুখে মুখ দেয় যেই জন ।
 তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥
 পরের উচ্ছ্রিষ্ট খেতে যার হয় রুচি ।
 তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥
 সুন্দর কহেন রামা কত ভৎস আর ।
 তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥
 তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন ।
 তোমারি পাণের পিকে রেঞ্জেছে নয়ন ॥
 এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল ।
 ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥
 এমনি তোমার পাণে রেঞ্জেছি নয়নে ।
 তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
 আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা ।
 লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥
 ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও ।
 উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
 কখন না হইল করিতে অভিসার ।
 স্বাধীনভর্তৃকা কে বা সমান তোমার ॥
 প্রোষিতভর্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায় ।
 নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায় ॥
 তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে ।
 তবে কেন তোমা লাগি আইলু সঙ্কটে ॥
 তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয় ।
 মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয় ॥

ভাঙ্গিল কন্দল ছুহে মাতিল অনঙ্গে ।
 রজনী হইল সাজ অনঙ্গপ্রসঙ্গে ॥
 প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ।
 এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার ॥
 বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল ।
 বিয়ামত পুনর্কিয়া সুন্দর করিল ॥
 খুদমাগা কাদাখেড়ু নারিনু রচিতে ।
 পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥
 অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার গর্ভ ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে ।
 কি হৈল আমারে ॥
 যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
 লুকায়ে পিরীতি কৈল কুলকলঙ্কিনী হৈল
 আকুল পরাণ মোর অকুল পাথারে ॥
 সূজন নাগর পেয়ে আশু পাছু নাহি চেয়ে
 আপনি করিল প্রীতি কি দূষিব তারে ॥
 লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
 আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে ॥
 যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
 ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে ॥

এইরূপে ধূর্তপনা করিয়া সুন্দর।
 করিল। বিস্তর খেলা। কহিতে বিস্তর ॥
 দেখহ কালীর খেলা। হইতে প্রকাশ।
 গর্ভবতী হৈলা। বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
 উদর আকাশে স্নতটাদের উদয়।
 কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয় ॥
 ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
 অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ ॥
 স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
 কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥
 হরিদ্রা তড়িত চাঁপা স্রবর্ণের শাপে।
 বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে ॥
 দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
 উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥
 অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
 দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছী তায় ॥
 সর্বদা ওয়াক ছদ্দি মুখে উঠে জল।
 কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদ অম্বল ॥
 মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
 পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ ॥
 জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
 অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার ॥
 নিদ্রা না হইত পূর্বে অপূর্ব শয্যায়।
 আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায় ॥

বসিলে উঠিতে নারে সর্বদা অলস ।
 শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস ॥
 গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি ।
 কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রানী ॥
 হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিলু ।
 না খাইলু না ছুইলু বিপাকে মরিলু ॥
 ইহার হইল সুখ তার হৈল সুখ ।
 হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ ॥
 পূর্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল ।
 লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥
 লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায় ।
 লোকে বলে পাপ কাপ ক দিন লুকায় ॥
 চল গিয়া রানীরে কহিব সমাচার ।
 যায় যাবে যার খুন গর্দান তাহার ॥
 ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ ।
 আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রানীর তিরস্কার ।
 যত সখীগণ বিরসবদন রানীর নিকটে যায় ।
 করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী প্রণাম করিয়া পায় ॥
 ঠাকুর কন্যার যে দেখি আকার পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি ।
 গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন ঠাহরিতে কিছু নারি ॥
 দেখিলে আপনি যে হোক তখনি সকলি হরে বিদিত ।
 শুনি চমকিয়া চলে শীহরিয়া মহিষী যেন তড়িত ॥

গর্ভসংবাদশ্রবণে রানীর তিরস্কার । ৮৩

আকুল কুলে বিদ্যার মহলে উত্তরিল পাটরাণী ।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর রানীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে লজ্জায় পেটের দায় ।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া অধোমুখে ভাবে রানী ।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ কহে ভালে কর হানি ॥
ও লো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী সাপিনী পাপকারিনী ।
শাখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায় আনিলি ডাকি ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে ইহার ঘটক কেবা ।
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় কেমন কুটিনী সে বা ॥
না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ী কলসী কিনিতে তোরে ।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ করিলি খাইয়া মোরে
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ কলঙ্ক দেশে বিদেশে ।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥
এল কত জন রাজার নন্দন বিবাহ করিতে তোরে ।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে শেষে মিটেগেলি চোরে
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ অদ্যাপি আইসে যায় ।
শুনিলে এমন হইবে কেমন বল কি তার উপায় ॥
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে নিত্য আসে তোর পাকে
কি কব রাজায় না দিল তাহায় তবে কি এপাপ থাকে ॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা ধন্য ধন্য সর্বঠাই ।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত হইবে মোর জামাই ॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী রাজার শাশুড়ী হব ।
যত কৈলু সাদ সব হৈল বাদ অপবাদ কত সব ॥

বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে তখনি খাইব বিষ ।
 প্রবেশিব জলে কাতী দিব গলে পৃথিবী বিদার দিস ॥
 আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন রক্ষক আছিলি ভালে ।
 সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া চূণ কালি দিলি গালে ॥
 তোরা ত সঙ্গিনী এ রঞ্জে রঙ্গিনী এই রসে ছিলি সবে ।
 ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায় সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে ॥
 থাক থাক থাক কাটাইব নাক আগেত রাজারে কহি ।
 মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব ভারত কহিছে সহি ॥

— — —

বিদ্যার অনুনয় ।

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে লাজে ভয়ে জড় সড় ।
 ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া ধূর্তের চাতুরী বড় ॥
 নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি কত কহ করে ছল ।
 কিছু জানি নাই জানেন গোসাঁই ভাল মন্দ ফলাফল ॥
 চৌদিকে প্রহরী সঞ্জে সহচরী বঞ্চি এ বন্দির মত ।
 নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ মা হইয়া কহ কত ॥
 রাজার নন্দিনী চিরবিরহিনী মোর সমা কেবা আছে ।
 বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে দাঁড়াইব কার কাছে
 কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া গুল্ম হৈল বুঝি পেটে
 মুখে উঠে জল অঞ্জে নাহি বল চাহিতে না পারি হেটে ॥
 সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি প্রত্যহ দেখি স্বপন ।
 একই সুন্দর দেব কি কিন্নর বলে করে আলিঙ্গন ॥
 চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে তপাসি ঘুমের ঘোরে ।
 নিদ্রাভঞ্জে চাই দেখিতে না পাই নিত্য এই জ্বালা মোরে

পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে মিথ্যায় সত্যের ভান ।
 দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যারতিরঙ্গে বসনে রেতনিশান ॥
 তেমনি আমারে স্বপনবিহারে পুরুষসহিতে ভেট ।
 মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ সত্য বুঝি হবে পেট ॥
 বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে রাজারে কহিতে যায়
 ভারত ভাষায় সকলে হাসায় ছাঁয়ে ভাঁড়াইল মায় ॥

রাজার বিদ্যাগভ্রবণ ।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
 আলু খালু কবরীবন্ধন ।
 চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
 চমকে সকল পুরজন ॥
 শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
 সহচরী চামর ঢুলায় ।
 রাণী আইল ক্রোধমনে নৃপরের ঝানঝানে
 উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥
 রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
 কেন কেন কহ সবিশেষ ।
 রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
 কলঙ্কে পুরিল সব দেশ ॥
 ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
 বিবাহের না ভাব উপায় ।
 অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
 এড়াইলে ঝির বিয়াদায় ॥

কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুনপ্রায়

আইবড় এত বড় মেয়ে ।

কেমনে বিবাহ হবে লোক ধর্ম্য কিসে রবে

দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥

উচ্চ মাথা হৈল হেট বিদ্যার হয়েছে পেট

কালামুখ দেখাইবে কারে ।

যেমনি আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব

অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥

বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ

বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে ।

যৌবনে কামের জ্বালা ক দিন সহিবে বাল্য

কথায় রাখিব কত টেলে ॥

সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাই লাগে

উপযুক্ত গ্রহরী কোটাল ।

এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার

আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥

যে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে শুঝে

সকলে আপনভাবে জানে ।

রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে

বার দিল বাহির দেয়ানে ॥

কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল

কে আছে রে আন ত কোটালে ।

উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা

কোটালের যে থাকে কপালে ॥

হুক্মারে হুকুম পায় শত শত খোজা খায়
 খানেজাদ চেলা চোপদার ।
 কীল লাখি লাঠি ছড়া চর্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
 এনে ফেলে মৃতের আকার ॥
 স্ফণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রয়ে চেয়ে
 ভারত কহিছে কহে রায় ।
 যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
 মাথা কাটি তবে দুঃখ যায় ॥

কোটালে শাসন ।

রাজা কহে শুন রে কোটাল ।
 নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
 দেখিব করিব যেই হাল ॥
 রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
 পাত্র মিত্র গোবরগণেশ ।
 আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্বস্ব হরি
 হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
 লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
 তাহে চুরি করিলি আরম্ভ ।
 জ্ঞানবাচ্চা একখাদে গাড়িব হারামজাদে
 তবে সে জানিবি মোর দম্ভ ॥
 তোার জিন্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
 কি কহিব কহিতে সরম ।

মাতালে কোটালি দিয়া পাইলু আপন কিয়া

দূর গেল ধরম ভরম ॥

প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু

অবধান কর মহারাজ ।

সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে

প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ ॥

পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়

নাঙ্গীরের হাবালে করিল ।

কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়

ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥

রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়

সমাচার कहিল দোপটে ।

বিদ্যা সখীগণ লয়ে বারি হৈলা দ্রুত হয়ে

রহিলেন রাণীর নিকটে ॥

কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে

কোন পথে আসে যায় চোর ।

কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব

কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর ॥

কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর

দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ নাগ ।

হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়

কেমনে পাইব তার লাগ ॥

পূর্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণিতলে

কে পারে করিতে অন্যমত ।

পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ

ধন্যরে কোটালি খেজমত ॥

রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা

চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর ।

দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ

এ বড় বিধির অবিচার ॥

কুট বুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের

ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া ।

ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া

দশ দিক দেখে নিরখিয়া ॥

কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি

দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ ।

ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দমনে

কালী পুরাইলা মনোরথ ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান ।

এ বড় চতুর চোর ।

গোকুলে নন্দকিশোর ॥

নারিন্দু রাখিতে দেখিতে দেখিতে চিত চুরি কৈল মোর ॥

সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে লম্পট কাল কঠোর ॥

ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে চাঁদের যেন চকোর

নাচিয়া গাইয়া বাঁশা বাজাইয়া ভারতে করিল ভোর ॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল ।

দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥

নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ ।

পাতালসুড়ঙ্গ বুঝি আসে যায় নাগ ॥

নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক ।

দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥

হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন ।

আমারে ঘটিল দুর্ঘ্যোধনের মরণ ॥

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ ।

সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥

কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া ।

এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনী গাইয়া ॥

কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায় ।

বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায় ॥

এমন গর্তের সাপ না জানি কেমন ।

এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন ॥

আর জন বলে তাই সাপ মেনে নয় ।

ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥

আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া ।

ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া ॥

তাহারে নির্ঝোখ বলি আর জন কয় ।

সিঁথেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয় ॥

ধুমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া ।

মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া ॥

যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায় ।

আমার কেবল কালসাপ আসে যায় ॥

ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে ।
 আমি এই পথে যাব ধরি খাউক সাপে ॥
 ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈলু চোর ।
 রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর ॥
 যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক ।
 এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক ॥
 এত বলি কোটাল স্ফুটন্তে যেতে চায় ।
 ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায় ॥
 যমকেতু নামে তার আর সহোদর ।
 দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর ॥
 সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয় ।
 সুরাথ পেয়েছি পাব আর কারে ভয় ॥
 পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য ।
 নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য ॥
 লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায় ।
 পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥
 দেব উপদেব পড়ে তত্ত্বমন্ত্রফাঁদে ।
 নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কঁাদে ॥
 সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে ।
 সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে ॥
 যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে ।
 নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে ॥
 ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই ।
 বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই ॥

এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার ।
 আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর ॥
 বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার ।
 কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার ॥
 ভারতবিরাটপর্বে কহিয়াছে ব্যাস ।
 এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ ॥

— — —

কোটালগণের স্ত্রীবেশ ।
 চল সবে চোর ধরি গিয়া ।
 রমণিমণ্ডলফাঁদ দিয়া ॥
 তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
 সে বড় লম্পট কপটিয়া ॥
 জানে নানামত খেলা দিবস দুপর বেলা
 চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া ॥
 সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিয়া মোরা
 পীত ধড়া লইব কাড়িয়া ॥
 সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
 ভারত রহিবে পহরিয়া ॥
 যুক্তি বটে বলি ধুমকেতু দিল সায় ।
 মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায় ॥
 নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন ।
 ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন ॥
 চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরমসুন্দর ।
 সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর ॥

কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে ।
 কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরীতে ॥
 সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী ।
 জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী ॥
 কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী ।
 যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী ॥
 ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী ।
 তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সূমী ॥
 বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ ।
 গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥
 চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে ।
 মণি মন্ত্র মহৌষধ যেনা যত জানে ॥
 শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায় ।
 যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায় ॥
 এইরূপে তের জন রহে গৃহ মাজে ।
 আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে ॥
 থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা ।
 হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা ॥
 সোণারায় রূপারায় নায়েব কোটাল ।
 ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥
 হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার ।
 আগুলিল সহর পনার চারি দ্বার ॥
 সাত গড়ে চারিসাতে আটাইশ দ্বার ।
 আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল ।
 কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥
 পঞ্চ শকে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল ।
 ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল ॥
 খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধূমধাম ।
 খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম ॥
 ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী ।
 এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশী ॥
 রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে ।
 সিন্দূর কপালভরা খাঁড়া করতলে ।
 এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে ॥
 ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে ।
 পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর ॥
 করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর ॥
 উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায় ।
 লুঠে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায় ॥
 বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায় ।
 খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায় ॥
 ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার ।
 ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সব পাল হৈল সায় ॥
 ইতি বুধবারের দিবা পাল ।

আজি ধরাগেল চোরচুড়ামণি ।
 মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥
 ভাঙ্গাগেল যত ভূর চতুরী হইল চুর
 এড়াইতে নারিবে এমনি ॥
 প্রকাশিয়া ভারি ভুরি অনেক করেছ চুরি
 আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
 হৃদি কারাগার ঘোরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
 গছাইব পরাণে এখনি ॥
 সকলেরে ফাকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
 ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥
 ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ ।
 না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥
 না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে ।
 হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে ॥
 এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।
 সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥
 পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।
 ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
 হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।
 চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
 কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।
 চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
 কামে মত্ত কবির বুঝিতে না পারে ।
 হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥

আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণি ।

সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥

সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার ।

কি জানি টাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥

ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায় ।

সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায় ॥

সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে ।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভূজঙ্গের ডরে ॥

চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া ।

বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া ॥

ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা ।

কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা ॥

চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায় ।

কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায় ॥

বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল ।

খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিড়িল ॥

কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান ।

সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ ॥

আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর ।

পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্ত্বর ॥

তখনি অমনি ধরে আর বার জন ।

রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন ॥

ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই ।

হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই ॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ । ৯৭

এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা ।

ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিড়িলা ॥

দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার ।

মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বারবার ॥

ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া ।

কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া ॥

— — —

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ ।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে ।

ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে ॥

চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয় ।

কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ॥

জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালি গাজে ।

দেই লম্প ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে ॥

ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে ।

কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান ভারে ॥

হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে ।

ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে ॥

করে ধূম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে ।

হাতকড়ী পায় দড়ী মারে ছড়ী বেত্রে ॥

নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে ।

ভয়ে মুক কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে ॥

কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে ।

খরধার তরবার যমধার দাপে ॥

বা

কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে ।
 ছাড় শোর হৈলে ভোর দিব চোর ভূপে ॥
 সব দল মহাবল খল খল হাসে ।
 গেল দুখ হৈল সুখ শত মুখ ভাষে ॥
 সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে ।
 ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে ॥
 মরি মেন লোভে যেন কৈলু হেন কাজ ।
 স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥
 কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে ।
 কেবা গণে রোষমনে কত জনে মারে ॥
 হরি হরি মরি মরি কি বা কার জীয়া ।
 কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥
 রাজা কালি দিবে গালি চূণ কালি গালে ।
 কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥
 দরবার সব তার চাব কার পানে ।
 গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে ॥
 যার লাগি দুখভাগী সে অভাগী চায় ।
 এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥
 তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা ।
 দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা ॥
 সে আমার আমি তার কেবা আর আছে ।
 সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে ॥
 দিক দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে ।
 করিলাম বদকাম বদনাম শেষে ॥

ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই ।
 অহর্নিশ বিমরিষ পেলৈ বিষ খাই ॥
 এই মত শত শত ভাবে কত তাপ ।
 নত শির যেন ধীর হৃদপীর সাপ ॥
 ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ ।
 পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ ॥

সুড়ঙ্গদর্শন ।

সুড়ঙ্গের লৈতে টের কোটালের সায় ।
 জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায় ॥
 ঘোরতম নিরুপম কূপসম খানা ।
 কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা ॥
 স্থলে স্থলে মনি জ্বলে দেখি বলে ভাল ।
 চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আল ॥
 পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে ।
 তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে ॥
 উঠি ঘরে ধূম করে হীরা ডরে জাগে ।
 ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে ॥
 আল জ্বালি যত ঢালি গালাগালি করে ।
 কহে চোর ঘরে তোর দে লো মোর তরে ॥
 সুড়ঙ্গের পথে ফের কোটালের তরে ।
 কেহ গিয়া বার্তা দিয়া তুষ্টহিয়া করে ॥
 কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে ।
 ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে ॥

আগুসরে চুলে ধরে দর্প করি কয় ।
 কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয় ॥
 দেই গালী বলে শালী কোথা পালি চোরে ।
 কেটা সেটা কার বেটা বল কেটা মোরে ॥
 ভারতের রচিতের অমৃতের ভার ।
 ভাষাগীত সুললিত অতুলিত সার ॥

মালিনীনিগ্রহ ।

মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া ।
 আমারে যেমন মারিলি তেমন পাইবি তাহার কিয়া ॥
 নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাথয়ে চূণ ।
 কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া মারিয়া করিলি খুন ॥
 এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি ।
 দোহাই রাজার লুঠিলি আগার ধরিয়া খাইলি জাতি ॥
 কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয় ।
 হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি শুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥
 হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা ।
 তোর গুণপনা জানে সর্বজন পাসরিলি বটে সেটা ॥
 কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী ।
 ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর এ বড় কুটিনী ঘাগী ॥
 হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে ।
 রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী কালি শিখাইব তোরে ॥
 যুবতী বেটা বহুড়ী না রাখি আপনি বুড়ী ।
 কার বহু বেটা কারে দিহু ভেটা যে বলে সে হবে কুড়ী ॥

লোকের ঝি বহু লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে ।
 তোর ঘরে যত সকলি অসত আমি দিতে পারি কয়ে ॥
 ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে ।
 কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী উভে উভে দিব শূলে ॥
 আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর ।
 রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিনী তুই দিলি চোরা বর ॥
 হীরারে হইল ভয় কাণে হাত দিয়া কয় ।
 আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই যতোধর্মস্তুতোজয় ॥
 শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে ।
 এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া মালিনী বলে কে জানে ॥
 মালিনী বুঝিল মর্ম কোটালে জানায় ধর্ম ।
 হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি সুন্দরের এই কর্ম ॥
 হাতে লোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে ।
 যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ ইহা কব কার কাছে ॥
 কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে ।
 চোরের যে ছিল লুচিয়া লইল যে ছিল হীরার ঘরে ॥
 খুঙ্গি পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে ।
 পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত পড়া শুক সারিকারে ॥
 মালিনী অবাক ভ্রাসে কোটাল মুচকি হাসে ।
 সুড়ঙ্গ ফেলিয়া পায়ু ছেঁছুড়িয়া লইল চোরের পাশে ॥
 সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী ।
 মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া কে তুই কে তোর মাসী ॥
 কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর ।
 মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে কে জানে সিঁধেল চোর ॥

যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁধ কাট সারা রাতি ।
 আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি
 যত দিন আর জীব করেহ না বাসা দিব ।
 গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল খত বা নাকে লিখিব ॥
 অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্যহেতু ।
 কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে ধর্মের বাঁধহ সেতু ॥
 সুন্দর হাসি আকুল মানী সকলের মূল ।
 বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥
 কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা ।
 কিবলে ডেগরা বড় যে চেগরা ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥
 কোটাল কহে এ নয় দুহারে থাকিতে হয় ।
 রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে ভারত উচিত কয় ॥

বিদ্যার আক্ষেপ ।

প্রভাত হইল বিভাবরী বিদ্যারে কহিল সহচরী ।
 সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
 সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
 কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে ধরা তিতে নয়নের জলে ।
 কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধিরবানে
 কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
 হায় রে বিধাতা নিদারুণ কোন দোষে হইলি বিগুণ ।
 আগে দিয়া নানা দুখ মধ্য দিন কত সুখ
 শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥

রমণীর রমণ পরাণ তাহা বিনা কেবা আছে আন ।

সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে

ধিক ধিক তাহার পরাণ ॥

হায় হায় কি কব বিধিরে সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে ।

শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের

দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া শ্বাস বহে অনল জিনিয়া ।

ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে

বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥

প্রভু মোর গুণের সাগর রসময় রূপের নাগর ।

রসিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী

নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥

জননী ডাকিনী হৈল মোর মোর প্রাণনাথে বলে চোর ।

বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু

বিধাতার হৃদয়-কঠোর ॥

চোর ধরা গেল শুনি রাণী অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি ।

দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে

কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥

রাণী বলে কাহার বাছনি মরে যাই লইয়া নিছনি ।

কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কুপ

ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥

কি কহিব বিদ্যার কপাল পেয়ে ছিল মনোমত ভাল ।

আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে

তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥

হায় হায় হায় রে গোঁসাই পেয়েছিনু সুন্দর জামাই ।

রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ

এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

এ ইরূপে পুরবধূগণ সুন্দরে বাখানে জনে জন ।

কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে

ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥

চোর লয়ে কোতোয়াল যায় দেখিতে সকল লোক ধায় ।

বালক যুবক জরা কাণা খোঁড়া করে ত্বরা

গবাক্ষেতে কুলবধু চায় ॥

কেহ বলে এ চোর কেমন এখনি করিল চুরি মন ।

বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে

পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতিনিন্দা ।

কারে কব লো যে দুখ আমার ।

সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥

বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে

না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার ॥

ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়

পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর ॥

শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি

পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার ॥

পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম

ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি ।
 আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ॥
 কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ ।
 কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥
 ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ী ।
 কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী ॥
 দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার ।
 হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥
 এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন ।
 দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥
 বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা ।
 ইহায়ে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥
 দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি ।
 মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
 আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া ।
 পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 এক রামা বলে সেই শুন মোর দুখ ।
 আমারে মিলিল পতি কাল কালমুখ ॥
 সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত ।
 কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ॥
 বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে ।
 আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥
 নৈলে নয় ভেঁই করি কষ্টেতে শয়ন ।
 রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥

আর রামা বলে সই এত বরং সুখ ।
 মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোঁর দুখ ॥
 মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্ব মাত্র ভাল ।
 গোরা ছিন্ত ভাবিতে ভাবিতে হৈল কাল ॥
 ভরাপুরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য ।
 আঁখলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥
 আর রামা বলে সই এ মাথার চুড়া ।
 আমি এই যুবতি আমার পতি বুড়া ॥
 বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত ।
 সে মুখচুষনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
 আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয় ।
 ধর্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥
 ঝাঁপনে কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত ।
 অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত ॥
 গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায় ।
 কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায় ॥
 আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর ।
 মোর দুঃখ শুনি তোঁর দুঃখ যাবে দূর ॥
 কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট ।
 মোটা মোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ে পেট ॥
 অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন ।
 একেবারে নহে কতু চুষ আলিঙ্গন ॥
 বদনে চুষিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে ।
 আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে ॥

একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
 ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব ন পর ॥
 আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
 না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ ॥
 বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
 তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায় ॥
 তাপেতে হইলু জরা না পুরিল সাদ।
 হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ ॥
 আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
 কোলশোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ ॥
 রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
 ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
 নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
 আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্লণ ॥
 চতুর্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
 বজ্রর পড়ুক চতুর্মুখের মাথায় ॥
 আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
 নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে ॥
 রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
 না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥
 ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
 তাহে যদি পর্ক হয় তবে সর্বনাশ ॥
 আর রামা বলে হোক তথাপি পণ্ডিত।
 বরনেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥

অবিজ্ঞ সৰ্বজ্ঞ পতি গণক রাজার ।
 বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥
 পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা ।
 অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা ॥
 সৰ্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে ।
 তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে ॥
 আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায় ।
 পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায় ॥
 পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি ।
 দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥
 কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার ।
 দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥
 আর রামা বলে সেই ভালত মুনশী ।
 বখশী আমার পতি সদাই খুনশী ॥
 কিঞ্চিৎ কশুর নাহি কশুর কাটিতে ।
 বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে ॥
 পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে ।
 ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে ॥
 ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে ।
 কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥
 আর রামা বলে সেই এত গুণ বড় ।
 উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥
 স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে ।
 সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥

আর রামা বলে সেই এত ভাল শুনি।
 আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥
 আরজীর আঁটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
 বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥
 আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদির মিশালে।
 করিতে না পারে নিসা টালে টোলে টালে ॥
 আর রামা বলে সেই এ বুঝি উত্তম।
 খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম ॥
 চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়।
 গনি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥
 পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
 তার ঠাই পানিফোটা পাইতে জঞ্জাল ॥
 কহে আর রসবতী গালভরা পান।
 পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ॥
 কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
 চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
 আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
 সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
 আর রামা বলে সেই এ বড় সুধীর।
 অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর ॥
 শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
 খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
 গৌজাবিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গৌজা।
 নিকাশে তাহার গৌজা তারে হয় গৌজা ॥

আর রামা বলে সই এ বটে গভীর ।
 অভাগীর পতি নিকশের মুহরীর ॥
 মফঃসল সরবরা কেমন না জানে ।
 অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥
 জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয় ।
 পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয় ॥
 আর রামা বলে সই এ বড় রসিক ।
 অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক ॥
 যম সম ধরিতে পরের বাজেজমা ।
 নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা ॥
 সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে ।
 বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥
 আর রামা বলে সই এত বড় গুণ ।
 দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন ॥
 সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায় ।
 পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায় ॥
 হেটে ফর্দ হারায় উপরে হাতড়ায় ।
 পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায় ॥
 আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল ।
 ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল ॥
 রাত্রি দিন আট পর ঘড়ী পিটে মরে ।
 তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে ॥
 রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায় ।
 আপনি না পারে আরো বন্ধরে খেদায় ॥

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে ।
 যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
 যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই ।
 বয়স বুঝিলে তার বড় দিদী হই ॥
 বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে ।
 পুনর্কিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
 বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ঘাটি ।
 জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি ॥
 ছু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার ।
 শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
 সূতাবেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায় ।
 তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
 তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী ।
 অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
 মহাকবি মোর পতি কত রস জানে ।
 কহিলে বিরস কথা সরস বাথানে ॥
 পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে ।
 চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥
 কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার ।
 কত মতে করে রতি বলিহারি তার ॥
 শাঁখা সোণা রাস্তা শাড়ী না পরিভু কভ ।
 কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥
 ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে ।
 তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে ॥

গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত ।
 সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
 দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল ।
 ভারত कहিছে গেল যথা মহীপাল ॥

রাজসভায় চোর আনয়ন ।
 কি শোভা কংসের সভায় ।
 আইলা নাগর শ্যামরায় ॥
 কংসের গায়ন যারা । যে বীণা বাজায় তারা
 বীণা সে গোবিন্দ গুণ গায় ॥
 বীরগণ আছে যত বলে কংস হোক হত
 হেন জনে বধিবারে চায় ॥
 ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
 লুটিব এ চরণ ধূলায় ॥
 ভারত कहিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
 শত্রুভাবে মিত্রপদ পায় ॥
 বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায় ।
 পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥
 ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল ।
 গোলামগর্দিসে খাড়া গোলাম সকল ॥
 পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ।
 অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত ॥
 পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ ।
 ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ ॥

জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল ।
 জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল ॥
 সমুখে সেফাই সব কাতার কাতার ।
 ঘোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার ॥
 ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী ।
 সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী ॥
 মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর ।
 আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর ॥
 মুনসী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি ।
 আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি ॥
 রবাব তুঘুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ ।
 নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ ॥
 ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায় ।
 নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায় ॥
 উজ্জল কজ্জলবাস হাবসী জল্লাদ ।
 আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ ॥
 সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার ।
 মাহুত হাতির কাঁধে জানায় জোয়ার ॥
 রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল ।
 হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
 সারী শুক খুঙ্গি পুথি মালিনী সহিত ।
 হাজীর করিল চোরে নাজীরবিদিত ॥
 নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত ।
 নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥

নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার ।
 শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার ॥
 হেটমুখে আড় চক্ষে চোরে দেখে রায় ।
 রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
 বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর ।
 কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥
 কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব ।
 কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
 সহসা করিতে কন্ম ধর্মশাস্ত্রে মানা ।
 যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥
 হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল ।
 এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥
 হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর ।
 পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর ॥
 সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয় ।
 কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥
 বাসা করি রয়েছিল আমার আলায় ।
 ছেলে বলি ভাল বাসি মাসী মাসী কয় ॥
 বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে ।
 মাটি খেয়ে কয়েছিল বিদ্যাবিদ্যামানে ॥
 চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে ।
 আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥
 কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা ।
 আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥

ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই ।
 মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই ॥
 তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে ।
 কে জানে এমন চোর সিঁথে চুরি করে ॥
 না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী ।
 চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
 নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়েছে মিলন ।
 রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
 ধর্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
 বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
 রাজার হইল দয়া হীরার কথায় ।
 ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর ।

বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥

সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে চোরবাদ দেই মোর ॥
 দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর আমারে বলে কঠোর ॥
 সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ মোর পদে দেয় ডোর ॥
 কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে ভারত ভাবিয়া ভোর
 রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে ।
 অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
 দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া ।
 গঙ্গাপার কর গালে চূণ কালি দিয়া ॥

ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায় ।
 ধুতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
 রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয় ।
 আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥
 জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর ।
 কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥
 চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল ।
 কেন পরিচয় চেয়ে বাড়ীও জঞ্জাল ॥
 তুমিত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে ।
 নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে ॥
 চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে ।
 উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥
 তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ ।
 তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥
 দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয় ।
 বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয় ॥
 বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ ।
 মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ ॥
 চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ ।
 নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ ॥
 মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী ।
 মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী ॥
 চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে ।
 জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে ॥

বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার ।

মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার ॥

চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায় ।

পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায় ॥

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিচয় চায় ।

চোর বলে এবার হইল বড় দায় ॥

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা ।

জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা ॥

এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে ।

বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে ॥

শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয় ।

ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয় ॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয় ।

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায় ।

কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায় ॥

কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম ।

কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম ॥

কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয় ।

মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয় ॥

শুনি কহিছে সুন্দর শুনি কহিছে সুন্দর ।

কালিকার কিস্কর কিঞ্চিত নাহি ডর ॥

শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয় ।

চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥

আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার ।
 কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥
 বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম ।
 বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥
 শুন শ্বশুরঠাকুর শুন শ্বশুরঠাকুর ॥
 আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥
 তুমি ধর্ম্মঅবতার তুমি ধর্ম্মঅবতার ।
 অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার ॥
 বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ ।
 সেইপতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
 পণে জাতি কে বা চায় পণে জাতি কে বা চায় ।
 প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
 দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ ।
 যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
 তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে ।
 বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
 আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই ।
 জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
 মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ ।
 জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥
 বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ ।
 তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
 ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল ।
 নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥

রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ । ১১৯

চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল ।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া ।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায় ।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলায় আমায় ॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই ।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছি নু তেঁই ॥
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয় ।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয় ॥
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল ।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া ।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক ।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক ॥
ইতি বুধবারের নিশাপালা ।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ ।

মোর পরাণপুতলি রাধা । স্মৃতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায় নাহি মানে কোন বাধা ॥
রাধা সে আমার আমি সে রাধার আর যত সব বাঁধা ॥

রাধা সে খেয়ান রাধা সে গেয়ান রাধা সে মনের সাধা ॥

ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ॥

। অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং

ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্ ।

। স্নুপ্তোখিতাং মদনবিহ্বললালসাস্ত্রীং

বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

। এখনো সে কনকচম্পকসুবরনী ।

। তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী ॥

। শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা ।

। প্রমাদ গণিছে মোর শূনি এই দশা ॥

। কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার ।

। চোর বলে মহারাজ শুন আরবার ॥

। অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে

রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা ।

জীবতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাং

কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥

। এখনো সে মোর মনে আছেয়ে সর্বথা ।

। এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা ॥

। বিস্তর যতনে নারী কথা কহাইতে ।

। ছলে হাঁচিলাম জীব বাক্য বলাইতে ॥

। আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল ।

। জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল ॥

। দক্ষ হয় তনু তার বৈদক্ষ ভাবিয়া ।

। ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া ॥

রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
 তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই ॥
 ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিল।
 সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিল ॥
 ভাল হই মন্দ হই বলিল। জামাই।
 ধর্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥
 অদ্যাপি নোজুতি হরঃ কিল কালকুটং
 কুর্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
 অন্ত্রোনিধির্দহতি দুর্দহবাড়বাগ্নি-
 মঙ্গীকৃতং স্মৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥
 এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
 কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥
 বারিনিধি দুর্দহ বাড়ব অগ্নি বহে।
 স্মৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥
 লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
 সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয় ॥
 ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
 মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয় ॥
 দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
 বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায় ॥
 হেটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
 না পাইলু পরিচয় এ বা কোন জন ॥
 বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
 সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥

কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে ।
 ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥
 এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল ।
 তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥
 লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন ।
 তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্ঘ্যোধন ॥
 অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয় ।
 বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥
 কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর ।
 ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥
 রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক ।
 ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কৌতুক ॥
 অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
 শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

শুকমুখে চোরের পরিচয় ।

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
 সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া ।
 সারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কান্দে
 সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
 শুক পাকসাঁট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
 নারীনিন্দা ছলে নিন্দে ভূপে ।
 আলো সারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
 পুরুষে মজায় কামকূপে ॥

গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত

বিদ্যা লাগি মরে গুণমনি ।

দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে

বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥

বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া

ডাকাতির ছহিতা রান্ধসী ।

আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি

পতিবধ কৈল পাণীয়সী ॥

তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি

তুই কবে বধিবি জীবন ।

যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি

সেইমত ভূষণ বাহন ॥

শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি

রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত ।

মালিনী কহিল যাহা শুকপাখা বলে তাহা

চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥

রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন

চোরের কি জান পরিচয় ।

গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই

বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥

বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি

পরিচয় না দেয় চাহিলে ।

তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও

কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥

শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়

রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়

বড় মানুষের রীতি এই ॥

নিজপরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু

পাখী আমি মোর কথা কিবা।

তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিল ভাট

ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥

রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দারে কয়

কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।

জমাদার নিবেদিল গঙ্গ ভাট গিয়াছিল

আন বলি রাজা অজ্ঞা দিল ॥

ভাটেরে আনিতে দূত ধায় দশ রজপুত

ওথায় সুন্দর মহাশয়।

পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকার স্তুতি করে

কবিরায় গুণাকর কয় ॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি।

মা কালিকে।

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।

চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে।

লউ পউ দীর্ঘ জউ মুক্তকেশজালিকে।

ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে।

লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে ।
 স্কক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে ।
 অউ অউ ঘউ ঘউ ঘোরহাসহাসিকে ।
 মার মার ঘোর ঘার ছিক্কি ভিক্কি ভাষিকে ।
 ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে ।
 ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে ।
 ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে ।
 শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ।
 খৰ্ক খৰ্ক দৈত্য সৰ্ক গৰ্কখৰ্ককারিকে ।
 সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে ।
 এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে ।
 ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে ।

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ।
 অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অমৃতভুজা ॥ ১ ॥
 আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া ।
 আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥
 ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা ।
 ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা ॥ ৩ ॥
 ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী ।
 ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী ॥ ৪ ॥
 উমা উর উরস্থল উপরে উথিতা ।
 উপকারে উর গো উপগুপবীতা ॥ ৫ ॥
 উৰ্দ্ধজটা উরুরম্ভা উষপ্রকাশিকা ।
 উন্মিতে ফেলিয়া কৈলা উষরমৃত্তিকা ॥ ৬ ॥

ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুষ্কের বৃদ্ধি ।
 ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
 ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋরূপিণী ।
 ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
 ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার ।
 ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
 ঌকার দৈত্যের মাতা ঌভব দানব ।
 ঌকারস্বরূপা তবু বধিলা ঌভব ॥ ১০ ॥
 ঐরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও ।
 একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
 ঐশানী ঐহিক সূখে ঐকান্ত বাসনা ।
 ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
 ওড় পুষ্পওষ জিনি ওঠের ওজস ।
 ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥
 ঔপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ ।
 ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ক দাহে বধ ॥ ১৪ ॥
 অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি ।
 অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্গ করি ॥ ১৫ ॥
 অঃ কার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে ।
 অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥ ১৬ ॥
 কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা ।
 কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥
 খর খড়্গ খর্পর খেটকে খল নাশা ।
 খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮ ॥

গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী ।

গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥১৯॥

ঘনঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী ।

ঘন ঘন ঘুলু ঘুলু ঘাঘর ঘণ্টিনী ॥২০॥

ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙ্কার ।

ঙকারস্বরূপা রাখ ঙ্গপদ আমার ॥২১॥

চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষকচুষিকা ।

চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥২২॥

ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল ।

ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥২৩॥

জয় জয় জয়াবতী জলদবরনী ।

জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥২৪॥

ঝঞ্ঝারূপা ঝড় রূপে ঝাঁপ গো ঝড়িত ।

ঝর ঝর মুণ্ডমালা ঝর্ঝর শোণিত ॥২৫॥

ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞ্কার ।

ঞকার করিয়া এস ঞ্কারে আমার ॥২৬॥

টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার ।

টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥২৭॥

ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে ।

ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে ॥২৮॥

ডাকিনী ডমরু ডম্ফে ডাকিয়া ডাগর ।

ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥২৯॥

ঢঙ্কনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী ।

ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢঙ্কিনী ॥৩০॥

এত্ন এয়ে জ্ঞান এত্ন একারে নির্ণয় ।
 এস্বরূপা রক্ষা কর এ হইল ক্ষয় ॥৩১॥
 ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী ।
 তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥৩২॥
 থকায়ে পাথর তুমি থকারের মেয়ে ।
 থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥৩৩॥
 দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী ।
 দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥৩৪॥
 ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জটির ধন ।
 ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥৩৫॥
 নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
 নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥৩৬॥
 পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
 পতিত পবিত্র পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ॥৩৭॥
 ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
 ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥৩৮॥
 বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে ।
 বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥৩৯॥
 ভীম ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী ।
 ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥৪০॥
 মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশমহিলা ।
 মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥৪১॥
 যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা ।
 যমালয় যাই প্রায় এস যবযুতা ॥৪২॥

রক্তবীজ রক্তরসে রসিতরসনা ।
 রাখ গো রঞ্জিণি রণে রৌরবরটনা ॥৪৩॥
 লহ লহ লক লক লোলে লোল জিহ্বী ।
 লটপট লম্বিত ললিতলটলিহী ॥৪৪॥
 বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা ।
 বদ্ধ হৈল বদ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥৪৫॥
 শক্তি শিবা শাকমুরী শশিশিরোমণি ।
 শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥৪৬॥
 ষড়ানন মাতা ষড় রাগ বিহারিণী ।
 ষটপদবরণী ষড় ঋতু বিলাসিনী ॥৪৭॥
 সারদা সকলসারা সর্বত্র সঞ্চার ।
 সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥৪৮॥
 হৈমবতী হেরষজননী হরপ্রিয়া ।
 হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥৪৯॥
 ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া ।
 ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥৫০॥
 সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অঙ্করে ।
 ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥

দেবীর সুন্দরে অভয় দান ।

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
 কালীর অন্তরে হৈল রোষ ।
 সাজ বলি কৈলা রব খাইল যোগিনী সব
 অউহাস ঘঘর নির্যোষ ॥

ডাকিনী হাকিনী ভূত শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য তৈরব বেতাল ।

পিশাচ তৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগু দলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥

লোল জটা কেশপাশ অউ অউ অউহাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন ।

লোল জিহী লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন ॥

মুখ অতি সুবিস্তার সূক্রেতে রক্তের ধার
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল ।

খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥

দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিনী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার ।

রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে রবে ভুবন চমৎকার ॥

পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
অকালপ্রলয় নিবারণে ।

শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে গুয়ে মুদ্রিতলোচনে ॥

এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশখানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয় ।

মা তৈষীঃ মা তৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয় ॥

তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
 বীরসিংহে সবংশে বধিয়া ।
 তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
 ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া ॥
 দেবীর আকাশবাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
 আর কেহ শুনিতে না পায় ।
 উদ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
 পুলকে পূরিল সব কায় ॥
 কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
 দূর হৈল যতেক বন্ধন ।
 কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
 ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ ॥
 এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
 গঙ্গ ভাট হৈল উপনীত ।
 ভারত সরস ভণে শুন সব একমনে
 ভাট ভূপে কথা সুললিত ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি ।

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতিনন্দন সুন্দর
 কোঁ নহি আয়া ।
 জো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
 সমুঝায় শুনায়া ॥
 কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
 অরু মোহি ভুলায়া ।

ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে

দাগ চঢ়ায়া ॥

স্ব্যার কথা বহু প্যার কিয়া গজ বাজি দিয়া

শির তাজ ধরায়া ।

ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া

সব কাব্য পঢ়ায়া ॥

গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম

বড়াই বঢ়ায়া ।

কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে

নহি ভেদ জনায়া ॥

ভাটের উত্তর ।

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর জায়কে ।

ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥

হাত জোরি পত্র দীহু শীষ ভূমি নায়কে ।

রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে ॥

রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে ।

এক মে হাজার লাখ মৈঁ কথা বনায়কে ॥

বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে ।

আয়নে ভয়া মহাবিযোগিচিত্ত ধায়কে ॥

স্ব্যাহি মে কথা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে ।

বাপ মা মহাবিযোগি দেখনে ন পায়কে ॥

শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তঁহ গমায়কে ।

আগুহী কহাছঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে ॥

য্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে ।
 পুছু দিবানজীসো বখসিকে মঙ্গায়কে ॥
 বুঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে ।
 চোর কোন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ॥
 ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে ।
 চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে ॥
 বেগমে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে ।
 মোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে ॥
 ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে ।
 বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ॥
 চোরকো মশানমে কহা দিও পঠায়কে ।
 ভাগ মানি আপ যায় লায়হু মনায়কে ॥
 ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে ।
 লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥

— — —

সুন্দর প্রসাদন ।

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
 ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতি ।
 কুঠার বন্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
 পাত্র মিত্রগণ সব সাতি ॥
 মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
 উদ্ধমুখে দেবতা ধোয়ায় ।
 কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
 কে বান্ধিলে দেখিতে না পায় ॥

শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া

॥ ডাকিনী যোগিনী হুঙ্কার ।

তৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব

॥ মশানে শ্মশান অবতার ॥

দেবঅনুভব জানি রাজা মনে অনুমানি

॥ সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব ।

না জানি করিলু দোষ দূর কর অভিরোষ

॥ জানিলু তোমার অনুভব ॥

হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জেয়ানে তায়

॥ কহিলেন প্রসন্নবদনে ।

আপনি হইলু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর

॥ তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥

নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়

॥ কোটালের কি হবে উপায় ।

কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি

সুন্দর কহেন শুন রায় ॥

বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই

অই অনুভবে এ সকল ।

পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার

ইহ পর লোকের মঙ্গল ॥

বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গুণি

গুরু পুরোহিত আদি লয়ে ।

আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার

স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে ॥

বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়

অই যে कहিলা কালী কই ।

যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই

তোমার কৃপায় ধন্য হই ॥

হাসিয়া সুন্দর রায় আঙ্গুল ছুঁইলা তায়

বীরসিংহ পায় দিব্য জ্ঞান ।

দেখি কাল রাজা পায় আনন্দে অবশ কায়

ভবানী করিলা অন্তর্দ্বান ॥

ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব জন

কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া ।

রাজা রাজ্য জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়

নিজপুরে উত্তরিল গিয়া ॥

সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া

বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ ।

করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব

ছলাছলি দেই রামাগণ ॥

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে

কত দিন বিহারে রহিলা ।

পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ

বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল ॥

ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা

বৎসরের হইল তনয় ।

সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন

ভারত कहিছে যুক্তি হয় ॥

সুন্দরের স্বদেশ গমনপ্রার্থনা ।

— — —

ওহে পরাণবধু যাই গীত গায়ো না ।

তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না ॥

তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র

আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না ॥

তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই

বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখায়ো না ॥

অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি

না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না ॥

ভারতীর পতি হও ভারতের ভাব লও

না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না ॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন ।

তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যে বা লয় মন ॥

তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ ।

যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ ॥

বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে ।

বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥

কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ ।

এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ ॥

শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা ।

হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥

গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর ।

সে দেশের সুখা সম এ দেশের নীর ॥

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট ।
 ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট ॥
 সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী ।
 জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী ॥
 বিদ্যা বলে এত দিন ছিল চোর হয়ে ।
 সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে ॥
 সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন ।
 চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন ॥
 কালিকা তোমার চোর করিলা আগারে ।
 তুমি কি আগারে পার সাধু করিবারে ॥
 তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া ।
 করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া ॥
 তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী ।
 এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী ॥
 বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই ।
 সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিল তেঁই ॥
 পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন ।
 নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥
 কেমনে হইয়াছিল কেমন সন্ন্যাসী ।
 দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি ॥
 রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায় ।
 তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥
 কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ ।
 চোরদায়ে লুচিয়া লইলা মহারাজ ॥

শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায় ।
 সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায় ॥
 খুঙ্গীহৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ ।
 পূৰ্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ ॥
 ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই ।
 পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই ॥

— — —

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ ।
 নব নাগরী নাগর মোহনিয়া ।
 রতি কাম নটী নট সোহনিয়া ॥
 কত ভাব ধরে কত হাব করে
 রস সিন্ধু তরে ভবতারণিয়া ॥
 নুপুর রণ রণ কিকিণী কণ কণ
 ঝঞ্ঝান ঝননন কঙ্কণিয়া ॥
 লপট লট পট ঝপট ঝটপট
 রচিত কচজট কমনিয়া ॥
 কুটিল কটুতর নিমিষ বিষতর
 বিষমশর শর দমনিয়া ॥
 সখাসকল মিলত মধুগঙ্গল গাবত
 ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
 ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত
 তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া ॥
 ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
 ঝাঁ ঝাঁ তক ঝিমতক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই

তত ততত তা তা থু থুং থেই থেই
 ভারত মানস মাননিয়া ॥
 সন্ন্যাসির শোভা দেখি মোহিলা কুমারী ।
 সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি ॥
 পূর্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার ।
 নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার ॥
 রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা ।
 বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা ॥
 ভিক্ষা ছলে একবার হৈল কামবাগ ।
 পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥
 তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া ।
 শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
 সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে ।
 মুড়াইয়া জটাতার সেবিব তোমারে ॥
 জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব ।
 রাখছাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥
 সকলে জানিল আমি জিনিবু এখন ।
 সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥
 বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই ।
 সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
 হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ ।
 জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ ॥
 মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর ।
 শাড়ী মেঘডম্বরে করিল বাঘাম্বর ॥

ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া ।
 সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায় ।
 দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥
 বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসির বামে ।
 দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে ॥
 হর গৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে ।
 ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥
 মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ ।
 কব কত যত মত হৈল কামযোগ ॥
 পূরণ আছতি দিয়া কহে কবিরায় ।
 দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥
 এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে ।
 এত করিলাম তবু নারিছু রাখিতে ॥
 একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস ।
 মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস ॥
 বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির ।
 যে নারী না করে তার বিফল শরীর ॥
 বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর ।
 ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর ॥

বার মাস বর্ণন ।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে । প্রাণনাথ ।
 এইখানে বার মাস রহ হে ॥

বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়

কাল হয় এ কালে বিরহ হে ॥

কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি

প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে ॥

বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ূরের নাট

মণ্ডুকের কোঁতুক দুঃসহ হে ॥

মজ্জিবে কমল কুল সাজাবে মূলার ফুল

ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময় ।

নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয় ॥

বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে ।

কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে ॥১॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আশ্রম এ দেশে বিস্তর ।

সুখা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥

মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া ।

নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥২॥

আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন ।

বিয়োগির যম সংযোগির প্রাণধন ॥

ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে ।

জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥৩॥

শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম ।

কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম ॥

ঝঞ্ঝনীর ঝঞ্ঝানী বিদ্যুত চকমকি ।

দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি ॥৪॥

ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী ।

কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর তাটি ॥

ঝরঝরী জলের বায়ুর খরখরি ।

শুনিব ছুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥৫॥

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার ।

কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥

নদে শান্তিপুত্র হৈতে খেঁড়ু আনাইব ।

নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥৬॥

কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা ।

দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা ॥

ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ ।

সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥৭॥

অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার ।

শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥

নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ ।

সদ্যোহৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ ॥৮॥

পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড় ।

দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥

সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে ।

এ বার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥৯॥

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমালী ।

ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি ॥

শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে ।

মূলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥১০॥

বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন ।

মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন ॥

কোকিল ছুকার আর ভ্রমর ঝঙ্কার ।

শুষ্ক তরু মঞ্জুরিবে কত কব আর ॥১১॥

মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস ।

জানাইব নানামত মদনবিলাস ॥১২॥

আপনার ঘর আর স্বশুরের ঘর ।

ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥

অসার সংসারে সার স্বশুরের ঘর ।

ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥

হাসিয়া সূন্দর কহে এ যুক্তি সূন্দর ।

তুঁই পাকে বলি চল স্বশুরের ঘর ॥

অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায় ।

স্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥

বিস্তর নিষেধবাক্য কয়ে রাজা রাণী ।

বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥

বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর ।

দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥

মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন ।

রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥

ভারত কহিছে সুখে চলিলা ছুজনা ।

কহিব কতক আর মেয়ের কাঁদনা ॥

বিদ্যাসহ সূন্দরের স্বদেশযাত্রা ।

সূন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে

বাপ মায় প্রণাম করিলা ।

রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ।

সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা ।

তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ।

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা ।

এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়া জাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ।

দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান
পূর্য সর্ব দেখিতে পাইলা ।

দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা ।

বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা ।

আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা ।

বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাস শিখরে উত্তরিল ।

ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা ।

বিদ্যা সুন্দর কথা সমাপ্ত ।

মানসিংহের সূচীপত্র ।

পৃষ্ঠা

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান	১
মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি	২
মানসিংহের যশোর যাত্রা	৫
মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ	৭
মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন	৯
ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা	১১
দেশ বিদেশ বর্ণন	১৩
জগন্নাথপুরীর বিবরণ	১৫
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি	১৭
পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	১৯
পাতশাহের দেবতা নিন্দা	২০
পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর	২৩
দাস্তু বাস্তুর খেদ	২৬
মজুন্দারের অন্নদা স্তব	২৮
অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান	২৯
অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন	৩০
দিল্লীতে উৎপাত	৩১
পাতশার নিকট উজীরের নিবেদন	৩৫
অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ	৩৭
ভবানন্দে পাতশার বিনয়	৪১
গঙ্গাবর্ণন	৪৪

.....	[৭০]	
.....		পৃষ্ঠা
অযোধ্যা বর্ণন		৪৬
রামায়ণ কথন		৪৭
ভবানন্দের কাশীগমন		৫১
ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি		৫৩
ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি		৫৫
বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য		৫৬
ছোট রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য		৫৭
ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ		৫৯
সাধীকৃত সাধীর নিন্দা		৬১
পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গ্যাক্তি		৬২
ভবানন্দের উভয়রাণী সম্ভোগ		৬৫
মজুন্দারের রাজ্য		৬৭
অমদার এয়োজাত		৬৯
রন্ধন		৭২
অমদা পূজা		৭৬
অষ্টমঙ্গল		৭৭
রাজার অমদার সহিত কথা		৮১
মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা		৮৫

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান ।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে ।

হরিপদকমল কমলকলদক্ষে ॥

টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল কল কল তরলতরঙ্গে ॥

পুটকিত শিরজট বিঘটিত সুবিকট লট পট কমঠভুজঙ্গে

তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর বিধি কর নিকরকরঙ্গে ॥

ভুবন ভবন লয় ভজন ভবিকময় ভারত ভবভয় ভঙ্গে ॥

সাজ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার ।

মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥

মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান ।

উত্তরিল পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা ।

কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাপার হৈলা ॥

পরম আনন্দে উত্তরিল নবদ্বীপ ।

ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া ।

তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া ॥

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে ।

কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে ॥

মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান ।
 মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান ॥
 মজুন্দার সঙ্গে সঙ্গে খড়ে পার হয়ে ।
 বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে ॥
 মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া ।
 অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া ॥
 মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই ।
 দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই ॥
 তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে ।
 বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে ॥
 ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও ।
 জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও ॥
 ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভ দৃষ্টি ।
 শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি ॥
 শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে ।
 ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লঙ্করে ॥
 দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর ।
 রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি ।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে ।

শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়

হড়মড় কড়মড় বাজে ॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি ।

৩

দশ দিক অন্ধকার করিল। মেঘগণ ।
ছুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন ॥
ঝঞ্ঝানার ঝঞ্ঝানী বিদ্যুত চকমকী ।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী ॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী ।
চারি দিকে তরঙ্গ জলের তরতরী ॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী ।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী ॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি ।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার ।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার ।
তল গেল মালমাতা উরুছু বাজার ॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া ।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে ।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাষে ॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই ।
এমন বিপাকে আর কতু ঠেকি নাই ॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার ।
ক্রমে ক্রমে বদলিলু এগার ভাতার ॥

হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া ।
 অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাওয়া ॥
 ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি ।
 কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
 বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায় ।
 উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায় ॥
 কাঙ্গাল হইলু সবে বাঙ্গালায় এসে ।
 শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
 এইরূপে লঙ্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি ।
 মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি ॥
 গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর ।
 প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
 নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায় ।
 মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায় ।
 ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥
 নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত ।
 রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥
 দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড় ।
 বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
 কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে ।
 বাঁচাইলা সকলেরে মানামত ভোগে ॥
 বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায় ।
 অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায় ॥

এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত ।
 যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥
 মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার ।
 কি কৰ্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥
 দৈব বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার ।
 এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥
 মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার ।
 অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥
 মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম ।
 কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥
 অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা মানসিংহ রায় ।
 দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥
 মানসিংহ গেল মজুন্দারের আশ্রয় ।
 দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥
 আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত ।
 দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥
 মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা ॥
 ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা ॥
 ইতঃ পর শুন সবে ভারত রচিলা ।
 সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোরযাত্রা ।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা ।
 বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারি ॥

পয়দল কলবল ভূতল টলমল
 সাজল দলবল অটল সোয়ারা ॥
 দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
 ঝক মক চক মক খর তরবারা ॥
 ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
 মোগল মাহুত রণঅনিবারা ।
 তাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
 ভারত অভিমত গীত সুধারা ॥
 চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে ।
 সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লঙ্করে ॥
 ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান ।
 গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান ॥
 হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর ।
 আপন লঙ্কর লয়ে হইল বাহির ॥
 আগে চলে লালপোশ খাসবরদার ।
 সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
 তবকী ধানুকী ঢালী রায়বৈশে মাল ।
 দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
 আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার ।
 নটা নট হরকরা উরুছু বাজার ॥
 সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া ।
 ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
 ধাড়ী গায় কড়খা তাঁড়াই করে তাঁড় ।
 মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোকে কাঁড় ॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্য যুদ্ধ । ৭

আগে পাছে দুই পাশে দু সারি লস্কর ।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া ।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া ।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া ॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার ।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার ॥
প্রতাপআদিত্য রাজা তলবার লয়ে ।
বেড়ী ফিরি পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে ।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে ।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর ।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ ।

ধুধু ধুধুধু নৌবত বাজে ।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দমামা দমদম
ঝনঝন ঝম ঝম ঝাঁজে ॥
কত নিশান ফরফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে ॥

সব যুবান রজপুত পাঠান মজবুত

কামান শরযুত সাজে ॥

ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ

সিফাইগণ রণমাজে ॥

পরি করাইবখতর পোশাক বহুতর

সুশোভি শিরপর তাজে ॥

বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর

ছলায় গজবররাজে ॥

পুর যশোর চমকত নকীব শত শত

ছঁসার ফুকরত কাজে ॥

হয় গজের গরজন সেনার ভরজন

পয়োধি ভরছন লাজে ॥

দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তাঁহি পর

প্রতাপদিনকর সাজে ॥

যুঝে প্রতাপআদিত্য যুঝে প্রতাপআদিত্য ।

ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার সংসার সব অনিত্য ॥

শিলাময়ী নামে ছিল তাঁর ধামে অভয়া যশোরেশ্বরী ।

পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া তাহারে অকুপা করি ॥

বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত মিলে মানসিংহরাজে ।

লঙ্কর লইয়া সত্বর হইয়া প্রতাপআদিত্য সাজে ॥

ধূ ধূ ধম ধম কাঁ কাঁ ঝম ঝম দমামা দমদম বাজে ।

ছড় ছড় ছড় ছড় ছড় ছড় কামানের গোলা গাজে ॥

সিন্দূর সুন্দর মণ্ডিত মুদার ষোড়শ হলকা হাতি ।

পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন । ৯

সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর বায়ান্ন হাজার ঢালী ।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া দুই দলে গালাগালি ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায় গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে পাইকে পাইকে যুঝে
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে আত্ম পর নাহি শুঝে ॥
তীর শনশনি গুলী ঠনঠনি খাঁড়া ঝনঝন বাঁকে ।
মুচড়িয়া গৌফে শূল শেল লোফে ক্রোধে হান হান হাঁকে
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া গুলীতে মরিছে কেহ ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে তীরে কেহ ছাড়ে দেহ
পাতসাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে বিস্তর লঙ্কর মারে ।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপআদিত্য হারে ॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হৈল ।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপআদিত্যে লৈল ॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি সঙ্গে চলে মানসিংহ রায় ।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে রায় গুণাকর গায় ॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন ।

রণ জয় ভেরী বাজে রে ।

ঝাংগড় ঝাংগড় ঝা ঝা ঝাংজে রে ॥

রণ জয় করি মুণ্ডমালা পরি কালী সাজে রে ॥

শ্বেত অলি শিব সে নীল রাজীব রাজী রাজে রে ॥

গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী দানা গাজে রে ॥

মহোৎসব যত কি কবে ভারত সেনামাজে রে ॥

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া ।
 চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥
 কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম ।
 সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণমনস্কাম ॥
 মজুন্দারে মানসিংহ कहিলা কি বল ।
 পাতসার হজুরে আমার সঙ্গে চল ॥
 পাতসার সহিত সাক্ষাত মিলাইব ।
 রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব ॥
 অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায় ।
 জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥
 নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া ।
 চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া ॥
 অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার ।
 মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার ॥
 মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দিনী ।
 মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী ॥
 কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর ।
 তোমা বিনা কেবা আর করুণা আকর ॥
 রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।
 যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥
 এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন ।
 ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
 হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥
 ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা ।

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
 দিল্লীযাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
 জননী তাহার সীতা রাম সুমাদার পিতা
 সমর্পিলা পদে অন্নদার ॥
 শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতি খেলাত গায়
 নানা বন্ধে কমর বান্ধিলা ।
 বিলুপত্র আণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
 গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা ॥
 বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
 আরোহিলা পালকী উপর ।
 জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
 মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥
 ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
 দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল ।
 অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
 আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
 পূর্ণ ঘট বাম পাশে রামাগণ যায় বাসে
 গণিকারে মালা বেচে মালী ।
 ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
 কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥
 শুক্ল ধান্যে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
 আশীর্বাদ দিয়াছেন সীতা ।
 নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান
 শিবাকূপে শিবের বনিতা ॥

নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে ।

দেখি যত স্নমঙ্গল মজুন্দারে কুতুহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥

শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকা
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস ।

সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হতাশ ॥

বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতুহলে ।

অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥

মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার ।

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিব জটাজূটে অবতার ॥

বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুন ভূপতি তব দূরে ।

রাজ্য লোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥

স্তবে হয়ে তুষ্টমন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে ।

ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥

মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
 মোর তীরে পাবে অধিকার ।
 সম্ভান হইবে যত সবে হবে অনুগত
 জনেক হইবে রাজা তার ॥
 দিয়া এই বর দান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দান
 মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার ।
 কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজায় রায় গুণাকর গায়
 অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥

দেশ বিদেশ বর্ণন ।

চল চল যাই নীলাচলে । রে অরে ভাই ।
 ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
 মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
 দেখিব অক্ষয় বট তলে ॥
 খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
 নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
 ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈলু হেন মানি
 সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে ॥
 দেখিয়া সে চাঁদ মুখ পাইব কৈবল্য সুখ
 সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥
 গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
 জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ ।
 ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥

গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার ।
 ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥
 এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর ।
 খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥
 সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান ।
 পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥
 রহে চম্পা নগর ডাহিনে কত দূর ।
 চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥
 জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস ।
 হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস ॥
 আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥
 মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া ।
 বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥
 এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে ।
 দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥
 রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম ।
 মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥
 ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর ।
 বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥
 এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে ।
 দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতূহলে ॥
 দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম ।
 দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥

কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া ।
 বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥
 মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে ।
 ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাই আমারে ॥
 বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার ।
 রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ ।

জয় জয় জগন্নাথ স্তুতদ্রা বলাই সাথ
 জয় লক্ষ্মি জয় সুদর্শন ।
 সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
 ধন্য নীলাচল তপোধন ॥
 পূর্বে ছিল অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়
 সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান ।
 কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
 নীলমাধবের এই স্থান ॥
 পুরোহিতে পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
 নীলমাধবের বিবরণ ।
 মূর্ত্তিমান ভগবান দেখিলাম অন্ন খান
 সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥
 করি তার কন্যা বিয়া তাহারি সংহতি গিয়া
 দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ ।
 রোহিণীকুণ্ডের কথা কি কব দেখিছু তথা
 কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গুণি

রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল ।

দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণীজল তরি

বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥

দেখে সেই পুরী নাই বালিপূর্ণ সর্ব ঠাই

শত অশ্বমেধ আরন্তিল ।

স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের

আর পুরী গড়িতে হইল ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময় পুরী কৈল

ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই ।

রূপাতামাময় আর পুরী কৈল দুইবার

শেষে পুরী পাথরের এই ॥

গোদানে গরুর খুরে মাটি উড়ে যায় দূরে

তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ ।

শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়

পুনর্জন্ম না হয় আপদ ॥

হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি

চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা ।

জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম

চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা ॥

দারুব্রহ্ম সর্বাদৃত বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত

ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন ।

লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা

ব্রহ্মরূপ সেই এই অনন্য ॥

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় বুলায় হাত

আচার বিচার নাহি তায় ।

পঞ্চকোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই

শমন সহিত নাহি দায় ॥

শুদ্ধ কিবা পয়ুষিত দূর দেশে সমানীত

কুকুরের বদন গলিত ।

এই অন্ন সুধাময় ভুক্তিমাত্র মুক্তি হয়

উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত ॥

শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পুরিতকায়

প্রণাম করিল নীলাচলে ।

কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজায় রায় গুণাকর গায়

জগন্নাথ চরণকমলে ॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি ।

চল চল রে ভাই চল চল ।

অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত ।

কত দূরে এড়াইয়া চড়িয়া পর্বত ॥

স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল ।

কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥

কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ ।

এড়াইলা কোতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥

মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া ।

কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥

গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি ।
 কালকেতু যেখানে দেখিল তগবতী ॥
 কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন ।
 নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন ॥
 প্রতাপআদিত্য রাজা মৈল অনাহারে ।
 ঘূতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥
 কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত ।
 সাক্ষাত করিল পাতশাহের সহিত ॥
 ঘূতে ভাজা প্রতাপআদিত্যে ভেট দিল ।
 কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইল ॥
 পাতশাহ আজ্ঞামত মানসিংহ রায় ।
 প্রতাপআদিত্যে ভাসাইল যমুনায় ॥
 মজুন্দারে লয়ে গেল পাতশাহ পাশে ।
 ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে ॥
 মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী ।
 উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী ॥
 পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি ।
 কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে তারি ॥
 না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল ।
 অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
 প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
 যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥
 রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন ।
 মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন ॥

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন । ১৯

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিল বাঙ্গালায়

কেমন দেখিলা সেই দেশ ।

কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ

না জানি পাইলা কত ক্লেশ ॥

মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে

কহে জাহাঁপনা সেলামত ।

রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে

কেবল তোমারি কেরামত ॥

হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি

জের হৈল নিমকহারাম ।

গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল

বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥

পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি

কহ রায় কি চাহ ইনাম ।

কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়

ইনাম সে যাহে রহে নাম ॥

গিয়াছিল বাঙ্গালায় ঠেকেছিল বড় দায়

সাত রোজ দারুণ বাদলে ।

বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষ যাহা রৈল

উপবাসী সহ দলবলে ॥

ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার

বাঙ্গালি বামণ এই জন ।

সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল

ফতে হৈল ইহারি কারণ ॥

অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
 কেরামত কামাল ইহার ।
 সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি নিবারিয়া
 যোগাইল সকলে আহাৰ ॥
 রাজ্য দিব कहিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
 গোলাম কবুলে পার পায় ।
 স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
 ফরমান ফরমাই তায় ॥
 দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
 গোলামের এ বড়ই নাম ।
 শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হৈল পাতশার
 ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা ।

এ ফের বুঝিবে কেবা । তারে শুঝে বুঝে যেবা ॥
 নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন মিথ্যা যত দেবী দেবা ॥
 নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে বুঝি কিছু বুঝে সে বা ॥
 ঈশ্বরের নামে তারি পরিণামে কে বা গয়া গঙ্গা রেবা ॥
 ভারত ভূতলে যে করে যে বলে সব ঈশ্বরের সেবা ॥
 পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায় ।
 গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥
 লস্করে ছু তিন লাখ আদমী তোমার ।
 হাতি ঘোড়া উট গাদা খরচ যে আর ॥

এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া ।
 বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া ॥
 সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায় ।
 আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
 আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম ।
 কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম ॥
 সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ ।
 ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥
 গোসাঁই মর্দের মুখে হাত বুলাইয়া ।
 আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া ॥
 হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে ।
 কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে ॥
 আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই ।
 উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই ॥
 হালাল না করি করে নাহক হালাক ।
 যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক ॥
 ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব ।
 কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥
 আর দেখ নারীর খশম মরি যায় ।
 নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥
 ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে ।
 বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে ॥
 মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত ।
 জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত ॥

আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে ।
 ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে ॥
 বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার ।
 আপনারা এক জপে আরে বলে আর ॥
 পর দারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই ।
 ছুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই ॥
 বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া ।
 করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥
 মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া ।
 যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া ॥
 যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া ।
 কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥
 দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দূর ।
 হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥
 বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে ।
 পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥
 দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায় ।
 কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায় ॥
 আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই ।
 স্নানত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥
 জন কত তোমরা গোয়ার আছ জানি ।
 মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি ॥
 দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া ।
 বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর । ২৩

প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায় ।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায় ॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন ॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া ।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া ॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত ।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত ॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায় ।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায় ॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা ।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর ।

এ কথা কব কেমনে । নর নিন্দে নারায়ণে ।
সেই নিরাকার সেই সে সাকার তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে ॥
তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী কৃষ্ণ ভাবে ভক্তজনে
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম কেবল তরে ভজনে ॥
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত ।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত ।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত ॥

পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে ।
 ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥
 ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন ।
 টিকি কাটি নেড়া মাথা এযুক্তি কেমন ॥
 কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার ।
 স্নমতের গুনা তবে কত গুণ তার ॥
 মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর ।
 পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥
 তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই ।
 নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই ॥
 সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার ।
 সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥
 দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায় ।
 স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায় ॥
 দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া ।
 জ্বনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া ॥
 দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে ।
 শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে ॥
 খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড় ।
 একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড় ॥
 ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ ।
 সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ ॥
 সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয় ।
 সেই সয়তান বাজী কহিতে কি ভয় ॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর । ২৫

হিন্দুরে স্মৃত দিয়া কর মুসলমান ।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ ॥
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী ।
ভেবে দেখ স্মৃত বিষম কারসাজী ॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায় ।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায় ॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোসাঁই ।
সংসারে যে কিছু মূর্তি তাহা ছাড়া নাই ॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু ভেদ ভাবিয়া ।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্বেতে উদয় ।
পূর্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব ।
না মানে না করে খানা পিনার আয়েব ॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায় ।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায় ॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের ।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের ॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিজির মত ।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় স্মৃত ॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায় ।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥

মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর ।
 ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁঙ্গীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥
 নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে ।
 দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥
 ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায় ।
 বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায় ॥

দাসু বাসুর খেদ ।
 পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সম্বরে ধায়
 মজুন্দারে কয়েদ করিল ।
 দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা
 দ্রব্যজাত লুটিয়া লইল ॥
 কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
 দাসু বাসু কান্দে উভরায় ।
 হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
 ঠাকুরের কি হইল দায় ॥
 দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
 কি হইবে বিদেশে মরিলে ।
 বিস্তর চাকরী পাব বিস্তর পরিব খাব
 কোন রূপে পরাণ থাকিলে ॥
 যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
 কেন আনু বামণের সাথে ।
 নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
 তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥

দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
 নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী ।
 নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
 তারে বড় কেবা আছে দুখী ॥
 কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিল দাসু
 এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে ।
 মরি তাতে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাই
 বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে ॥
 কুড়ি টাকা পণ দিয়া নুতন করিছু বিয়া
 এক দিনো শুতে না পাইনু ।
 কাদাখঁড়ু হইয়াছে পুনর্কিয়া বাকী আছে
 মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥
 হেদে বামণের ছেলে আগু পাছু নাহি চলে
 দিল্লী আইল রাজাই করিতে ।
 দুখে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
 পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥
 মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল খেয়ে
 এখন সে মানসিংহ কই ।
 গাঁজাখোর রজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
 ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
 মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
 রাজা আঁখি দেখে ভয় পাই ।
 খোটা মোটা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাই
 ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥

উজ্জ্বল কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারি পাশে

রোহেলাজল্লাদ আদি যত ।

কামড়ায়ে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়

কত জনে কহে কতমত ॥

অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভূত

নহি তুঝে করুঙ্গা দোটুক ।

ন হোয় স্মৃত দেকে কলমা পড়াও লেকে

জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥

ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়

অন্নদা ভাবেন মজুন্দার ।

অন্নদা ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে

ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥

স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার

চৌদিকে জ্বনে ধূম করে ।

সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে

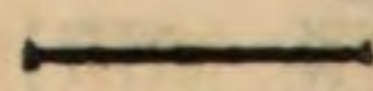
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়

তার স্মৃত ভারত ব্রাহ্মণ ।

কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজায় অন্নদামঙ্গল গায়

নীলমণি প্রথম গায়ন ॥



মজুন্দারের অন্নদা স্তব ।

প্রসাদ মাতরসদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে ।

পিলাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্বন্দে ॥

করস্থ রত্নদর্শিকা সুপানপাত্র শর্ম্মদে ।
 পুরস্থভুক্তভক্তশম্মনর্তনে কটাক্ষদে ॥
 সুধাবিতপ্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে ।
 স্মিতপ্রকাশিতকর্ণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে ॥
 বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে ।
 প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পাদে ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান ।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
 আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিল।
 জয়া বিজয়াই লয়ে আকাশভারতী কয়ে
 মজুন্দারে অভয় করিল। ॥
 ভয় কি রে অরে ভবানন্দ ।
 মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
 দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ ॥
 পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
 ভালমতে ভূত দেখাইব ।
 পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূমধাম
 ভূত দিয়া সব লুণ্ঠাইব ॥
 যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
 নাহি মানে আগম পুরাণ ।
 মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলি মিলি
 মিছা পড়ে কলমা কোরাণ ॥

যত দেবতার মঠ তাস্তি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার ।

বামণ পণ্ডিত পায় খু খু দেয় তার গায়
পৈতা ছেড়ে ফোটা মোছে আর ॥

এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিল ।

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে শহরে চলিল ॥

জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিল মজুন্দার ।

মোগলে ছুঁইতে যায় ভূতে ঢেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার ॥

জবনের ধুম ধাম ভূত হাঁকে ছম হাম
মহামারি পড়িল মশানে ।

কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

অন্নপূর্ণাসৈন্যবর্ণন ।

ধূ ধূ ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম ঘন ঘন নৌবত বাজে ।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড় দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে ॥
হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা বাঁক কটার বিরাজে ॥
কত কত হাজী কত কত কাজী খাইল ছাড়ি নমাজে ॥
বড় বড় দাড়ী চামর ঝাড়ী গোঁফ উঠে শিরতাজে ॥
গোলা ধম ধম গোলা ঝম ঝম গম গম তোপ আবাজে ॥

ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন বরি খত বরকন্দাজে ।
 পদ নখ হননে বধিছে জবনে খগগণ যেমন বাজে ॥
 মারিয়া লাথী বধিছে হাথী ঘোড়া অনলে ভাজে ।
 শোণিত পানা সহিতে দানা চৰ্খই যেমন লাজে ॥
 ভৈরব লক্ষ্মে ধরনী কল্পে বাসুকি নতশির লাজে ।
 ভারত কাতর কহিছে মুরহর রিপুবধ কর অব্যাজে ॥

দিল্লীতে উৎপাত ।

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী গুহক দানব দানা ।
 ভৈরব রাক্ষস বোক্ষস খোক্ষস সমরে দিলেক হানা ॥
 লপটে ঝপটে দপটে রপটে ঝড় বহে খরতর ।
 লপ লপ লক্ষ্মে ঝপ ঝপ ঝল্পে দিল্লী কাঁপে থর থর ॥
 টাকরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে মরিছে যবন সেনা ।
 রক্তের পাতারে ভৈরব সাতারে গগনে উঠিছে ফেনা ॥
 তা থই তা থই হো হো হই হই ভৈরব ভৈরবী নাচে ।
 অট অট হাসে কট মট ভাষে মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥
 তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডূষ করিয়া মাতঙ্গ পুরিয়া গালে ।
 সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া খেলিছে তাল বেতালে ॥
 রথরথি সঙ্গে মুখে পুরি সঙ্গে দশনে করিছে গুঁড়া ।
 হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া খেলিছে আবির উড়া ॥
 নরশির মালা সময় বিশালা শোণিত তটিনী তীরে ।
 রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী শৃগালীবেষ্টিত ফিরে ॥
 এইরূপে দানা গণ দিল হানা জবনে হইল দায় ।
 ললিত বিধানে রচিয়া মশানে রায় গুণাকর গায় ॥

এ কি ভূতাগত দেশে রে ।
 না জানি কি হবে শেষে রে ॥
 উত্তম অধম না হয় নিয়ম কেহ নাহি ধর্মলেশে রে ॥
 দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা চোর ফিরে সাধুবেশে রে
 জ্বনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে তুল্যমূল্য গজমেঘে রে ॥
 ভারতের মন দেখি উচাটন না দেখিয়া হৃষীকেশে রে ॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার ।
 জ্বনের হাহাকার ভূতের ছুস্কার ॥
 ঘরে ঘরে শহরে হইল ভূতাগত ।
 মিয়াংরে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
 বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল ।
 পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
 চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে ।
 কত দোয়া দবা দিলু তবু নাহি ছাড়ে ॥
 শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া ।
 দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
 ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত ।
 বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥
 অরে রে খবিশ তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত ।
 ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
 কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড় ।
 ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥
 ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা ।
 মিয়া দিল লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥

আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে ॥
 ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মূতে ॥
 ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা ।
 মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥
 এই রূপে ভূতাগত হইল শহরে ।
 হাহাকার ছুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিল ।
 সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিল ॥
 পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাই ।
 হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥
 ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর ।
 মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
 দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব ।
 জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥
 মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য ।
 ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥
 কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায় ।
 সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায় ॥
 নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
 মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥
 উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
 থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ॥
 বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি ।
 খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥

নানামতে লোক আহারের চেষ্ঠা পায় ।
 হাতে হৈতে হরিয়া তৈরবে লয়ে যায় ॥
 এইরূপে সপ্তাহ শহরে অন্ন নাই ।
 ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই ॥
 পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির ।
 শহরের উপদ্রব করিল জাহির ॥
 পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোঁসাই ।
 সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই ॥
 মামুর হইল মোর বাবরুচি খানা ।
 ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা ॥
 গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে ।
 ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে ॥
 আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার ।
 ছপ ছাপ ছপ ছাপ ছঙ্কার হাঁকার ॥
 দেখিতে না পাই কেবা করে ধূমধাম ।
 সবো রোজ হাঁকে ছম ছাম খুম খাম ॥
 যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে ।
 বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে ॥
 খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা ।
 লিখে দিলু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
 এমন খবিশ আর না শুনি কোথায় ।
 তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ॥
 ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত ।
 খবিশের খবিশ যমের যমদূত ॥

পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন । ৩৫

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী ।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি ॥
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন মুকুট মাতে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি ॥
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥
কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর ।
কোরাণ টানিয়া কালী ফেলিল আমার ॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত ।
এ কতু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত ।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত ॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই ।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে ।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে ॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয় ।
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয় ॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁঙ্গীর জ্ঞান পায় ।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥

মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন ।
 ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥
 আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত ।
 অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥
 ভাল হেতু করেছিহু হজুরে আরজ ।
 নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
 ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা ।
 শহরে কহর এত আপনি করিলা ॥
 এখনো সে বামণের কর পরিতোষ ।
 তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥
 মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে ।
 মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে ॥
 জোড় হাতে কহে নাজিরের লোক জন ।
 বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥
 মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত ।
 হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত ॥
 মারা গেল কত শত আমীর উমরা ।
 কেবল তন্তের বস্ত্রে বাঁচিলা তোমরা ॥
 যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল ।
 এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল ॥
 শুনি জাহাঁঙ্গীর বড় দিলগির হয়ে ।
 মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥
 অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া ।
 দয়া হৈল জাহাঁঙ্গীরে কাতর দেখিয়া ॥

ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল ।
 বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥
 শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া ।
 দেখা দিলা জাহাঁঙ্গীরে মায়া প্রকাশিয়া ॥
 আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর ।
 রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা ।
 বেদে সীমা দিতে নারে গো মা ॥
 রক্ত শতদল তন্ত্রে পাতশা অভয়া ।
 উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥
 মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার ।
 আমীর উমরা হৈলা যত অবতার ॥
 বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি ।
 গোলন্দাজ নব গ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥
 বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ ।
 সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ ॥
 ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী ।
 নারসিংহী বারাহী কোমারী পৌরুহুতী ॥
 আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন ।
 শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন ॥
 সন্ধ্যা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ু কশ ।
 চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস ॥

মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সমুখে ।
 দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে স্মুখে ॥
 জাহাঁঙ্গীর যেমন এমন কত আর ।
 চারি দিকে মজুন্দারে করে পরিহার ॥
 কোন খানে মধুকৈটভের মহারণ ।
 কোন খানে মহিষাসুরের নিপাতন ॥
 কোন খানে সুগ্রীব দূতের রায়বার ।
 কোন খানে ধুম্রলোচনের তিরস্কার ॥
 কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি ।
 কোন খানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটি ॥
 কোন খানে শুভ্র নিশুম্ভের বিনাশন ।
 কোন খানে সুরথ সমাধি দরশন ॥
 কোন খানে রাম রাবণের মহারণ ।
 কোন খানে কংস বধ আদি বিবরণ ॥
 কোন খানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ ।
 পুঁড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন ॥
 দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর ।
 আশে পাশে অদভূত ভূতের বাজার ॥
 যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী ।
 কাঙ্গালি হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতিনী ॥
 রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে ।
 শহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে ॥
 কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে ।
 তৈরব তৈতৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে ॥

সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর ।
 প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর ॥
 নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন ।
 বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥
 খবিশগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড ।
 যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥
 শূন্যেতে হইল এক মায়াজলনিধি ।
 হর নৌকা হরি মাঝা পার হন বিধি ॥
 তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন ।
 শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥
 ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ।
 মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী ॥
 একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল ।
 অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল ॥
 এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কণ্ঠ পায় ।
 উর্দ্ধপদে হেটপিঠে হাতী নাচে তায় ॥
 তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে ।
 মোমের পুতলি তাহে সুরতি খেলিছে ॥
 উর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী ।
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারি ॥
 সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া ।
 অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া ॥
 মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া ।
 গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া ॥

হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড ।
 একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥
 তার পাশে আর এক কমলে কামিনী ।
 গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী ॥
 আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর ।
 ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর ॥
 আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী ।
 নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী ॥
 আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী ।
 অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী ॥
 এক বারে এক জন পাতশারে চায় ।
 সবে দেখে সর্বশুদ্ধ ধরি যেন খায় ॥
 একবার বিষদৃষ্টি প্রাণ লয় হরি ।
 আর দৃষ্টি প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি ॥
 ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন ।
 হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন ॥
 প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায় ।
 মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায় ॥
 ভক্ত হৈলা জাহাঁঙ্গীর অন্তরে জানিয়া ।
 যত মায়া মহামায়া হরিলে হাসিয়া ॥
 জ্ঞান পেয়ে জাহাঁঙ্গীর প্রাণ পাইল হেন ।
 মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু বাসু যেন ॥
 আজ্ঞা দিলে কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর ।
 রচিলে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

জাহাঁঙ্গীর কহে শুন বামণ ঠাকুর ।
 না জানি করিলু দোষ রোষ কর দূর ॥
 দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া ।
 তোমার প্রসাদে আমি দেখিলু অভয়া ॥
 অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি ।
 অধর্মেরে ধর্ম বলি ধর্ম নাহি মানি ॥
 তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া ।
 তার মূল কেবল তোমার পদছায়া ॥
 অধম উদ্ধম হয় উদ্ধমের সাথে ।
 পুষ্পসঙ্কে কীট যেন উঠে সুরমাথে ॥
 তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে ।
 রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে ॥
 ঘৃণা ছাড়ি ছুয়ে শুদ্ধ করহ আমারে ।
 পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে ॥
 মজুন্দার কন কেন এত কথা কও ।
 জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও ॥
 তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি ।
 আমি হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি ॥
 যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী ।
 এ রূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি ॥
 ইথে বুঝি আমি হৈতে তুমি তাঁর প্রিয় ।
 এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয় ॥
 পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর ।
 দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর ॥

সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই ।
 হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই ॥
 অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া ।
 পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া ॥
 দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময় ।
 সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয় ॥
 জাহাঁঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা ।
 ভালমতে বুঝিহু তোমার দেবী সাঁচা ॥
 জাহাঁঙ্গীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে ।
 অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে ॥
 সেই খানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন ।
 উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥
 দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম ।
 অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম ॥
 পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান ।
 সদস্য কেবল দক্ষ্য মোঙ্গল পাঠান ॥
 কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী ।
 ছলা ছলি দেই যত যবনের নারী ॥
 এমন পূজার ঘট কবে হবে আর ।
 নিবেদিহু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥
 অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও ।
 পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও ॥
 কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত ।
 সর্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত ॥

মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী ।
 মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী ॥
 পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি ।
 সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি ॥
 সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া ।
 প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুচিয়া ॥
 পূৰ্ব্বমত অন্ন পূর্ণ হইল শহরে ।
 অন্নপূর্ণাপূজা সবে করে প্রতিঘরে ॥
 পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে ।
 কৈলাস শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে ॥
 মহানন্দে জাহাঁঙ্গীর গুনাগীর হয়ে ।
 চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে ॥
 পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে ।
 মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে ॥
 মজুন্দার রাজাই পাইলা করমান ।
 খেলাত কাটার ঘড়ী নাগারা নিশান ॥
 পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায় ।
 বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায় ॥
 দাসু বাসু আদি যত পলাইয়াছিল ।
 সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥
 দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা ।
 ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা ॥
 করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে ।
 দাসু বাসু নিবেদন করে ধীরে ধীরে ॥

ইহঁার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা ।
 কার অধিষ্ঠানে এত ইহঁার মহিমা ॥
 জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা ।
 ঢক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা ॥
 শুন অরে দাসু বাসু কন মজুন্দার ।
 গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহঁার ॥
 ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়ামই ।
 এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই ॥

গঙ্গা বর্ণন ।

দাসু বাসু কর অবধান ।
 যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দন
 এই গঙ্গা সেই ভগবান ॥
 মহাদেব এক কালে পঞ্চমুখে পঞ্চতালে
 গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে ।
 নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
 বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে ॥
 তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
 নারায়ণ বামন হইলা ।
 ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে
 এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা ॥
 বিধি সেই পদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
 শিব দিলা জটাজুটে ধাম ।

বিমল চপলভঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা

এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥

ত্রিলোকে ত্রিলোকতারা তিনি হৈলা তিন ধারা

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিশ্রাম ।

স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা

পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥

ইনি সে অলকনন্দা নর লোকে মহানন্দা

ইহাঁরে আনিল ভগীরথ ।

সগর সন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত

এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ ॥

শিব জটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে

এথা আসি ত্রিবেণী হইলা ।

সরস্বতী যমুনারে মিলাইয়া দুই ধারে

মধ্য ভাগে আপনি রহিলা ॥

ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি সঙ্গে

যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে ।

জহু মুনি পিয়াছিল কাণে উগারিয়া দিল

জাহুবী হইলা জহু ঘাটে ॥

রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়

সাধু সাধু কহে দেবগণ ।

পূর্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে

মোর দেশে দিলা দরশন ॥

গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া

নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী ।

পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা

ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী ॥

শতমুখা রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি

মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে ।

বেদ যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে

ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্ণন ।

জানকীজীবন রাম । নব দুর্বাদলশ্যাম ॥

ভব পারাবারে পার করিবারে তরণি রামের নাম ॥

চারু জটাজুট রচিত মুকুট তাহে বন ফুল দাম ॥

হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধ্যানে সুখমোক্ষ ধাম ॥

হনুমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে ভারত করে প্রণাম ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার ।

ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥

দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর ।

এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥

দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা ।

কুপা করি মো সবার পুরাহ কামনা ॥

কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয় ।

যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয় ॥

দেখে যেই জন রামজনমভবন ।

ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন ॥

জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি ।

উত্তরিল। অযোধ্যা রামের রাজধানী ॥
 অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার ।
 যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥
 অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
 মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত ॥
 নানা ধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে ।
 সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে ॥
 মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতুহলে ।
 করিলেন স্নান দান সরযুর জলে ॥
 দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া ।
 অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া ॥
 সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন ।
 শুনিলেন বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ ॥
 দাসু বাসু বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে ।
 ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে ॥
 সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায় ।
 এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্ররায় ॥

রামায়ণ কথন ।

দাসু বাসু শুন মন দিয়া ।
 বাল্মীকিপুরাণ মত রামের চরিত যত
 সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া ॥
 এই দেশে মহারথ ছিল। রাজা দশরথ
 সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান ।

কৌশল্যা প্রথম নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি

তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান ॥

হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে

তিন গর্ভে হৈলা চারি জন ।

কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম

সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন ॥

লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া

জনকের সূতা সীতা হৈলা ।

সীতাপতি রামে জানি জনক পরমজ্ঞানী

হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা ॥

বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে

রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে ।

শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে

মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে ॥

যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম

ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা ।

অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে

পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥

ঘরে এলা সীতা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম

দশরথ রাজ্য দিতে চায় ।

কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম

শোকে দশরথ ছাড়ে কায় ॥

জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে

গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা ।

শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিল। আসি
রাবণভগিনী শূৰ্পণখা ॥

রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লজ্জিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিল। নাক তার ।

সেই হেতু রামশরে খর দূষণাদি মরে
শূৰ্পণখা করে হাহাকার ॥

শুনি শূৰ্পণখা মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া ।

মায়ামৃগ রূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥

রামবাণে হত হয়ে হায়-রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল ।

লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উত্তরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল ॥

রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণসহিত আসি
পৰ্ণশালে না দেখিয়া সীতা ।

সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনুমান
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা ॥

সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ত তাল ভেদ কৈলা
মহাবলি বালিরে বধিলা ।

সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা ॥

কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা ।

সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥

অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল ।

রাবণ রুষিয়া মনে যুদ্ধে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিধিল ॥

রাম কন হনুমাণে সে গন্ধমাদন আনে
তাহে ছিল বিশাল্যকরণি ।

পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা ঘ্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥

রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা ।

বিভীষণে দিলা লক্ষ্য ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥

রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া ।

সীতা হৈলা গর্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ।

সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা ।

বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥

কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান ।

সীতা কৈলা ধরা ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
 সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ ॥
 মুখ রাম সীতাশোকে হেন কালে সুরলোকে
 যুক্তি করি কাল গেলা তথা ।
 লক্ষ্মণে বর্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম
 ভারতের অসাধ্য সে কথা ॥

ভবানন্দের কাশীগমন ।

জয়তি জননী অন্নদা । গিরিশনয়ননন্দা ॥
 অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শস্যদা ॥
 কর বিলসিত রত্ন দক্ষী স্থান পাত্র সারদা ॥
 তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা ॥
 ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা ॥
 অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
 ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
 অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ ।
 ধরিল কাশীর পথ কৈলাসের পথ ॥
 শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে ।
 শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে ॥
 মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান ।
 দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান ॥
 এক মাস কাশীমাঝে করিয়া বিশ্রাম ।
 দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥

অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।
 বিশ্বকর্মনিরমিত অতুলমহিমা ॥
 শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে ।
 করিলা তাহার পূজা সাবধান হয়ে ॥
 ষোড়শোপচার উপহার কত আর ।
 পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার ॥
 ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া ।
 সাক্ষাৎ করিয়া দেবী কহিলা হাসিয়া ॥
 অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি ।
 তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি ॥
 তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা ।
 বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ভ্রা ॥
 চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী ।
 তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি ॥
 গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার ।
 তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥
 সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে ।
 করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥
 সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার ।
 সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥
 এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্বান ।
 মূর্ছা হৈল মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান ॥
 বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে ।
 দেশেতে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥

অন্নপূর্ণাগঙ্গল রচিলা কবিবর ।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি ।
ভাই চল চল রে ভাই চল চল ।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল ॥
কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার ।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
বন পথে চলিলেন পঞ্চকুট দিয়া ।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাত করিয়া ॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন ।
বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন ॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত ।
দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত ॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন ।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত ॥
সেই খানে নানা রসে ভোজন করিলা ।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা ॥
ত্বর করি আসি বাসু দিল সমাচার ।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার ॥

রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগারা নিশান ।
 কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান ॥
 শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী ।
 মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥
 শুনি রাম সুমাদার সীতা ঠাকুরানী ।
 বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি ॥
 সাধী সাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া ।
 সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া ॥
 দুই ঠাকুরানীরে সংবাদ দেহ গিয়া ।
 রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥
 দু জনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে ।
 আগে আমি ঘরে যাই রাজা চোঙ্গা হয়ে ॥
 শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরানী ।
 বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি ॥
 শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু ।
 দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু ॥
 নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে ।
 চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে ॥
 নাগারা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া ।
 কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া ॥
 পর দিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিল ।
 মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিল ॥
 লিখাইয়া পঞ্জা করমানের নকল ।
 নানা মতে সাবধানে রাখিল আসল ॥

ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল ।
ডঙ্কা দিয়া বাগুয়ানে হইলা দাখিল ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি ।

আনন্দ বড় রে । সবধামে সব গ্রামে সব যামে ॥
জয় শব্দ পড় রে । শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুলদামে ॥
সব লোক জড় রে । শুভ কামে অভিরামে অবিরামে ॥
ভারত দড় রে । পরিণামে হরিণামে পরণামে ॥
প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা ।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে ।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহুঁট হয়ে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন ।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে ।
বরিয়া লইয়া অন্নপূর্ণার ভবনে ॥
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে ।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে ॥
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা ।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা ॥

দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা ।
 ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা ॥
 দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার ।
 দাসু যোগাইল ধুতীষোড় পরিবার ॥
 সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান ।
 সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥
 ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি ।
 ধৈয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥
 এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর ।
 দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য ।
 বড় ঠাকুরাণি গো ।
 ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥
 যুবা সূয়া বুড়া ছুয়া সব জানি গো ॥
 সূয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥
 সাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো ॥
 তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ॥
 সাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো ॥
 কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥
 ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো ।
 আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো ॥
 ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো ॥
 তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো ॥

ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো ॥

তোমাংরে বলিবে বুড়াঠাকুরাণী গো ॥

হাততোলা মত পাবে অন্ন পানি গো ॥

বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥

পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো ॥

যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো ॥

রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো ॥

রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো ॥

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো ॥

ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো ॥

টেনে টেনে বাঁধ ছাঁদ খঁপাখানি গো ॥

শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো ॥

দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো ॥

ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো ॥

ভারত কহিছে এত জানাজানি গো ॥

পতি লয়ে দু সতিনে হানাহানি গো ॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য ।

মাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি

বটে বটে বলিয়া উঠিল ।

মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়

পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥

খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী

পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা ।

পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানামন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা ॥

পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাপান ।

গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি পান ॥

ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দনা রে অই তোর বাপা ।

তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কাণকাটা হাপা ॥

সাধীরে বালক দিয়া দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে ।

প্রভু আসিবেন যেই ধরে লয়ে যাব তেই
না দিব সতার ঘরে যেতে ॥

ওখা পদ্মমুখা লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানামতে বেশ করি দিল ।

পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছলা
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥

সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার ।

শ্বশুর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার ॥

দরবারে জয় লয়ে প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান ।

মহারানী হবে সেই মোর মনে লয় এই
 তুমি হবে দাসীর সমান ॥
 একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
 আরো যদি রানী হয় সেই ।
 রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
 আমার ভাবনা বড় এই ॥
 ছুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
 আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি ।
 আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রানী
 তবে সে সতিনী পায় ফাকী ॥
 এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
 মাধী যেন মাতাল মহিষী ।
 চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
 আঁচল লুঠায় মাটি মিশি ॥
 নাপান ঝাঁপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
 উত্তরিল যথা মজুন্দার ।
 দাঁড়াইয়া এক পাশে কথা কহে মৃদু হাসে
 রায় গুণাকর কহে সার ॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পাণ খান ।
 হেন কালে মাধী এল গালভরা পাণ ॥
 ছোট মার ঘরে আসি পাণ খেতে হয় ।
 এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥

মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল ।
 বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥
 রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান ।
 ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥
 মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা ।
 সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা ॥
 আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায় ।
 হাসি হাসি মাধীদাসী আগে আগে যায় ॥
 দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার ।
 সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার ॥
 জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল ।
 চন্দ্রমুখী নিবেদিল। সকলি মঙ্গল ॥
 এই ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল ।
 দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥
 শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা ।
 কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা ॥
 যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ ।
 বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিলা পথ ॥
 এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায় ।
 আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড়জনে চায় ॥
 সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে ।
 এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে ॥
 মাধী বলে আগে যাউন ছোট মার ঘরে ।
 তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে ॥

সাধী বলে সাধী তোরে সাঙ্গী কেবা মানে ।
 ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে ॥
 ঠাকুরানী ঠাকুরে যখন কথা হয় ।
 দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয় ॥
 আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট ।
 তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥
 কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি ।
 রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুজী ॥
 সাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক ।
 আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাক ॥
 সাধী সঙ্গে করিয়া কথায় ছুটাইটি ।
 ছোটর নিকটে সাধী গেল ছুটাইটি ॥
 কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।
 দু সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর ॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা ।

কি কর চল তাড়াতাড়ি । গো ছোট মা ।
 তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
 বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥
 সে যদি আগে লৈল সেই ত রানী হৈল
 তবে ত বড় বাড়াবাড়ি ॥
 সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
 ঘুচিল শোজি পাড়াপাড়ি ॥

ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি ॥

রাঙ্কিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটু পাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি ॥

সাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি ॥

সাধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
দিয়াছি খুব বাড়াবাড়ি ॥

করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি ॥

ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া গাছ সাঁড়া সাঁড়ি ॥

ছু সতিনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি ॥

ছুজনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়া আড়ি ॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গ্যাত্তি ।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার ।

রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার ॥

রাধা পীতধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে

চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার ॥

কেহ বা ঘোড়য়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরুভঙ্গ

হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার ॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গ্যোক্তি । ৬৩

সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার ॥
সব গোপী এক সাথে লুঠিলেক গোপীনাথে
ভারত দোহাই দেয় মদনরাজার ॥
মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা ।
দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা ॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার ।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার ॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া ।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া ॥
বড়দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান ।
উচিত যে উহারি মন্দিরে আগে যান ॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা ।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা ॥
দু সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে ।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে ॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ।
সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার ॥
দুজনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক ।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক ॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে ।
সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে ॥
ছুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি ।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি ॥

এত শুনি সাধী নাধী অন্তর হইল ।
 দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল ॥
 পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী ।
 ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি ॥
 বড়দিদী বড় সূয়া সব কাজে বড় ।
 ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড় ॥
 চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ্য কৈলা বড় ।
 দড় ছিন্ত যখন তখনি ছিন্ত দড় ॥
 তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে ।
 আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
 দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি ।
 ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি ॥
 এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি ।
 ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ॥
 তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সূয়া ।
 হারায় যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥
 সূয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি ।
 দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥
 চন্দ্রমুখীকথায় বুঝিয়া আবিষ্কার ।
 ধূর্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার ॥
 চন্দ্রমুখি তব মুখচন্দ্রের উদয় ।
 পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয় ॥
 ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অশ্বরে ।
 শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে ॥

চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন ।

এখন পদ্মে দেখে চন্দ্রমা মলিন ॥

মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয় ।

চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয় ॥

হাসি চন্দ্রমুখীমুখে ঝাপিলা অশ্রু ।

পদ্মমুখীমুখপদ্মে হৈলা মধুকর ॥

ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত মজুন্দার ।

সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠার ॥

ভবানন্দের উভয়রানী সন্তোষ ।

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী

মজুন্দার বড় ঘরে গেলা ।

কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি

ক্ষণেক করিলা কামখেলা ॥

ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা

রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর ।

যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে

সমাপিলা বড়র বাসর ॥

প্রাণিতভর্তৃকা হয়ে দুহে ছিল দুঃখ সয়ে

আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা ।

কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে

দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা ॥

কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া

বিপ্রলব্ধ হইলা দুজনে ।

এখন ইহাৱে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে

পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥

স্বাধীনভর্তৃকা ইনি প্রোষিতভর্তৃকা তিনি

আমি হৈলু অপূৰ্ণ নায়ক ।

তাৱে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীনভর্তৃকা করি

নহে হব কামিনীঘাতক ॥

রাত্রি শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা

খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী ।

খেদাইবে কটু কয়ে কলহাস্তুরিতা হয়ে

কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥

তাৱ কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধৈয়ে

ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা ।

সেইখানে বাহ কয়ে খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে

একে দুই কলহাস্তুরিতা ॥

রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কাম কূপে

কেহ নাহি করিবে উদ্ধার ।

এখনো যদিপি যাই তবে দুই কুল পাই

সম হয় দুহাৱ বিহাৱ ॥

দুই প্রহরের ঘড়ী গজরের তড়তড়ী

মজুন্দাৱ বাহিৱ হইলা ।

ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী

বুঝি প্রভু আসিতে নাৱিলা ॥

সোহাগেতে ভুলাইয়া মোৱে ঘরে পাঠাইয়া

আনন্দে রহিলা বড় লয়ে ।

গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলা ঘর

এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে ॥

ফুলবাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরা তলে

ঘর বারি করে কতবার ।

এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে

শরের বুঝিয়া খর ধার ॥

হেন কালে মজুন্দার বেগে ঘরে এলা তার

মন আইল বেগ শিখিবারে ।

মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল

দুজনে বিবিল এক ধারে ॥

কথায় না সহে ভর দুহে কামে জর জর

কামক্রীড়া করিল বিস্তর ।

ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর

বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর ॥

মজুন্দারের রাজ্য ।

ধূধু ধূধু নৌবত বাজে রে ।

বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার

রাজা হৈলা বাণুয়ান গাজে রে ॥

ভৌঁভৌঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে

ঝাঁঝাঁঝাঁ বাম বাম ঝাঁজে রে ॥

ঘড়ী বাজে ঠন ঠন ঘন্টা বাজে রন রন

গন গন গজঘন্টা গাজে রে ॥

ভাঁড়াই করিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়

সিপাই সমুখে পুর সাজে রে ॥

ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাকে

দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে ॥

নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে

টাদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে ॥

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাজ্যাপদ ছায়া

ভারতের কৃষ্ণচন্দ্ররাজে রে ॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার ।

স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥

ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ী ।

চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী ॥

দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরি ।

খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥

সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা ।

মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা ॥

ফরমান মত সব সনন্দ লিখিয়া ।

মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥

পরগণা পরগণা হইল আমল ।

দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥

শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার ।

সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥

এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম ।

ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥

হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া ।

শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥

পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঙ্কিয়া সুখসার ।

চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।

রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নদার এয়োজাত ।

চল চল সব ব্রজকুমারি । তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥

রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলীযন্ত্রে

কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে যাইতে হইল রহিতে নারি ॥

ত্বরাপর সবে করহ সাজ কি করিবে মিছা ঘরের কাজ

সাজিয়া আইল মদনরাজ তিলেক রহিতে আর না পারি ॥

কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া কেহ লহ পাণ কপূর গুয়া

কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া কেহ লহ পাখা জলের ঝারি ।

সে মোর নাগর চিকণকাল তারে সাজে ভাল বকুলমালা

আমি বয়ে লব পুরিয়া থালা ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি ॥

অন্নপূর্ণাপূজা আরম্ভিলা মজুন্দার ।

চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার ॥

ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল ।

সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল ॥

অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা ।

ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা ॥

সুলোচনা সুমিত্রা সূতদ্রা সুলক্ষণা ।
 যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সূমনা ॥
 রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা ।
 অরুন্ধতী অরুণী উৰ্বশী উষা উমা ॥
 সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী ।
 মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী ॥
 তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী ।
 কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী ॥
 কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী ।
 রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী ॥
 হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী ।
 পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্শ্বতী ॥
 ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী ।
 রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী ॥
 শারদা সূশীলা শামী সূমতি শর্মাণী ।
 বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥
 ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী ।
 ক্ষেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী ॥
 সোণা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী ।
 মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী ॥
 গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী ।
 নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী ॥
 বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী ।
 সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী ॥

সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধুনী ।
 কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী ॥
 ছললী দ্রোপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী ।
 ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেবী ॥
 নারায়ণী নয়নী নন্দদা নন্দরাণী ।
 জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাহ্নু জানি ॥
 কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী ।
 অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী ॥
 আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী ।
 সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্কশী সুন্দরী ॥
 চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী ।
 শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী ॥
 শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী ।
 মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী ।
 মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী ॥
 কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায় ।
 কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায় ॥
 বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিনী ।
 ঘন বাজে ঘুন্স ঘুন্স কঙ্কণ কিক্কিনী ॥
 কেহ বলে এস সহ চল সেঙাতিনী ।
 ঠাকুরাণী ঠাকুরবাণী নাতিনী মিতিনী ॥
 বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া ।
 শাশুড়ী দিচ্ছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া ॥

কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
 কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী ॥
 কার বেণী কার খোঁপা কার এলো চুল।
 কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল ॥
 চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
 দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার ॥
 তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
 করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া ॥
 সবাকারে দিল তৈল সিন্দূর চিরণী।
 কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি ॥
 নিজবাসে গেল। সবে করি প্রণিপাত।
 রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত ॥

রন্ধন।

বেলা টৈল অন্নপূর্ণা রান্না বাড় গিয়া।
 পরম আনন্দ দেহ পরমান দিয়া ॥
 তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
 কালরূপি কালকূট অমৃত হইয়া ॥
 এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতামাত্র
 দিতে পার চতুর্দর্শ ঈশদ হাসিয়া ॥
 তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
 সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া ॥
 পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হয় সুধা
 না বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী ।
 রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী ॥
 স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান ।
 অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান ॥
 হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক ।
 শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥
 ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে ।
 মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ॥
 বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা ।
 দুধখোড় ডালনা শুভ্রানি ঘণ্ট ভাজা ॥
 কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া ।
 তিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমুড়া ॥
 নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে ।
 আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাংসে ॥
 কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল ।
 সীকপোড়া খুরী কাঁটালের বীজে ঝোল ॥
 ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই ।
 কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥
 মায়া সোণাখড়কীর ঝোল ভাজা সার ।
 চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥
 কণ্টা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া ।
 তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া ॥
 আত্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী ।
 আরি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥

রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক ।
 মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥
 বাচার করিল ঝোল খয়রার ভাজা ।
 অমৃতঅধিক বলে অমৃতের রাজা ॥
 স্রুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত ।
 ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ॥
 বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম ।
 গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥
 কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা ।
 কালিয়া দোলমা বাগা সেকটী সমসা ॥
 অন্য মাংস সীক ভাজা কাবাব করিয়া ।
 রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া ॥
 মৎস্য মাংস মাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা ।
 মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥
 আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার ।
 চালিতা তেতুল কুল আমড়া মন্দার ॥
 অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা ।
 সুখা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥
 বড়া এলো আসিকা পীযুষী পুরী পুলী ।
 চুষী রুটী রামরোট মুগের শামুলী ॥
 কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী ।
 সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি ॥
 পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা ।
 চালু চিনা ভুরা রাজবার চালু দিলা ॥

পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর ।
 বিষ্ণুভোগ রাঙ্কিলা রাঙ্কনী লক্ষ্মী যার ॥
 অতুলিত অগণিত রাঙ্কিয়া ব্যঞ্জন ।
 অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥
 মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে ।
 আশু বোরা আমন রাঙ্কিলা ক্রমে ক্রমে ॥
 দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা ।
 মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥
 কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি ।
 শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুরি শুঁদি ॥
 ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর ।
 কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার ॥
 দাছসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি ।
 কেলিজিরা পদ্মরাজ দুধরাজ লুচি ॥
 কাঁটারান্নি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে ।
 ধুলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥
 বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল ।
 কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল ॥
 মাকু মেটে মসিলোট শিবজটা পরে ।
 দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে ॥
 সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে ।
 বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে ॥
 রাঙ্কিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতি ।
 কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ॥

রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রাঞ্জে ।
 জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বাঞ্জে ॥
 লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু ।
 রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু খালু ॥
 অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয় ।
 মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ॥

অন্নদাপূজা ।

অশেষ উপচার আনিয়া মজুন্দার
 পূজেন অন্নদাচরণ ।
 পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
 পূজয়ে বিধান যেমন ॥
 ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
 কি কব তাহার বিশেষ ।
 মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
 বসন ভূষণ সন্দেশ ॥
 বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
 গায়ক নটী রামজনী ।
 যতেক রামাগণ পরম হৃষ্টমন
 করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি ॥
 পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্নহোম
 ভোগের অন্ন আনি দিলা ।
 করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত
 জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥

হইয়া যোড়পানি পড়েন স্তুতিবাণী
 পরম জ্ঞানী মজুন্দার ।
 কি কব ভাগ্য লেখা অন্নদা দিলা দেখা
 ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
 দেখিয়া অন্নদায় পলকে পূর্ণকায়
 মোহিত হৈলা মজুন্দার ।
 অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
 কেহ না দেখে শুনে আর ॥
 কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
 এস লো পদ্মমুখী রামা ।
 আছিল স্বর্গবাসি শাপে ভূতলে আসি
 ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
 এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
 মনে না করে পূর্ব কথা ।
 আমার ইতিহাস করিল পরকাশ
 এখন চল যাই তথা ॥
 অষ্টাহ গীত কথা কহেন দেবী তথা
 শুনে ভবানন্দ রায় ।
 অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
 ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা ।

শুন শুন অরে ভবানন্দ ।
 মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
 শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥

প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিন গুণ
 বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিলু ।
 দক্ষের দুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে
 দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িলু ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।
 দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে জনমিলু উমা নামে
 মোর বিয়া হেতু কাম মৈল ॥
 বিয়া হৈল হর সঙ্গে হরগৌরী হৈলু রঙ্গে
 গণেশ কার্তিক পুত্র হৈল ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।
 তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে
 ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইলু ।
 পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে
 অন্ন দিয়া শিবে নাচাইলু ॥
 কাশীমাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
 বিশ্বকর্মে নির্মিত মন্দিরে ।
 করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
 অন্নে পূর্ণ করিলু ভূমিরে ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।
 চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈল কৃতিবাস
 ভুজসুত্ত হয়ে ছিল তার ।
 শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিলু তায়
 কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার ॥
 সেই ব্যাস তার পরে ব্যাসবারাণসী করে
 মোর উপাসনা করে বসি ।
 বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া
 করিলু গর্দভবারাণসী ॥

কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা বসুন্ধরে

শাপ দিয়া ভূতলে আনিহু ।

হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ী রূপে আমি গিয়া

ঘুটেবেচাছেলে বর দিহু ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।

পঞ্চমে শাপের ছলে আনিহু ধরণীতলে

নলকুবেরেরে এই গ্রামে ।

ভবানন্দ তুমি সেই চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে ॥

পরে হরিহোড়ে ছাড়ি আইহু তোমার বাড়ী

ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নায় ।

শুনি পাটুনার মুখে তুমি নিজ ঘরে সুখে

ঝাঁপী রূপে পাইলা আমায় ॥

আসিয়াছি তোমার ঘরে শুন কহি তার পরে

প্রতাপআদিত্য ধরিবারে ।

এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়

বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে ॥

মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাঅন্দরের কথা

জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমায় ।

ইতিহাস ছলে সুখে শুনিহু তোমার মুখে

আদ্যরস অন্দর বিদ্যায় ॥

পূজি মোর কালী রূপ সুকবি অন্দর ভূপ

উপনীত হৈল বর্দ্ধমান ।

হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর

শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥

গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা

ছুহে দেখা রথের নিকটে ।

মোর বরে সন্ধি হৈল গান্ধার্ব বিবাহ কৈল

বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্বিনীর রবি

অশেষ চাতুরী প্রকাশিল ।

কপটসন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাত কৈল

নানামতে বিহার করিল ॥

বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি

কোটাল ধরিতে গেলা চোরে ।

নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাত করে

সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে ॥ শুন শুন ইত্যাদি ।

সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া

বাঁচাইলু কুমার সুন্দরে ।

বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল

বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥

এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে

মানসিংহ এল তোমার ঘরে ।

সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে

তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে ॥

ভেদ পেয়ে তোমার মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে

মানসিংহ যশোরে আইল ।

প্রতাপআদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি

তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ॥

তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া

পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা ।

তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে

এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥

আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে

উপদ্রব করিছু শহরে ।

পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে

মহাসুখে তুমি এলা ঘরে ॥

শুন শুন ইত্যাদি ।

অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই

আমি অষ্টমঙ্গলা কহিছু ।

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস

এই বর পূর্বে দিয়াছিছু ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ।

মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়

শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥

অঙ্গদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত

কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।

বন্দিয়া গোবিন্দপায় রায় গুণাকর গায়

পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥

রাজার অনঙ্গদার সহিত কথা ।

মোরে তরাহ তারিণী । অভয়া ভয়বারিণী ॥

অম্বিকা অঙ্গদা শঙ্করী শারদা জয়ন্তী জয়কারিণী ॥

চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা ত্রিপুরাশূলধারিণী ॥
মহিষমর্দিনী মহেশমোহিনী দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী ॥
তৈরবী ভবানী শর্কানী রুদ্রাণী ভারতচিত্তচারিণী ॥

এইরূপে পূর্ব কথা বিশেষ कहিয়া ।

মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥

মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন ।

দেখিতে পাইলা সর্ব পূর্ব বিবরণ ॥

মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ ।

অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছান্দে ।

শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥

দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন ।

লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥

অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর ।

প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥

মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার ।

উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥

অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই ।

মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥

সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই ।

যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই ॥

গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর ।

রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার ।

পরশ পাইয়া ছিল বিখ্যাত সংসার ॥
 আমার কপটে তার হয়েছে নিধন ।
 রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন ॥
 গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন ।
 দীঘী কাটি করিবেক শঙ্করস্থাপন ॥
 তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায় ।
 বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥
 গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে ।
 পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥
 তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম ।
 রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥
 রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার ।
 রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
 জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী ।
 সোম যাগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥
 এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে ।
 সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
 নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে ।
 রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥
 অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে ।
 রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে ॥
 তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভাৰ্য্যায় ।
 রাজারাম কৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায় ॥
 গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভাৰ্য্যায় ।

তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায় ॥
 ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম বলে ।
 রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে ॥
 তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান ।
 কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান ॥
 বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া ।
 নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া ॥
 আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে ।
 কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে ॥
 শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে ।
 বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥
 আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে ।
 নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
 বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে ।
 মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥
 স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে ।
 এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥
 সত্যসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায় ।
 ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায় ॥
 ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়সুত ।
 কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥
 ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
 অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
 পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী ।
 দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥

জ্ঞানবান হবে সেই আমার কুপায় ।
 এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায় ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে ।
 রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥
 সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে ।
 অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥
 ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ ।
 এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥
 শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার ।
 জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার ॥
 যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে ।
 তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে ॥
 বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিতা ।
 সেই শকে এই গীত ভারত রচিতা ॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা ।

ভবানন্দ মজুন্দার স্মৃতে দিয়া রাজ্যভার
 বাপ মায় প্রবোধ করিয়া ।
 পূর্ব কথা মনে করি বসিলেন ধ্যান ধরি
 স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া ॥
 সীতারাম মজুন্দার করিছেন হাহাকার
 প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল ।
 অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
 ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল ॥

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী

সহমৃতা হইলা হাসিয়া ।

চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা অলকাপথে

যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া ॥

অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে

পিছে নলকুবর চলিলা ।

কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি

পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা ॥

পুত্র পুত্রবধু লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে

পূজা কৈলা অন্নদাচরণ ।

কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে

কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন ॥

অন্নপূর্ণা অজাচ্ছিতা অপর্ণা অপরাজিতা

অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বা ।

অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা

অনির্বাচ্যা অরূপা অসম্বা ॥

ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী

ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা ।

ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ণ कहিয়াছি ক্ষত

ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি

সেই মত রচিয়া বিধানে ।

ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর

পরীক্ষিততত্ত্ব ভগবানে ॥

সমাপ্ত ।

Bhārata Chandra

Annadā Maṅgaladi.- Vidya Sundara.- Mána Sinha (Drei Sammlungen epischer
Dichtung von Chandra Bhārata, bengalisch) Vgl. Zenker, Bibl. or. II, no. 61
11

Calcutta 1853

A.or. 2440

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10250235-6